শ্রীশ্রীপদ-কল্পতরু।

প্রথম ও দ্বিতীয় শাখা।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্, এ, কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

ইণ্ডিয়ান পাব্লিকেশন্ সোসাইটি
অর্থাৎ
ভারত-গ্রন্থ-প্রচার-সমিতি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৭নং মদন মিত্রের লেন, "বেঙ্গল প্রেসে"
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ-দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৪

সূচীপত্র।

প্রথম শাখা।

প্রথম পল্লব।

পূর্ব্বরাগ।

দ্বিতীয় পল্লব।

তৃতীয় পল্লব।

চতুর্থ পল্লব।

পঞ্চম পল্লব।

ষষ্ঠ পল্লব।

সপ্তম পল্লব।

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।

অষ্টম পল্লব।

রসোদ্গার।

নবম পল্লব।

দশম পল্লব।

একাদশ পল্লব।

দ্বিতীয় শাখা।

রূপানুরাগ ও রূপাভিসার।

প্রথম পল্লব।

দ্বিতীয় পল্লব।

বিষয়। পৃষ্ঠাঙ্ক।

তৃতীয় পল্লব।

অষ্ট নায়িকা।

চতুর্থ পল্লব।

বসন্ত-কালোচিত অষ্টনায়িকা-প্রকরণ।

খণ্ডিতা ধীরা।

অষ্টম পল্লব।

নবম পল্লব।

দশম পল্লব।

একাদশ পল্লব।

খণ্ডিতা অধীরা

দ্বাদশ পল্লব।

খণ্ডিতা ধীরাধীরা।

কলহান্তরিতা।

ত্রয়োদশ পল্লব।

অষ্টাদশ পল্লব।

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।

ঊনবিংশ পল্লব।

বিংশ-পল্লব।

বিষয়। পৃষ্ঠাঙ্ক।

একবিংশ পল্লব।

নির্হেতু মান।

দ্বাবিংশ পল্লব।

কারণাভাস মান।

ত্রয়োবিংশ পল্লব।

অকারণ মান।

চতুর্ব্বিংশ পল্লব।

সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ-রসোদ্গার।

শ্রেষ্ঠ উইল্‌সন্ সাহেব কৃত ইংরেজী পদ্যানুবাদ ও বিস্তৃত সমালোচনা-পূর্ণ উপক্রমণিকা সহিত উৎকৃষ্ট কাগজে—

অগ্রিমমূল্য।—— সুলভ সংস্করণ ১৲ রাজ সংস্করণ ১৷৷৹

অমরকোষ— অমরসিংহ কৃত মূল, অকারাদি ক্রমে সমগ্র শব্দাবলির সূচীপত্র, ব্যুৎপত্তি, প্রকৃতিপ্রত্যয়, বাঙ্গালা ও ইংরেজী প্রতিশব্দ সহিত সত্বরই প্রকাশিত হইবে। ইহা দ্বারা একাধারে উৎকৃষ্ট সংস্কৃত অভিধান, ও Sanskrit to English এবং Bengali to English অভিধানের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।

অগ্রিমমূল্য ... ২৲।

পূর্ব্বোক্ত সকল গ্রন্থের অগ্রিম মূল্যই বর্ত্তমান ১৩০৪ সনের জৈষ্ঠমাস মধ্যে দিতে হইবে। গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে সকল গ্রন্থের মূল্যই দ্বিগুণ হইবে।

পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা।

ইণ্ডিয়ান পাইওনিয়ার কোম্পানি লিমিটেড্

১৮নং শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীট্।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়

২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি

২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।

বিজ্ঞাপন।

পদকল্পতরু প্রকৃতপক্ষেই কাব্যরসের কল্পতরু। প্রাচীন কবি বৈষ্ণবদাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এই সংগ্রহ-গ্রন্থে, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সনাতন গোস্বামী, গোবিন্দ দাস, বাসু ঘোষ, বলরাম দাস, জ্ঞান দাস. রায় শেখর, বসন্ত রায় প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের রচিত তিন সহস্রের অধিক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পদাবলি সংগৃহীত হইয়াছে। ফলতঃ পদকল্পতরু গ্রন্থে দেখিতে না পাওয়া যায় এইরূপ উৎকৃষ্ট পদাবলির সংখ্যা নিতান্তই বিরল। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলির কবিত্ব, মাধুর্য্য ও ভাব-বৈচিত্র্য প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। বস্তুতঃ তাঁহারাই বাঙ্গালার আদিগীতিকাব্যের রচয়িতা। প্রেমের মাধুর্য্য ও বৈচিত্র্য যদি কোন কবির রচনায় পূর্ণমাত্রায় পরিব্যক্ত হইয়া থাকে, তবে এই বৈষ্ণব কবিগণের মধুর, প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায়ই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমের উচ্ছ্বাসে, বৈষ্ণব কবিগণের কবিতায় চারি পাঁচ শতাব্দীকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালির প্রাণের যে আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতার ভাষা প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, আজিও বাঙ্গালির প্রাণের মর্ম্মকথা কোন নব্য কবি তদপেক্ষা প্রস্ফুট ও চিত্তোন্মাদক ভাষায় বলিতে পারেন নাই; সুতরাং বলিতে হয় যে বৈষ্ণব কবির কবিতা হইতে বাঙ্গালির সম্পূর্ণ নিজস্ব ও প্রাণের সামগ্রী আর কিছু নাই। তাই বঙ্কিম বাবু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার সরকার প্রভৃতি ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত সমালোচকগণও বৈষ্ণব কবির পদাবলি পাঠে

মোহিত হইয়া একবাক্যে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি-কাব্যরচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, বাঙ্গালিরা জানিয়া শুনিয়া সেই প্রাণের জিনিষ গুলিকে অযত্নে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ কেবল বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দ দাসের পদাবলি ইতিপূর্ব্বে একত্রে অথবা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে কিন্তু সমগ্র বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলি আর ইতিপূর্ব্বে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত হয় নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেকেই জানেন যে, সনাতন গোস্বামী, জ্ঞানদাস, রায় শেখর, চম্পতি পতি, বসন্ত রায়, বলরাম দাস, লোচন দাস ইত্যাদি কবিগণ বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত বটে সুতরাং তাঁহাদের ও অন্যান্য শতাধিক কবির উৎকৃষ্ট পদাবলি ভূষিত এই প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থ খানি যে সহৃদয় পাঠকগণের নিকট সবিশেষ উপাদেয় হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলি মুদ্রণে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা সুবৃহৎ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পদকল্পতরু গ্রন্থখানিই প্রথমে মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পদকল্পতরু গ্রন্থ খানি চারি শাখায় সম্পূর্ণ ও প্রত্যেক শাখায় কতকগুলি করিয়া পল্লব আছে। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় শাখা একত্রে প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইল। ইহাতে পূর্ব্বরাগ, লালসাদি দশদশা, আপ্তদূতী, সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, মান, বাসকসজ্জাদি অষ্ট-নায়িকা বর্ণন ও রসোদ্গারাদি বিষয়ক ৬০০ শতের অধিক পদাবলি আছে ও প্রায় সাড়ে চারি শত পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শাখা পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে সত্বরই মুদ্রিত হইবে। পদকল্পতরু গ্রন্থের সংগ্রহপ্রণালী এইরূপ সুকৌশল সম্পন্ন যে সকল শাখা ও পল্লব গুলিই স্বতঃসম্পূর্ণ অর্থাৎ উহাদের

একটির অর্থবোধ ও রসগ্রহের জন্য অন্যটির কোন অপেক্ষা রাখে না, তবে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে তৃতীয় ও চতুর্থ শাখা দ্বয়ে ও পূর্ব্বোক্ত কবিগণের উৎকৃষ্ট পদাবলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় সুতরাং বৈষ্ণব কবিগণের কবিতাপাঠের পূর্ণ ফল লাভ করিতে হইলে সমগ্র গ্রন্থখানিই অধ্যয়ন করা উচিত। পদকল্পতরুর সম্পূর্ণ গ্রন্থ শারদীয় পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে ও সম্পূর্ণ গ্রন্থের গ্রাহকদিগকে উক্ত গ্রন্থের সহিত বৈষ্ণব-কবিগণের কবিতার ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও কবিত্বের সুবিস্তৃত সমালোচনাপূর্ণ সুদীর্ঘ উপক্রমণিকা, সমস্ত পদাবলির প্রথম ছত্রের সূচিপত্র, অকারাদিক্রমে দুরূহ শব্দাবলির অর্থ ও দুরূহ বাক্যাবলির টীকা প্রদত্ত হইবে। আমাদিগের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস দ্বারা যদি বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলিপাঠে বাঙ্গালি পাঠকগণের কিয়ৎ পরিমাণেও সৌকর্য্য সাধিত হয় তাহা হইলে আমরা শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু।

প্রথম-শাখা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।১

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম-কল্পতরু
অদ্ভুত যাক প্রকাশ।
হিয় অগেয়ান- তিমির বর-জ্ঞান-
সুচন্দ্র-কিরণে করু নাশ ॥
ইহ লোচন আনন্দ-ধাম
অযাচিত এ হেন পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেয়ল হরিনাম ॥ ধ্রু ॥
দুরগতি অগতি অসত-মতি যো জন
নাহি সুকৃতি-লব-লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন যুগল ভজন-ধন
তাহে করত উপদেশ ॥

নিরমল গৌর- প্রেমরস-সিঞ্চনে
পূরব সব মনোআশ ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণবদাস ॥ ১ ॥

জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচী-নন্দন
মঙ্গল নটন সুঠাম ।
কীর্ত্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে
মুকুন্দ বাসু গুণগান ॥
দাং দ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজত
মধুর মন্দীর রসাল রে ।
শঙ্খ করতাল ঘণ্টারব ভেল
মিলন পদতলে তাল রে ॥
কো দেই গোরা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন
কো দেই মালতী মাল রে ।
পিরীতি ফুলশরে মরম ভেদল
ভাবে সহচর ভোর রে ॥
কোই কহত গোরা জানকী-বল্লভ
রাধার প্রিয় পাঁচবাণ ।
নয়নানন্দের মনে আন নাহি
জানে গদাধরের প্রাণ ॥ ২ ॥

চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল
জীতল গৌর-তনু-লাবনিরে ।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমনোমোহন ভাঙনীরে ॥

জয় শচী-নন্দন ত্রিভুবন-বন্দন
কলিযুগ-কাল-ভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে ॥ ধ্রু ॥
বিপুল পুলক-কুল- আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেম ভরে।
লহু লহু হাসনী গদগদ ভাষণী
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥
নিজরসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গায়ত কত কত ভকতহিঁ মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহী-মণ্ডল
গোবিন্দদাস তহি পরশ নাভেলি ॥ ৩ ॥

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য।

বেলোয়ার।

জয় জগ-তারণ কারণ-ধাম।
আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ নাম ॥ ধ্রু ॥
ডগমগ লোচন কমল ঢুলায়ত
সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই
গৌর-প্রেম ভরে চলই না পার ॥
গদগদ আধ মধুর বচনামৃত
লহু লহু হাস বিকাশিত গণ্ড।
পাষণ্ড-খণ্ডন শ্রীভুজ-মণ্ডন
কনক-খচিত অবলম্বন-দণ্ড ॥

কলি-যুগ-কাল ভুজঙ্গম দংশল
দগধল স্থাবর জঙ্গম দেখি ।
প্রেম সুধা-রস জগভরি বরিখল
গোবিন্দদাসকে কাহে উপেখি ॥ ৪ ॥

গৌরী ।

নন্দ-নন্দন গোপীজন-বল্লভ
রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম ।
সো শচী-নন্দন নদীয়া-পুরন্দর
সুর-মুনিগণ-মনোমোহন-ধাম ॥

জয় নিজ কান্তা- কান্তি-কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ ।
জয় ব্রজ-সহচরী- লোচন-মঙ্গল
নদীয়া বধূজন-নয়ন-আমোদ ॥

জয় জয় শ্রীদাম সুদাম সুবলার্জ্জুন
প্রেম-প্রবর্দ্ধন নবঘন-রূপ ।
জয় রামাদি সুন্দর প্রিয় সহচর
জয় জয় মোহন গৌর অনুপ ॥

জয় অতিবল বলরাম প্রিয়ানুজ
জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দ ।
জয় জয় সজ্জন- গণ-ভয়-ভঞ্জন
গোবিন্দদাস-আশ-অনুবন্ধ ॥ ৫ ॥

ধানশী ।

জয় অদভুত সো পহু অদ্বৈত
স্থরধনী-সন্নিধানে ।
আখি মুদি রহে প্রেমে নদী বহে
বসন তিতিল ঘামে ॥

নিজ পহু মনে ঘন গরজনে
উঠি জোড়ে জোড়ে লম্ফ ।
ডাকে বাহু তুলি কাঁদে ফুলি ফুলি
দেহে বিপরীত কম্প ॥

অদ্বৈত হুঙ্কারে স্থরধনী-তীরে
আইলা নাগর-রাজ ।
তাহার পিরীতে আইলা তুরিতে
উদয় নদীয়া মাঝ ॥

জয় সীতানাথ করল বেকত
নন্দের নন্দন হরি ।
কহে বৃন্দাবন অদ্বৈত-চরণ
হিয়ার মাঝারে ধরি ॥ ৬ ॥

তথা ।

জয় জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র বর ।
জয় শান্তিপুর-নগর-স্থধাকর ॥
জয় বস্থজাহ্নবীদেবী-হৃদয়-হর ।
জয় জয় সীতামোদ-কলেবর ॥

বীর তাত জয় জীব-পিয়ঙ্কর।
জয় জয় অচ্যুত-জনক মহেশ্বর॥
জয় জয় গৌর-অভিন্ন-কলেবর।
ফুকরই কাতর দাস মনোহর॥ ৭॥

তথা।

জয় জয় শ্রীনব- দ্বীপ-সুধাকর
প্রভু বিশ্বম্ভর দেব।
জয় পদ্মাবতী- নন্দন পহুঁ মঝু
শ্রীবসুজাহ্নবী সেব॥

জয় জয় শ্রী- অদ্বৈত সীতাপতি
সুখদ শান্তিপুর-চন্দ্র।
জয় জয় শ্রীল- গদাধর পণ্ডিত
রসময় আনন্দ-কন্দ॥

জয় মালিনীপতি সদয়-হৃদয় অতি
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।
গৌর ভকত জয় পরম দয়াময়
শিরে ধরি চরণ সবার॥

ইহ সব ভুবনে প্রেমরস-সিঞ্চনে
পূরল জগজন-আশ।
আপন করম- দোষে ভেল বঞ্চিত
দুরমতি বৈষ্ণবদাস॥ ৮॥

তথা রাগ।

জয় জয় অতিশয় দীন দয়াময়
স্বরূপ রামানন্দ রায়।
সুমধুর নিগূঢ় গৌর-রস জগ-জন
জানল যাঁক কৃপায়॥
জয় নরহরি গদাধর শ্রীনিবাস।
জয় বক্রেশ্বর দাস গদাধর
মুকুন্দ-মুরারি হরিদাস॥
বসু রামানন্দ সেন শিবানন্দ
গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ।
জয় বৃন্দাবন- দাস গৌর-রসে
জগজনে করল সন্তোষ॥
জয় জয় অনন্ত- দাস নয়নানন্দ
জ্ঞানদাস যদুনাথ।
শ্রীমদ্রূপ সনাতন জয় জয়
ভট্ট যুগল রঘুনাথ॥
জয় জয় কৃষ্ণ- দাস কবি-ভূপতি
গৌর ভকতগণ আর।
বৈষ্ণবদাস আশ পরিপূরহ
দেহ চরণ-রজ-সার॥ ৯॥

জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম।
দীন-হীন-তারণ প্রেম-রসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম॥ ধ্রু॥

কাঞ্চনবরণ- হরণ তনু সুললিত
কৌষিক বসন বিরাজে ।
প্রেম-নাম কহি কহত ভাগবতে
ঐছে বরণ তনু সাজে ॥

নিজ নিজ ভকত পারিষদ সঙ্গহি
প্রকটহি চরণারবিন্দ ।
নিরবধি বদনে নাম বিরাজিত
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ ॥

যুগল-ভজন গুণ- লীলা-আস্বাদন
গ্রন্থ কল্পতরু হাতে ।
তুয়া বিনে অধমে শরণ কো দেয়ব
গোবিন্দদাস অনাথে ॥ ১০ ॥

ভাটিয়ারি ।

জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম
প্রেম-ভকতি-মহারাজ ।
যাঁকে মন্ত্রী অভিন্ন-কলেবর
রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ ধ্রু ॥

প্রেম-মুকুট-মণি ভূষণ ভাবাবলি
অঙ্গহি অঙ্গ-বিরাজ ।
নৃপ-আসন খেতুর-মাহা বৈঠত
সঙ্গহি ভকত-সমাজ ॥

সনাতন-রূপ-কৃত- গ্রন্থ ভাগবত
অনুদিন করত বিচার।
রাধা-মাধব যুগল উজ্জল-রস
পরমানন্দ সুখ-সার॥
শ্রীসংকীর্ত্তন- বিষয়-রসে উনমত
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান।
যোগ-দান-ব্রত- আদি ভয়ে ভাগত
রোয়ত করম-গেয়ান॥
ভাগবত শাস্ত্রগণ যো দেই ভকতি-ধন
তাক গৌরব আপ।
সাংখ্য মীমাংসক তর্কাদিক যত
কম্পিত দেখি পরতাপ।
অভকত চৌর দূরহিঁ ভাগি রহু
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে দেয়ল ভকতি-ধনে
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥ ১১॥

মঙ্গল।

বিদ্যাপতিপদ- যুগল-সরোরুহ-
নিস্যন্দিত-মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে কর অনুবন্ধে॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক-শিরোমণি নাগর-নাগরী
লীলা স্ফুরব কি মোয়॥ ধ্রু॥

জম্বু বাঙন করে ধরব সুধাকর
পঙ্গু চড়ব গিরি-শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দশদিগে খোঁজব
মিলব কল্পতরু-নিকরে॥
সো নহ অন্ধ করত অনুবন্ধ
ভকত-নখর-মণি-ইন্দু।
কিরণ-ঘটায় উদিত ভেল দশদিশ
হামকি না পাওব বিন্দু॥
সোই বিন্দু হাম যেখানে পায়ব
তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দদাস অতয়ে অবধারল
ভকত-কৃপা-বলবান॥ ১২॥

জয় জয় জয়- দেব দয়াময়
পিরীতি-রতন-খনি।
পরম পণ্ডিত পূজ্য গুণগণ-
মণ্ডিত চতুর-মণি॥
মধুর মূরতি অতি অনুপম
বিদিত-চরিত-রীতি
রসিক-শেখর সুখময় পদ্মা-
বতীর পরাণ-পতি॥
বিপ্র-বংশ-অব- তংস কবি-ভূষণ
ভুবনে কে সম তার।
প্রেম-রসে মহা- মত্ত সদা কেন্দু-
বিল্বেতে বসতি যার॥

শ্রীরাধা-মাধব- সেবা-সুবিগ্রহ
কেবা না হেরিয়া ভুলে।
সে রস অমিয়া পিয়া দিবা নিশি
ভাসয়ে আনন্দ-জলে।
পদ্মাবতী-সহ গানে বিচক্ষণ
আনে কি উপমা সাজে।
পশু পক্ষী ঝুরে শুনিয়া গন্ধর্ব্ব
কিন্নর মরয়ে লাজে॥
যার বিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দ
গ্রন্থ সুকোমল তাতে।
গোবিন্দ আনন্দে "দেহি পদপল্লব"-
আদি বর্ণিলেন যাতে॥
প্রেমে মাখি রাখি- লেন যেন সব
এ সব অদ্ভুত ভাঁতি।
নীলাচল-চন্দ্র জগন্নাথ যাহা
শুনয়ে আনন্দে মাতি॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন গৌরচন্দ্র নব-
দ্বীপে অবতরি রঙ্গে।
যাঁর কাব্য-রস আস্বাদে স্বরূপ
রায় রামানন্দ সঙ্গে॥
পর-দুঃখে দুখী পদ্মাবতী-নাথ
পদে যে করয়ে আশ।
যুগল-পিরীতি রসে সে ভাসয়ে
ভণে নরহরিদাস॥ ১৩॥

তথা।

জয় জয় চণ্ডী- দাস দয়াময়
মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ন
গাওত জগত-জনে॥
বিপ্র-কুল-ভূপ ভুবনে পূজিত
অতুল আনন্দ-দাতা।
যাঁর তনু মন- রঞ্জন না জানি
কি দিয়া করিল ধাতা॥
সতত সে রসে ডগমগ নব-
চরিত বুঝিবে কে।
যাহার চরিতে ঝুরে পশুপাখী
পিরীতে মজিল যে॥
শ্রীরাধা-গোবিন্দ কেলি-বিলাস যে
বর্ণিলা বিবিধ মতে।
কবি-বর চারু নিরুপম মহী
ব্যাপিল যাহার গীতে॥
শ্রীনন্দ-নন্দন নবদ্বীপ-পতি
শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া।
যাঁর গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ
রায় রামানন্দ লৈয়া॥
পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব
জিনিয়া যাঁহার গান।
অনুক্ষণ কীর্ত্তন- আনন্দে মগন
পরম করুণাবান॥

বৃন্দাবনে রতি যার তার সঙ্গে
সতত সে সুখে ভোর।
রসিক জনার প্রেম-ধন গুণ
বর্ণিতে নাহিক জোর॥

চণ্ডীদাস-পদে যার রতি সেই
পিরীতি মরম জানে।
পিরীতি বিহীন জনে ধিক্ রহু
দাস নরহরি ভণে॥ ১৪॥

ধানসী।

জয় জয়দেব কবি- নৃপতি-শিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডী- দাস রস-শেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত মধুর-রস নিরমল
গদ্য-পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌর- চন্দ্র আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত॥
যবহুঁ যে ভাব উদয় করু অন্তরে
তব গাওই তুহুঁ মেলি।
শুনইতে দারু পাষাণ গলি যায়ত
ঐছন সুমধুর কেলি॥

আছিল গোপত যতন করি পহুঁ মোর
জগতে করল পরকাশ।
সো রস শ্রবণে পরশ নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণবদাস ॥ ১৫ ॥

শ্রীরাগ।

প্রভু মোর গৌরচন্দ্র প্রভু মোর নিত্যানন্দ
প্রভু সীতানাথ আর।
পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীবাস রামাই
ঠাকুর শ্রীসরকার ॥

মুরারি মুকুন্দ শ্রীজগদানন্দ
দামোদর বক্রেশ্বর।
সেন শিবানন্দ বসু রামানন্দ
সদাশিব পুরন্দর ॥

আচার্য্য নন্দন বুদ্ধিমন্ত খান
ছোট বড় হরিদাস।
বাসুদেব দত্ত রাঘব পণ্ডিত
জগদীশ তার পাশ ॥

আচার্য্য রতন গুপ্ত নারায়ণ
বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর।
শ্রীধর বিজয় শ্রীমান সঞ্জয়
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর ॥

পণ্ডিত গরুড় শ্রীচন্দ্রশেখর
হলায়ুধ গোপীনাথ।
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসুদেব
সুধানিধি আদি সাথ॥
পণ্ডিত ঠাকুর দাস গদাধর
উদ্ধারণ অভিরাম।
রামাই মহেশ ধনঞ্জয়দাস
বৃন্দাবন অনুপাম॥
ঠাকুর মুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দন
চিরঞ্জীব সুলোচন।
বৈদ্য বিষ্ণুদাস দ্বিজ হরিদাস
গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
গোবিন্দ শঙ্কর আর কাশীশ্বর
রামাই নন্দাই সাথ।
রায় ভবানন্দ- সুত রামানন্দ
গোপীনাথ বাণীনাথ॥
নীলাচলবাসী সার্ব্বভৌম কাশী-
মিশ্র জনার্দ্দন আর॥
শ্রীশিখী মাহাতি রুদ্র গজপতি
ক্ষেত্র সেবা অধিকার॥
গোসাঞি স্বরূপ সনাতন রূপ
ভট্টযুগ রঘুনাথ।
শ্রীজীব ভূগর্ভ গোসাঞি রাঘব
লোকনাথ আদি সাথ॥

যতেক মহান্ত কে করিবে অন্ত
গৌরাঙ্গ সবার প্রাণ।
গোরাচাঁদ হেন সবে কৃপাবান
প্রেম-ভক্তি করে দান॥

ইহ সবাকার যত পরিবার
সন্তান আছয়ে যার।
গৌর-ভকত আর যত যত
সবে কর অঙ্গীকার॥

অধম দেখিয়া করুণা করিয়া
সবে পূর মোর আশ।
কাতর হইয়া গুণ সোঙরিয়া
কান্দয়ে বৈষ্ণবদাস॥ ১৬॥

তথা।

গৌরচন্দ্রের প্রিয় পরিকর
দ্বিজ হরিদাস নাম।
কীর্ত্তন-বিলাসী প্রেম-সুখ-রাশি
যুগল-রসের ধাম॥

তাঁহার নন্দন প্রভু দুইজন
শ্রীদাস গোকুলানন্দ।
প্রেমের মূরতি যুগল-পিরীতি
আরতি রসের কন্দ॥

গোরা-গুণময় সদয়-হৃদয়
প্রেমময় শ্রীনিবাস ।
আচার্য্য ঠাকুর খেয়াতি যাহার
দুহুঁ রহে তার পাশ ॥
পিতৃ অনুমতি জানিয়া দুহুঁ
হইলা তাঁহার শাখা ।
শাখা গণনাতে প্রভুর সহিতে
অভেদ করিয়া লেখা ॥
গৌরাঙ্গ-চাঁদের প্রিয় অনুচর
জয় দ্বিজ হরিদাস ।
জয় জয় মোর আচার্য্য ঠাকুর
খ্যাতি নাম শ্রীনিবাস ॥
জয় জয় মোর শ্রীদাস ঠাকুর
জয় শ্রীগোকুলানন্দ ।
করুণা করিয়া লহ উদ্ধারিয়া
অধম পতিত মন্দ ॥
ইহা সবাকার বংশ পরিবার
যতেক ঠাকুরগণ ।
সবার চরণে রতি মতি মাগে
বৈষ্ণবদাসের মন ॥ ১৭ ॥

তথা ।

জয় জয় শ্রী শ্রী- নিবাস নরোত্তম
রামচন্দ্র কবিরাজ ।
জয় জয় শ্রীগতি গোবিন্দ রসময়
জয় তছু ভকত-সমাজ ॥

জয় কবিরাজ রাজ রস-সায়র
শ্রীযুত গোবিন্দদাস।
ঐছন কতিহোঁ না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
প্রেম-মূরতি-পরকাশ ॥
যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে
কবিগণ চমকয়ে চিত।
শুনইতে গর্ব্ব খর্ব্ব তব হোয়ত
ঐছন রসময় গীত ॥
জয় জয় যুগল পিরীতিময় শ্রীযুত
চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ।
গৌর-গুণার্ণবে ঘুরত অহর্নিশি
জনু মন্দর গিরীন্দ্র ॥
জয় জয় শ্রীযুত ব্যাস কৃপাময়
শ্যামদাস প্রভু আর।
জয় জয় পহুঁ মোর রামচরণ শর-
ণাগত কর আপনার ॥
জয় জয় রাম- কৃষ্ণ মুকুন্দানন্দ
দ্বিজ-কুল-তিলক দয়াল।
জয় জয় রূপ ঘটক ষট্‌রসময়
মঙ্গল ঠাকুর ভাল ॥
জয় জয় নৃপবর মল্ল-বংশধর
শ্রীবীর হাম্বির নাম।
জয় জয় শ্রীকবি- রাজ কর্ণপূর
গোকুল শ্রীভগবান ॥

জয় জয় শ্রীগোপী- রমণ রসায়ন
উজ্জ্বল মূরতি নিতান্ত ।
জয় জয় শ্রীনর- সিংহ কৃপাময়
জয় জয় শ্রীবল্লভীকান্ত ॥

জয় জয় শ্রী- বল্লভ পরমাদ্ভুত
প্রেম-মূরতি-পরকাশ ।
প্রভু-সুতা-চরণ- সরোরুহ-মধুকর
জয় যদুনন্দন দাস ॥

কবি নৃপবংশজ ভুবনে বিদিত যশ
ঘনশ্যাম বলরাম ।
ঐছন দুহুঁজন নিরুপম গুণগণ
গৌর প্রেমময় ধাম ॥

ইহ সব প্রভুগণ চরণ যাক ধন
তাক চরণে করি আশ ।
অতিহুঁ অসতমতি পামর দুরগতি
রোয়ত বৈষ্ণবদাস ॥ ১৮ ॥

ইতি মঙ্গল-জনিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব গীতকর্ত্তৃগণ-শ্রীচরণ-স্মরণম্ ॥

সুহই ।

জয় জয় যদুকুলজলনিধি চন্দ্র ।
ব্রজকুল-গোকুল-আনন্দ-কন্দ ॥
জয় জয় জলধর শ্যামর অঙ্গ ।
হেলন কল্পতরু-ললিত ত্রিভঙ্গ ।

সুধই সুধাময় মুরলী-বিলাস।
জগজন-মোহন মধুরিম হাস॥
অবনী-বিলম্বিত বনি বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততহি রসাল॥
তরুণ অরুণ-রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥ ১৯॥

শ্রীরাগ।

জয় জয় জগ-জন-লোচন ফান্দ।
রাধা-রমণ বৃন্দাবন চাঁদ॥ ধ্রু॥

অভিনব নীল জলদ-তনু ঢল ঢল
পিঞ্ছ মুকুট শিরে সাজনী রে।
কাঞ্চন বসন রতনময় আভরণ
নূপুর-রণরণি বাজনী রে।

ইন্দীবর যুগ সুভগ বিলোচন
অঞ্চল চঞ্চল কুসুম শরে।
অবিচল কুল- রমণীগণ মানস
জর জর অন্তরে মদন ভরে॥

বনি বনমাল আজানু লম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহুঁ।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গাওত গোবিন্দদাস পহুঁ॥ ২০॥

ধানশী।

জয়তি জয় বৃষভানু-নন্দিনী
শ্যাম-মোহিনী রাধিকে।
বেণী লম্বিত যৈছে ফণি-মণি
বেঢ়ল মালতী-মালিকে॥
শারদ বিধুবর ও মুখ-মণ্ডল
ভালে সিন্দূর বিন্দু রে।
ভাঙ-গঞ্জিত জিনিয়া কাম-ধনু
চিবুকে মৃগমদ বিন্দু রে॥
গরুড়-চঞ্চু জিনি নাসিকা সুবলনী
তাহে শোহে গজ-মোতি রে।
রাতা উতপল অধর যুগল
দশন মোতিক পাঁতি রে॥
হৃদয় উপর শোহে কুচ যুগ
লাজে চকোরিণী ভোর রে।
নাভি সরোবরে লোম ভুজগিনী
বিহরে কুচ-গিরি কোররে॥
কণ্ঠে শোভিত হার মণিময়
ঝলকে দামিনী বিজুই।
কনক-দণ্ড জিনি বাহু সুবলনী
কতহুঁ আভরণ সাজই॥
ক্ষীণ কটী-তটে নীল শাটী শোহে
কনক কিঙ্কিণী রোলই।
চরণে নূপুর শবদ সুন্দর
যৈছে চটকিনী বোলই॥

যাবক-রঞ্জিত ও নথ-চন্দ্রিক
কাম রোয়ত তা হেরে ।
দীন বলরাম করত পরিহার
দেহ-পদ-যুগ-ছাহ রে ॥ ২১ ॥

কানড়া ।

বন্দে শ্রীবৃষভানু-সুতাপদম্ ।
কঞ্জনয়ন-লোচন-সুখ-সম্পদম্ ॥
কমলান্বিত-সৌভগ-রেখাঞ্চিতম্ ।
ললিতাদিক-কর-যাবক-রঞ্জিতম্ ॥
সংসেবয় গিরিধর মতি-মণ্ডিতম্ ।
রাস-বিলাস-নটন-রস-পণ্ডিতম্ ॥
নখর-মুকুর-জিত-কোটি-সুধাকরম্ ।
মাধব-হৃদয়-চকোর-মনোহরম্ ॥ ২২ ॥

অথ সংকীর্ত্তনস্য অধিবাসঃ ॥

ধানশী ।

এক দিন পহুঁ হাসি অদ্বৈত মন্দিরে বসি
বলিলেন শচীর কুমার ।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে
মহোৎসবের করিলা বিচার ॥
শুনিয়া আনন্দে হাসি সীতা ঠাকুরাণী আসি
কহিলেন মধুর বচন ।
তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে
বোলে কিছু শচীর নন্দন ॥

শুন ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনিয়ে এথা
আমন্ত্রণ করিব যতনে।
যেবা গায় যে বাজায় আমন্ত্রণ করি তায়
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে॥

এত বলি গোরা রায় আজ্ঞা দিল সবাকায়
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া
পূর্ণ ঘট করহ স্থাপন॥

আরোপণ কর কলা তাহে বান্ধ ফুলমালা
কীর্ত্তন মণ্ডলী কুতূহলে।
মালা চন্দন গুয়া ঘৃত মধু দধি দিয়া
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥

শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল যথা
নানা উপহার গন্ধবাসে।
সবে হরি হরি বোলে খোল মঙ্গল করে
পরমেশ্বর দাস ভাষে॥ ২৩॥

মঙ্গল রাগ।

নানা দ্রব্য আয়োজন করি করে নিমন্ত্রণ
কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ মোর এই নিবেদন
দৃষ্টি করি কর সমাপন॥

করি এত নিবেদন আনিল মহান্তগণ
কীর্ত্তনের করে অধিবাস ।
অনেক ভাগ্যের বলে বৈষ্ণব আসিয়া মেলে
কালি হবে মহোৎসব-বিলাস ।।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করিবেন আস্বাদন
পূরিবে সবার অভিলাষ ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র সকল ভকতবৃন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবনদাস ।। ২৪ ।।

বরাড়ি ।

আগে রম্ভা-আরোপণ পূর্ণঘট-স্থাপন
আম্র পল্লব সারি সারি ।
দ্বিজে বেদধ্বনি করে নারীগণ জয়কারে
আর সবে বলে হরি হরি ।।

দধি ঘৃত মঙ্গল করি সবে উতরোল
করয়ে আনন্দ পরকাশ ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ দিয়া মালা চন্দন
কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস ।।

সবার আনন্দ-মন বৈষ্ণবের আগমন
কালি হবে চৈতন্য-কীর্ত্তন ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম শ্রীনিত্যানন্দ ধাম
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন ।। ২৫ ।।

কামোদ।

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ আদেশ পাঞা ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা
করে খোল মঙ্গলের সাজ॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব হরিবোল কলরব
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনি নিতাই ধন দেই মালাচন্দন
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান
নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণে হরি বোলে ঘনে ঘনে
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজি খোল মঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ করি
বংশী বলে দেহ জয় রব॥ ২৬॥

ভূপালী॥

শ্রীপদ কমল সুধারস পানে।
শ্রীবিগ্রহ গুণগণ করি গানে॥
শ্রীমুখ বচন সুধারস সঙ্গী।
অনুভবি কত ভেল প্রেম তরঙ্গী॥
রে মন কাহে করসি অনুতাপে।
পহুঁক প্রতাপময় কর আলাপে॥ ধ্রু॥

যে কিছু বিচারি মনোরথে চড়িব।
পহুঁক চরণযুগ সারথি করিব॥
রথ বাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ।
আশপাশ পড়ি মোহ ভঙ্গ॥
লীলাজলধি তীরে চলু ধাই।
প্রেমতরঙ্গে অঙ্গ অবগাই॥
রঙ্গ তরঙ্গী সঙ্গী হরিদাসে।
রতিমণি দেই পূরব অভিলাষে॥
সো রসজলধি মাঝে মণিগেহ।
তহিঁ রহু গোবিন্দ সুশ্যাম দেহ॥
সারথি লেই মিলায়ব তায়।
গোবিন্দদাস গৌরগুণ গায়॥ ২৭॥

ইত্যাদি মঙ্গলাচরণম্॥ ইতি প্রথমঃ পল্লবঃ।

অথ পূর্ব্বরাগ।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ।

নাগরী উক্তি।

নিরমল গোরা তনু কষিত কাঞ্চন জনু
হেরইতে পড়ি গেনু ভোর।
ভাঙ ভুজঙ্গমে দংশল মঝু মন
অন্তর কাঁপয়ে মোর॥

সজনি যব হাম পেখলু গোরা।
আকুল দিগ বিদিগ নাহি পাইয়ে
মদনলালসে মন ভোরা॥ ধ্রু॥

অরুণিতনয়নে তেরছ অবলোকনে
বরিখে কুসুমশর সাধে।
জীবইতে জীবনে থেহ নাহি পায়লু
ডুবলু গঙ্গা অগাধে॥

মন্ত্র মহৌষধি তুহুঁ জানসি যদি
মঝু লাগি করবি উপায়।
বাসুদেব ঘোষ কহে শুন শুন এ সখি
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥ ১॥ ২৮॥

ধানশী।

পরস্পর সখ্যুক্তি।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥

রাই এমন কেনে বা হৈল।
গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেব পাইল॥ ধ্রু॥

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে॥
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে আছয়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া ফান্দে॥ ২॥ ২৯॥

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নতারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলয়ে গাথনী
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বয়নে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি॥

এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠে করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বন্ধুর সনে ॥ ৩ ॥ ৮০ ॥

আড়ানা সুহিনি।

কহ কহ সুবদনি রাধে।
কি তোর হইল বিয়াধে ॥
কেন তোরে আন মন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতলে লিখি ॥
হেমকান্তি ঝামর হইল।
রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল ॥
আখিযুগ অরুণ হইল।
মুখপদ্ম শুখাইয়া গেল ॥
এমন হইলা কি লাগিয়া।
না কহিলে ফাটি যায় হিয়া ॥
এত শুনি কহে ধনী রাই।
এযদু নন্দন মুখ চাই ॥ ৪ ॥ ৩১ ॥

সিন্ধুড়া।

সখী প্রতি রাধার উক্তি।

কদম্বের বনে থাকে কোন জনে
কেমনে শবদ আসি।
একি আচম্বিতে শ্রবণের পথে
মরমে রহল পশি ॥

যোড় ভুরু যেন কামের কামান
কেনা কৈল নিরমাণ ।
তরল নয়নে তেরছ চাহনি
বিষম কুসুম বাণ ॥

সুন্দর অধরে মধুর মুরলী
হাসিয়া কথাটী কয় ।
দ্বিজ ভীমে কহে ও রূপ নাগর
দেখিলে পরাণ রয় ॥ ৭ ॥ ৩৪ ॥

কামোদ ।

কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়া
সোয়াস্তি না হয় মনে ।
বিরলে বসিয়া সখীরে কহই
দেখাইলে রহে প্রাণে ॥

এ বোল শুনিয়া বিশাখা ধাইয়া
শ্যাম কলেবর দেখি ।
রাইয়ের গোচরে দেখাবার তরে
পটের উপরে লেখি ॥

আনি চিত্রপট রাইয়ের নিকট
সমুখে রহিলা সখী ।
সে রূপ দেখিয়া মুরছিত হৈয়া
পড়িলা কমল মুখী ॥

মন্দাকিনী পারা শত শত ধারা
ও দুটি নয়ানে বহে।
করহ চেতন পাবে দরশন
দাস উদ্ধবে কহে॥ ৮ ॥ ৩৫ ॥

সুহিনী॥

যে দেখেছি যমুনার তটে।
সেই দেখি এই চিত্রপটে॥
যার নাম কহিল বিশাখা।
সেই এই পটে আছে লেখা॥
যাহার মুরলী ধ্বনি শুনি।
সেই বটে এ রসিকমণি॥
ভাট মুখে যার গুণ গাথা।
দূতী মুখে শুনি যার কথা॥
এই মোর হরিয়াছে প্রাণ।
ইহা বিনে নহে কেহ আন॥
এত কহি মূরছি পড়য়ে।
সখীগণ ধরিয়া তোলয়ে॥
পুনঃ কহে পাইয়া চেতনে।
কি দেখিনু দেখাও সে জনে॥
সখীগণ করয়ে আশ্বাস।
ভণে ঘনশ্যামর দাস॥ ৯ ॥ ৩৬ ॥

বালা ধানশী ।

রাইক ঐছে দশা দেখি এক সখী
তুরিতহি করল পয়ান ।
নিরজনে নিজগণ সঙ্গে যাঁহা মাধব
যাই মিলিল সেই ঠাম ॥
শুন মাধব, আর হাম কি বোলব তোয় ।
সো বৃষভানু কুমারী বর সুন্দরী
অহর্নিশি তুয়া লাগি রোয় ॥ ধ্রু ॥
তুয়া অনুরূপ এক পটে লিখিয়া
দেয়ল তাকর আগে ।
সোরূপ হেরি মূরছি পড়ু ভূতলে
মানয়ে করম অভাগে ॥
আকাশে নব জল- ধর হেরি সো ধনী
কাতরে করু পরলাপ ।
নীলাম্বর অব সহই না পারই
অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ ॥
ঐছে দশা হেরি সকল সখীগণ
রোয়ত যামিনী জাগি ।
কহে যদুনন্দন শুন নন্দনন্দন
মিলাহ সব জন ভাগি ॥ ১০ ॥ ৩৭ ॥

অথ দশ দশা ।

লালসোদ্বেগ জাগর্য্যাস্তানবং জড়িমাতথা ।
বৈরাগ্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দশাদশ ॥

অথ লালসা ॥

তদ্রুচিত শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরাধা ভাব ভাবিত ॥

কামোদ ॥

কুসুমিত কানন হেরি শচীনন্দন
ডারত কাঁহে ঘনশ্বাস।
ক্ষণে করতলে অব- লম্বন মুখশশী,
ক্ষণে ক্ষণে রহত উদাস ॥
দেখ নব ভাবতরঙ্গ।
যো অভিলাসহি প্রকট নবদ্বীপে
তাক নাহিক ভঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল নয়নে চাহ চপলমতি
জিত গতি মত্ত গজরাজ।
পুনঃ পুনঃ ঐছন হেরত ফুলবন
কছু নাহি বুঝয়ে কাজ ॥
ঐছন ভাতি করি তারল ত্রিভুবন
ভাওল প্রেমামৃত দানে।
রাধামোহন বিন্দু না পাওল
আপন করম বিধানে ॥ ১১ ॥ ৩৮ ॥

বড়াডি।

লালসোদ্বেগ।

কৃষ্ণ প্রতি সখী বচন ॥

শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব।
তুয়া মুরলীর রবে উনমতি ধাব ॥

নাহ না চিহ্নই কালা কি গোর ।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর ॥
কাহাঁ তুহু গৌরী আরাধলি কান ।
জানহু রাই তোহে মন মান ॥
স্বামীক শয়ন মন্দিরে নাহি উঠই ॥
একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই ॥
পতি কর পরশে মানয়ে জঞ্জাল ।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল ॥
মুরলী নিসান শ্রবণ ভরি পিবই ।
গুরুজন বচন শুনই নাহি শুনই ॥
ঐছন মরম যতহু অভিলাষ ।
কতহু নিবেদিব গোবিন্দদাস ॥ ১২ ॥ ৩৯ ॥

পঠমঞ্জরী ।

জাগরণ ।

লোচন শ্যামর বচনহি শ্যামর
শ্যামর চারুনিচোল ।
শ্যামর হার হৃদয়মণি শ্যামর
শ্যামর সখী করু কোর ॥

মাধব ইথে, জানি বোলবি আন ।
অচপল কুলবতী মতি উমতায়লি
কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান ॥ ধ্রু ॥

মরমহি শ্যামর পরিজন পাগর
ঝামর মুখ অরবিন্দ।
ঝর ঝর লোর লোলিত কাজর
বিগলিত লোচন নিন্দ॥
মনমথ সাগর রজনী উজাগর
নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।
গোবিন্দদাস কতহুঁ আশোয়াসব
মিলব হুঁ নন্দকিশোর॥ ১৩॥ ৪০॥

গান্ধার॥

সহজে সুনিক পুতলি গোরী।
জারল বিরহ আনলে তোরি॥
বরণ কাঞ্চন এ দশবাণ।
শ্যামরি সোঙরি তোহারি নাম॥
শুনহ মাধব কহিনু তোয়।
সুমতি না দেই দিন রজনী রোয়॥ ধ্রু॥
অরুণ অধর বান্ধুলী ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল॥
ফুয়ল কবরী উরহি লোল।
সুমেরু উপরে চামর ডোল॥
গলায় এ গজমোতিম হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার॥
অঙ্গুল অঙ্গুরি বলয়া ভেল।
জ্ঞানদাস কহে দুঃখ মদন দেল॥ ১৪॥ ৪১॥

সুহই ॥

অপরূপ তুয়া মুরলী ধ্বনি ।
লালসা বাড়ল শবদ শুনি ॥
কি রূপে এরূপে দেখিয়া সেহ ।
উদ্বেগে ধনী না ধরে দেহ ॥
জাগিয়া হইল শরীর ক্ষীণ ।
অসিত চাঁন্দের উদয় দিন ॥
জড়িত হৃদয়ে করত ভেদ ।
অতি বেয়াকুল করত খেদ ॥
পাণ্ডুর বরণ বিয়াধি বাধা ।
মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা ॥
অব যদি তুহুঁ মিলহ তায় ।
গোকুল মঙ্গল সবাই গায় ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন হে শ্যাম ।
জীবন সুখদ তোহারি নাম ॥ ১৫ ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রত্যুক্তিঃ ।

মল্লার ॥

রাইক রাগ কহসি বহু মোয় ।
কৈছনে ঐছন সাহস হোয় ॥
পরনারীগ্রহণ দহন সম তাপ ।
ধরম মরমজ্ঞানী কো করু পাপ ॥
তাহে যদি সঙ্গী সব দেখে নব দোথ ।
জাগর দূরে রহু সপনহি রোখ ॥

শুনি সখি কানু বচন অনুবন্ধ।
কহ রাধামোহন লাগল ধন্ধ ॥১৬॥৪৩॥

শ্রীরাগ ॥

কানুক ঐছন বাত।
শুনি সখী অবনত মাথ ॥
কিছু না কহল ফেরি।
লোরে পন্থ না হেরি ॥
মলিন বদন ভেল।
ধীরে ধীরে চলি গেল ॥
আওল রাইক পাশ।
কি কহব জ্ঞান হরিদাস ॥১৭॥ ৪৪ ॥

অথ শেষদশা ॥

গান্ধার ॥

১ নিজ সখী বদন হেরি সুধামুখী
বুঝি কহে গদগদ বাত।
রসিক সুনাহ মোহে যদি উপেখল
কাহে তাপায়সি গাত ॥
মঝু লাগি যতন কয়লি দুঃখ পায়লি
দৈবহি যদি নহ কাজ।
তুহুঁ কাহে বিরস বদন ঘন রোয়সি
কিয়ে পুন কয়লি অকাজ ॥
এ সখি কর তুহুঁ পর উপকার।
ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব
মৃত তনু রাখবি হামার ॥ ধ্রু ॥

কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পাওব
তবহুঁ মনোরথ পূর।
ইহ সব বচন শুনই নাহি পারই
রহু রাধামোহন দূর ॥১৮॥৪৫॥

সখ্যুক্তিঃ ॥

বরাড়ী ॥

মধুর মধুর তুয়া রূপ ।
জগজন লোচন অমিয়া স্বরূপ ॥
রূপ চাহি গুণ নহে উন ।
সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শূন ॥
সুন্দরি মোহে না কর আন ছন্দ ।
হাম বলি জাও তুয়া মুখচন্দ ॥
তবহুঁ সফল দিন মোর ।
রাই লিউঁ অব যব কানুক কোর ॥
হাম পৈঠব কালিন্দী বারি ।
তবহুঁ পূরব মনোরথ তোরি ॥
যতন করব হাম সোই ।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই ॥
গোবিন্দদাস ভালে জান ।
কানুক জলত পরাণ ॥ ১৯ ॥ ৪৬ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্যানুতাপঃ ॥

শ্রীগান্ধার ॥

হামারি নিঠুরপনা শুনই ইন্দুমুখী
ভাঙ্গই প্রেম অঙ্কুর।
দুঃখিত হৃদয়মাহা ধৈরজ করি পুন
সো রস করে জানি দূর ॥
কিয়ে জানি পাপহি মদন কদন শরে
তেজই নিরুপম দেহ।
হাহা মনোরথ সব কৈল আনমত
কি করব অব হাম থেহ ॥
অব মঝু অন্তর জ্বলত তুষানল
সহই না পারই অঙ্গে।
হোই সমীরণ বাঢ়ই পুনঃ পুনঃ
দারুণ মদন তরঙ্গে ॥
ধিক্ যৌবন ধন জীবন আভরণ
ধিক্ মোর এ সুখ সকল।
কহ রাধামোহন অনুগত বঞ্চিলে
পরিনাম ঐছন ফল ॥ ২০ ॥ ৪৭ ॥

সুহই ॥

যাহা বিলপয়ে বর কান।
তাহা সখী করল পয়ান ॥
মিলল নাগর পাশ।
দীঘল তেজই নিশ্বাস ॥
নাগর হেরি বিভোর।
নয়নহি আনন্দ লোর ॥

কানু কহই মৃদুভাষ ।
পূরব কি মঝু অভিলাষ ॥
কৈছে আছয়ে ধনী রাই ।
শুনইতে মঝু নিঠুরাই ॥
হাম কয়ল পরিহাস ।
তাকর বিরহ হুতাস ॥
অতয়ে গমন করু তাই ।
তরিত হিঁ আনবি রাই ॥
এত শুনি সো সখী গেল ।
রাইক সমুখ হি ভেল ॥
কানুক ইহ রস ভাষ ।
সবহুঁ কহল ধনী পাশ ॥
সচকিত সো বরনারী ।
তবহুঁ কয়ল অভিসারি ॥
শুভক্ষণে আওল কুঞ্জ ।
সখীগণ আনন্দ পুঞ্জ ॥
ইহ যত্নন্দনদাস ।
ধায়ল কানুক পাশ ॥ ২১ ॥ ৪৮ ॥

ততঃ সখীশিক্ষাবচনম্ ॥

ভূপালী ।

শুন শুন এ ধনি বচন বিশেষ ।
আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ ॥

পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
হেরইতে প্রিয়া মুখ মোড়বি গীম॥
পরশিতে দুহুঁ করে বারবি পাণি।
মৌন করবি পহুঁ করইতে বাণী॥
যব হাম সোঁপব করে কর আপি।
সাধসে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি॥
বিত্যাপতি কহ ইহ রস ঠাট।
কামু গুরু হই শিখায়ব পাঠ॥ ২২॥ ৪৯॥

কামোদ।

রাইক কুঞ্জ গমন শুনি মাধব
অচপল প্রেম অনুমানি।
মিলইতে গমন করল বর নাগরী
আপনি আপনা না জানি॥
চলইতে খলই চলই নাহি পারই
কত কত ভাব বিথারি।
পদে পদে হেম- কদলী হেরি আকুল
গদগদ পুছে সেই নারী॥
ঐছন বহুত যতনে পহু মিলল
দুহু হেরি দুহু ভেল ভোর।
দুহু মন মাঝ সফল ভেল জীবন
দুহুক গলয়ে প্রেমলোর॥

ধৈরজ ধরি হরি অঞ্চল পরশিতে
ধনিক সুগধি পরকাশ ।
রাধামোহন পহুঁ চিতে ক্ষণ সংশয়
পিছে বুঝল পরিহাস ॥ ২৩ ॥ ৫০ ॥

তত্তঃ সংক্ষিপ্ত নবোঢ়া ।

থরথরি কাঁপয়ে গদগদ ভাষ ।
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ ॥
শুন শুন কানু করয়ে ধনী ভীত ।
কবহু না জানই সুরতকি রীত ॥
তুহুঁ হোয়বি চন্দন সম শীত ।
তোহে সোপল ইহ বালচরিত ॥
রভস করবি বুঝি বিদগধ রায় ।
যৈছনে সুকুমারী দুঃখ নাহি পায় ॥
? নিয়ড়ে রাখি ইহ হাম সব যাই ।
এত কহি সব সখী রহল ছাপাই ॥
দুহুঁক কেলি দরশক পাশে ।
কব হোয়ব রাধামোহন দাসে ॥ ২৪ ॥ ৫১ ॥

তথা ।

পহিলহি রাধামাধব মেলি ।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি ॥
অনুনয় করইতে অবনত বয়নী ।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥

অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কাম।
রাই করল পদ আধ পয়ান॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
করে কর বারইতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরী।
দেই রতন পুন লেয়ল চোরি॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস॥ ২৫॥ ৫২॥

ভূপালী।

সুরত পিয়াসে ধয়ল পহুঁ পাণি।
করে কর বারই তরল নয়ানী॥
হঠপরিরম্ভণে পরশিত গাত।
নহি নহি বলি ঢুলায়ত মাথ॥
অভিনব মদন তরঙ্গিনী রাই।
শ্যাম মাতঙ্গ রঙ্গ অবগাই॥ ধ্রু॥
চুম্বনে সঙ্কোচ লোচন-তার।
পিবইতে অধর রচই সীতকার॥
নখর পরশে ধনি চমকই গোরী।
দংশইতে চমকি উঠয়ে তনু মোরি॥
কহইতে কহ গদগদ পদ আধ।
আন মনে মনসিজ উনমাদ॥

তৈখনে রোখত বহি পরসাদ।
গোবিন্দদাস কহ রস মরিযাদ ॥ ২৬॥ ৫৩॥

ইতি সংক্ষিপ্ত সম্ভোগঃ দ্বিতীয়পল্লবঃ।

স এব পূর্ব্বরাগঃ।

প্রকারান্তরমাহ।

শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্ব্বরাগঃ॥

তদুচিত শ্রীমহাপ্রভুঃ॥

সুহই। জয়জয়ন্তী॥

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী।
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়ানে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভুমে গড়ি যায়।
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরুছায়॥
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল ॥ ১ ॥ ৫৪

বালা ধানশী।

অনুক্ষণ হেরিয়ে তোহে আন চিত।
দূরে গেও মুরলী আলাপন গীত॥
মরম না কহ কাহে প্রাণ সাঙাতি।
তুয়া মুখ হেরি অন্তত মঝু ছাতি॥

মরকত জিনিয়া যো কলেবর কাঁতি।
সো অব ঝামর কুবলয় ভাঁতি॥
হেরইতে নিরমল লোচন জোর।
কো জানে কৈছে করত হিয় মোর॥
শুনইতে ঐছন সহচর বাণী।
ছোড়ি নিশ্বাস উলটায়ল পাণি॥
দুরঅবগাহ মদন অভিলাষ।
সমুঝিয়া কহ ঘন শ্যামর দাস॥ ২॥ ৫৫॥

গান্ধার।

কালিদমন দিন মাহ।
কালিন্দী কুল কদম্বক ছাহ॥
কত শত ব্রজ নব বালা।
পেখলু জনু থির বিজুরিক মালা॥
তোহে কহো সুবল সাঙ্গাতি।
তব্ধরি হাম না জানি দিবা রাতি॥
তহিঁ ধনী মণি দুই চারি।
তহিঁ মনমোহিনী এক নারী॥
সো রহু মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ ধুমে ঘুম নাহি দীঠি॥
অনুক্ষণ তহিক সমাধি।
কো জানে কৈছন বিরহ বিয়াধি॥
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা।
গোবিন্দ দাস কহ ঐছে নবলেহা॥ ৩॥ ৫৬॥

ধানশী।

গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্র জালক কুসুম সায়ক
কুহকী ভেলি বর নারী॥

জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥

উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শরদ ঘন জনু
বেকত কয়ল সুমেরু॥

পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব
টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব মোয়॥ ৪॥৫৭॥

সুহই।

রতন মন্দির মাহা বৈঠল সুন্দরী
সখী লয়ে রস পরচায়।
হসইতে-খসয়ে কত যে মণি মোতিম
দশন কিরণ অব ছায়॥
শুন সজনি কহইতে না রহে লাজ।
সো বর নারী হামারি মন-বারণ
বান্ধল কুচগিরি মাঝ॥
মঝু মুখ হেরি ভরম ভয়ে সুন্দরী
ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাক্ষ বিশিখে তনু জর জর
জীবনে না বান্ধই থেহা॥
করে কর জোরি মোরি তনু সুন্দরী
মোহে হেরি সখী করু কোর।
গোবিন্দদাস ভণ তেঁই নন্দনন্দন
দোলত মদন হিলোর। ৫॥ ৫৮॥

তিরোতা ধানশী।

অপরূপ পেখলু রামা।
কনক লতা অব- লম্বনে উয়ল
হরিণীহীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনী দৌ অঞ্জনে রঞ্জিত
ভাঙ বিভঙ্গী বিলাস।
চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥

গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিতে
গীম গজমতি হারা।
কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনী ধারা॥
পয়সি প্রয়াগে জাগ শত জাগই
সো পাওয়ে বহু ভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক
গোপী-জন অনুরাগী॥ ৬॥ ৫৭॥

অত্র-যব ধরি পেখলু রামা ইত্যাদি
পদং যথা সম্ভবং জ্ঞেয়ম্॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্তদূতী।
তদুচিত গৌরচন্দ্রো যথা॥

পাহিড়া।

কি মধুর মধুর বয়সে নব কৈশোর
মুরতি জগমনোহারী।
কি দিয়া কেমনে বিধি নিরমিল গোরা তনু
আকুল কুলবতী নারী॥ ধ্রু॥
বিফলে উদয় করে গগনে সে শশধরে
গোরা রূপে আলা তিন লোকে।
তাহে এক অপরূপ যেবা দেখে চাঁদ মুখ
মনের আঁধার নাহি থাকে॥
চল চল প্রেমমণি কিয়ে থির দামিনী
ঐছন বরণক আভা।
তাহে নাগরালি বেশ ভুলাইল সব দেশ
মদন মনোহর শোভা॥

যতি সতী মতি হত গেল মেনে কুলব্রত
আইল ভুবন চিত চোর।
হরেকৃষ্ণ দাস কয় গোরা না ভজিলে নয়
এ ঘর করণে দেয় ডোর ॥ ৭ ॥ ৬০ ॥

তিরোতা ধানশী।

ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর ॥ ধ্রু ॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বনকারী
মঝু মনে লাগল ধন্দা ॥
কেশ পসারি যবহুঁ তুহুঁ আছিলি
উর পর অম্বর আধা।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল
কহ ধনি ইথে কি সমাধা ॥
হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি
করে কর জোরহিঁ মোর।
অলখিতে দিঠি কব হৃদয়ে পসারলি
পুন হেরি সখী করি কোর ॥
এতহুঁ নিদেশ কহল তোহিঁ সুন্দরি
জানি ইহ করহ বিধান।
হৃদয় পুতলি তুহুঁ সো শূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৮ ॥ ৬১ ॥

বরাড়ী॥

কত যে কলাবতী যুবতী সুমূরতি
নিবসতি গোকুল মাহ।
হরি উপহাসি রভসরসে কাহুক
কুটিল নয়নে নাহি চাহ॥
সুন্দরি অতয়ে করিয়ে অনুমান।
শুভক্ষণে স্বামি- বরত তুহুঁ ছোড়লি
নারীবরত নিল কান॥ ধ্রু॥
তুয়া নিজ নাম গান ঘন গাবই
সো এক আথর রঙ্ক।
শুনইতে রাতি রতন রতি রাতুল
চমকই তোহারি আতঙ্ক॥
তুয়া গুণ গান ঘন কত গাবই
আর কত মুরলী নিসান।
সহচরী কোরে ভোরি তোহেঁ ডাকই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৯॥ ৬২॥

ভূপালী।

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তব যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ প্রেম কবহু জানি ছাড়ি।
দিনে দিনে চাঁদ কলা সম বাড়ি॥
তুহুঁ যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত।
বড় পুণ্যে রসবতি মিলে রসবন্ত॥

তুহুঁ যদি কহসি করিয়ে অনুসঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হয়ে লাখ গুণ রঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ মাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহ ইথে নাহি লাজ।
রূপ গুণবতিকা ইহ বড় কাজ॥ ১০॥ ৬৩॥

প্রত্যুক্তিঃ।

শ্রীরাগ॥

না জানি প্রেম রস নাহি রতিরঙ্গ।
কেমনে মিলব হাম সুপুরুখ সঙ্গ॥
তোহারি বচনে যদি করব পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীত॥
সখি হে হাম অব কি বোলব তোয়।
তা সঞে রভস কবহুঁ নাহি হোয়॥
সো বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীউ নিকসব যব্ রাখব কোই॥
বিদ্যাপতি কহ মিছাই তরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস॥ ১১॥ ৬৪॥

পঠমঞ্জরী।

হামারি বচন শুন রাই।
দূরহিঁ তাক পরশ বিনে অব তুহুঁ
মন্দিরে ভয় অবগাই॥

বিদগধ রসিক- শিরোমণি নাগর
দরশে বুঝবি ব্যবহার ।
ঐছন সংশয় আর তুহুঁ না করবি
শুভক্ষণে কর অভিসার ॥
ঐছন বচন শুনিয়া বর মুগধিনী
নিজ প্রিয় সহচরী মেলি ।
বেশ বনাই কত যে মনে সংশয়
কালিন্দী তীরহিঁ গেলি ॥
অপরূপ কুঞ্জ- কুটীরে নব নাগর
পথ হেরি আকুল পরাণ ।
সকল সখী পরবোধি মিলায়ল
যদুনন্দন রস গান ॥ ১২ ॥ ৬৫ ॥

কামোদ ।

একে ধনী পদুমিনী সহজেই ছোটি ।
করে ধরইতে কত করুণা কোটী ॥
হঠ পরিরম্ভণে নহি নহি বোল ।
হরি ডরে হরিণী হরি-হিয়ে ডোল ॥
বালি বিলাসিনী আকুল কান ।
মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান ॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভাণ ।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ ।
রাধামাধব পহিলহিঁ সঙ্গ ॥ ১৩ ॥ ৬৬ ॥

অত্র সুরত পিয়াসে ধয়ল পহুঁপাণি ইত্যাদি

পদং যথাসম্ভবং জ্ঞেয়ং ॥

ইতি তৃতীয় পল্লবঃ ॥

অথ পূর্ব্বরাগঃ প্রকারান্তর মাহ ॥

অথ শ্রীরাধিকায়াঃ যথা ॥ তদুচিত শ্রীমহাপ্রভুঃ ।

শ্রীরাগ ।

নীরদ নয়ানে নব ঘন সিঞ্চনে

পূরল মুকুল অবলম্ব ।

স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চয়ত

বিকসিত ভাবকদম্ব ॥

কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর ।

অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু

সুরধুনী তীরে উজোর ॥ ধ্রু ।

চঞ্চল চরণ- কমলতলে ঝঙ্করু

ভকত ভ্রমরগণ ভোর ।

পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই

অহনিশি রহত আগোর ॥

অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে

অখিল মনোরথ পূর ।

তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত

গোবিন্দদাস রহু দূর ॥ ১ ॥ ৬৭ ॥

কামড়া ।

আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপচন্দ্র ।

করতলে করই বয়ান অবলম্ব ॥

পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর পন্থ ।
ক্ষণে খেলে ফুলবনে চলই একান্ত ॥
ছল ছল নয়ন-কমল সুবিলাস ।
নব নব ভাব করত পরকাশ ॥
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ ॥ ২ ॥ ৬৮ ॥

অথ শ্রীরাধিকাং প্রতি সখ্যুক্তিঃ ।

বালাধানশী ।

রাধে নিগদ নিজং পদ মূলং ।
উদয়তি তনু মনু কিমিতি পুলক-কুল
মনুকৃত-বিটপ-মুকূলং ॥ ধ্রু ॥
প্রচুর-পুরন্দর- গোপ-বিনিন্দিত-
কান্তি-পটল মনুকূলং ।
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহু রপি
সংভৃত মুরসি দুকূলং ॥
অভিনন্দসি নহি চন্দ্র-রজোভব-
বাসিতমপি তাম্বূলং ।
ইদমপি বিকিরসি বর-চম্পক-কৃত
মনুপম-দাম সচূলং ॥
ভজদনবস্থিতি মখিল-পদে সখি
সপদি বিড়ম্বিত-তুলং ।
কলিত-সনাতন- কৌতুক মপি তব
হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলং ॥ ৩ ॥ ৬৯ ॥

বড়াড়ি ।

নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব ।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব ॥
ক্ষণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ ।
অবিরল-পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গ ॥
এ ধ্বনি মোহে না কর অরু ছন্দ ।
জানল ভেটলি শ্যামরু চন্দ ॥
ভাব কি গোপসি গোপত না রহই ।
মরমক বেদন বদনে সব কহই ॥
যতনে নিবারসি নয়ানক লোল ।
গদগদ শবদে কহসি আধ বোল ॥
আন ছলে অঙ্গ নয়ান ছলে পন্থ ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত ॥
দূরে রহু গুরুজন গৌরব লাজ ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥ ৪ ॥ ৭০ ॥

ধানশী ।

তোহারি বেদন ছেদন কারণ
পুনঃ পুনঃ পুছি তোয় ।
তুহু উর ধরি ধরি মরি মরি বোলসি
শুধ বুধ সব খোয় ॥
আলিরি হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে ।
যো তুয়া দুঃখে দুখায়ত শত গুণ
তাহারে কি বেদনা না কহিয়ে ॥

এ তুয়া সঙ্গিনী রঙ্গিনী রসিকিনী
কহিলে কি আওব লাজে ।
ফণি-মণি ধরব শমন ভবনে যাব
যৈছে সিধায়ব কাজে ॥
হাম আগুয়ানি আগুনি পৈঠব
বৈঠব যোগিনী সাজে ।
তন্ত্র মন্ত্র যত শত শত ঢুরব
বুড়ব সাগর মাঝে ॥
ভাবনা অব তুয়া অন্তরে অন্তরু
কহিলে কিঁ রহে তাপ লেশ ।
বিন্দু ইন্দুমুখী সিন্ধু উতারব
বোলত বচন বিশেষ ॥ ৫ ॥ ৭১ ॥

তত্র স্বয়মুক্তিঃ ।

পাহিড়া ।

কুটিলং মামবলোক্য নিবাম্বুজ মুপরি চুচুম্ব স রঙ্গী ।
তেন হঠাদহ মভবং বেপথু-মণ্ডল-সঙ্কুলদঙ্গী ॥
ভাবিনি পৃচ্ছ ন বারংবারং ।
হন্ত বিমুহ্যতি বীক্ষ্য মনো মম বল্লব-রাজকুমারং ॥ ধ্রু
দাড়িম-লতিকামনু-লোভন-ফল-নমিতাং স দধে হস্ত
তদনুভবা মম ঘর্ম্মজলে সখি ধৈর্য্য-ধনং গত মস্তং ।
অদশদশোক-লতা-পল্লব ময় মতনু-সনাতন-নর্ম্মা ।
তদহ মবেক্ষ্য বভূব চিরং বত বিস্মিত-কায়িক-কর্ম্মা ॥৬

গান্ধার।

ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন
মোহন চরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরি-চমক জিতি
দগধল কুলবতী লাজ॥
সজনি যাইতে পেখলু কান।
তব ধরি জগভরি ভরল কুসুম-শর
নয়ানে না হেরিয়ে আন॥ ধ্রু॥
মঝুমুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল
কিশলয় দলে করু দংশ॥
অতয়ে সে মঝুমন জলতহি অনুক্ষণ
দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দ দাস মিছাই আশোয়াসল
অবহু না মিলল কান॥ ৭॥ ৭৩॥

ধানশী॥

চূড়ক চূড়ু ময়ুর শিখণ্ডক
মণ্ডিত মালতী-মালে।
সৌরভে উনমত ভ্রমরা ভ্রমরী কত
চৌদিকে করত ঝঙ্কারে॥
সজনি কো কহে কাম অনঙ্গ।
কেলি কদম্ব-তলে সো রতি-নায়ক
পেখলু নটবর-ভঙ্গ॥

কতহুঁ বিষম শর নয়ন তূণ ভর
সঙ্কুক ভাঙ কামানে।
নাগরী নারী মরম মাহা হানই
লখই না পারই আনে॥
শ্রুতিমূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল
দোলত মকর আকার।
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল
মদনমোহন অবতার॥ ৮ ॥ ৭৪ ॥

শ্রীরাগ।

মরকত দরপণ বরণ উজোর।
হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর॥
না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ানে।
হানত অতয়ে কুসুম শরবাণে॥
এ সখি কাহে ভেটল নন্দ-নন্দন।
মন্দির গহন দহন ভেল চন্দন॥ ধ্রু॥
তৈখনে দক্ষিণ পবন ভেল বাম।
সহই না পারিয়ে হিমকর নাম॥
সাজহ শেজ কমলদল পাতি।
কুলবতী যুবতী লেউ নিজ শাতি॥
তাহি রহল মন লোচন লাগি।
ধৈরজ লাজ গেল দুহু ভাগি॥
কি ফল একল বিফল পরাণ।
গোবিন্দদাস কহ মিলব কান॥ ৯ ॥ ৭৪ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগঃ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

কামোদ।

দেখ সখি গৌর-মরম অনুমান।
শৈশব তারুণ লখই না পারিয়ে
তবহুঁ জিতল কোটি কাম॥
সুরধুনী তীরে সুবহুঁ সখা মেলি
বিহরয়ে কৌতুক রঙ্গী।
কবহুঁ চঞ্চল গতি কবহুঁ ধীরমতি
নিন্দিত গজপতি ভঙ্গী॥
ধীর নয়নে ক্ষণে ভোরি নেহারই
ক্ষণে পুন কুটিল কটাক্ষ।
কবহুঁ ধৈরজ ধরি রহই মৌন করি
কবহুঁ কহই লাখে লাখ॥
রাধামোহন দাস কহই সতি সতি
ইহ নব বয়সে বিলাস।
যছু লাগি কলিযুগে প্রকট শচীসুত
সোই ভাব পরকাশ॥ ১০ ॥ ৭৬॥

আদৌ নামশ্রবণে যথা।

সুহিনী॥

সখি রাধা নাম কে কহিলে।
শুনি মন কাণ জুড়াইলে॥

আন পরথাই যাই যব পাশে ।
আন সম্ভাষি আন পরিহাসে ॥
শুন শুন মাধব তুহুঁ সুচতুর ।
কিয়ে বিধি পরসন্ন কিয়ে প্রতিকূল ॥
লাজে লাগ্নাই কহনু এক বেরি ।
যতনেহি নয়ন কোণে নাহি হেরি ॥
মুকুলিত করজ-কুসুম নাহি ভেল ।
হেরি হেরি ভ্রমর নিরাশ ভৈ গেল ॥
কুবলয় কর চিরু চিকুর চিয়াব ।
কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব ॥
অপর সে আন সঞে প্রিয়সখী সঙ্গে ।
জ্ঞানদাস কহে বুঝল অনঙ্গে ॥ ১৫ ॥ ৮১ ॥

তিরোতা ॥

শৈশব যৌবন দুহুঁ মেলি গেল ।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন লেল ॥
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস ।
ধরণীয়ে চাঁদ ভেলত পরকাশ ॥
মুকুর লেই অব করত শিঙ্গার ।
সখীরে পুছই কৈছে সুরত বিহার ॥
নিরজনে উরজ হেরত কত বেরি ।
হাসত আপন পয়োধর হেরি ॥
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ ।
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরলে অঙ্গ ॥

যাবত পেখলুঁ অপরূপ বালা ।
শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা ॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানী ।
দুহুঁ এক যোগ ইহ কহে সেয়ানী ॥১৬॥ ৮২ ॥

তথা ।

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণে অনুসরই ।
ক্ষণে ক্ষণে বসন ধূলি তনু ভরই ॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছটি হাস ।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস ॥
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥
হৃদয়জ মকুল হেরি হেরি থোর ।
ক্ষণে আচল দেই ক্ষণে হয়ে ভোর ॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট ।
লখই না পারিয়ে জেঠ কনেঠ ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান ।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান ॥ ১৭॥ ৮৩ ॥

অত্র "দিনে দিনে উন্নত পয়োধর" ইত্যাদি পদং জ্ঞেয়ং ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য উক্তিঃ ॥

তথা ।

রাধা বয়স কহসি তুহুঁ থোর ।
মন মাহা মনসিজ তব কাহে মোর ॥
ইথে যদি সজনি কহসি নানা ছন্দ ।
বুঝলহোঁ কহলি সকল শুন ধন্দ ॥

হামারি শপথি তোহে কহু কথি রূপ।
শ্রবণ-রসায়ন অমিয়া স্বরূপা॥
নামহি যাক অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ রাধামোহন প্রেম-তরঙ্গ ॥ ১৮ ॥ ৮৪ ॥

তত্তো দর্শনং ॥

বালা ধানশী ॥

হেরইতে হেরি না হেরি।
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি ॥
চতুর সখী সঞে বসই।
রস পরিহাসে হসই না হসই ॥
পেখলু ব্রজ নব নারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি ॥
হৃদয় নয়ন গতি রীতে।
সো কিয়ে আন নহত পরতীতে ॥
ঐছন হেরইতে গোরী।
হঠ সঞে পৈঠল মন মাহা মোরি ॥
তবহিঁ কুসুম শর জোরি।
ছুটল বাণ ফুটল হিয়ে মোরি ॥
গোবিন্দাস চিতে জাগ।
চাঁদকি লাগি সুরুয উপরাগ ॥ ১৯ ॥ ৮৫ ॥

বালা ধানশী ॥

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু-তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ যুগ চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঙ্গে করতহি খেলি॥ ধ্রু॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উৎপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিহ্নই রাই চিহ্নই নাহি জান॥ ২০ ॥ ৮৬ ॥

তথা॥

শুন শুন এ সখি কর অবধান।
সে যে রমণী নিল হামারি পরাণ॥
যব ধরি না দেখিয়ে সো চাঁদ মুখ।
তব ধরি মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥
ঝর ঝর অনুক্ষণ এ দুই নয়ান।
জর জর অন্তর না যায় পরাণ॥
তা সঞে রভস রস যদি নাহি হোয়।
নিচয় না জীয়ব কহলমো তোয়॥
দুই এক পলকে মিলব বরনারী।
যদুনন্দন তব যাঙ বলিহারি॥ ২১ ॥ ৮৭ ॥

ভূপালী ॥

এত শুনি দোতী চলিল ধনী পাশ।
যৈছনে নাহক পূরয়ে আশ ॥
বচনক ভাতি আপন হিয়ে সাঁচি।
মিললি মুগধি সঞে গুরুজনে বাঁচি ॥
হেরি সুধামুখী হরিণী নয়ানী।
পুছইতে না পুছয়ে তা সঞে বাণী ॥
কহ যদুনন্দন কর অবধান।
তোহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান ॥ ২২ ॥৮৮॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য দশদশা ॥

লালসোদ্বেগ জাগর্য্যা তানবং জড়িমা তথা।
বৈরাগ্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দ্দশা দশ ॥

অত্র ক্রমেণ ॥

সুহই।

চম্পকদাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তর জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥
বৃষভানু-নন্দিনী জপয়ে রাতি দিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনী বোলয়ে মধুর বাণী
সপনে না পাতয়ে কাণ ॥

"রা" কহি "ধা" পহুঁ কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখমণি লোটায় ধরণী পুনি
কো কহ অরতি ওর॥
গোবিন্দদাস তুয়া চরণে নিবেদল
কানুক ঐছে সম্বাদ।
নিচয়ে জানহ তছু দুঃখ খণ্ডক
কেবল তুয়া পরসাদ॥ ২৩॥ ৮৯॥

আড়ানা।

কাঞ্চন যূথী কুসুম লই গোরি।
নিরমই মূরতি যতন করি তোরি॥
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তায়।
সো তনু তাপে ভসম ভই যায়॥
শুন শুন ও বৃষভানু-কুমারি।
তুয়া বিরহানলে জলত মুরারি॥
ঝামর নীল-উতপল-দল-অঙ্গ।
লোরে না হেরয়ে কমল তরঙ্গ॥
বিগতি মুরলী ফুরলী রহু দূর।
অনুখন মদন দহন পরিপূর॥
বিছুরল পিঞ্জ মুকুট পরিপাটি।
সহচরে খেলি মরত জীউ কাটি॥
জীউ রহত অব তুয়া রঙ্গ আশে।
তোহারি চরণে কহে গোবিন্দদাসে॥ ২৪॥ ৯০॥

সুহই ॥

গহন বিরহক লাগি ।
রজনী পোহায়ই জাগি ॥
করত হিঁ তোহারি ধেয়ান ।
তো বিনে আকুল কান ॥
শীতল পীত নিচোল ।
তোহারি ভরমে করু কোর ॥
সো রস পরশ না পাই ।
মূরছিত ধরণী লোটাই ॥
মন মাহা মদন তরঙ্গ ।
ঘন ঘন মোড়ই অঙ্গ ॥
কহতহিঁ গদ গদ ভাষ ।
না বুঝল গোবিন্দদাস ॥ ২৫ ॥ ৯১ ॥

তথা ॥

শুন শুন গুণবতি রাধে ।
মাধব বধিজে কি সাধবি সাধে ॥
চাঁদ দিনহি দীনহীনা ।
সো পুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা ॥
অঙ্গুরি বলয়া পুন ফেরি ।
ভাঙ্গি গড়ায়ব বুঝি কত বেরি ॥
তোহারি চরিত নাহি জানি ।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি ॥ ২৬ ॥ ৯২

আড়ানা।

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি।
শুতি রহল হরি কছু না আলাপি॥
পরসঙ্গে কহলহি নামহি তোরি।
তবহি মেলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোরি॥
সুন্দরি ইথে নাহি কহ আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ॥
যোই নয়ান ভঙ্গী না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়নে স্রবে লোর তরঙ্গ॥
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস।
সোই নীরস ভেল দীর্ঘ নিশ্বাস॥
বিদ্যাপতি কহ মিছু নহ ভাঁতি।
গোবিন্দদাস রহ তহি কৃত সাখি॥ ২৭॥ ৯৩॥

তিরোতা ধানশী।

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছিয়ে বাণী।
উলটি করয়ে পাণি॥

কহিয়ে তাহারি রীতে।
আন না বুঝিবি চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥ ২৮॥ ৯৪॥

তথা॥

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কানাই॥ ধ্রু॥
সো তুয়া পরশক লাগি॥
ছটফটি যামিনী জাগি।
ক্ষীণতনু মদন হুতাশে।
তেজই উতপত শ্বাসে॥
চিত্ত-পুতলী সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুটি আঁখি॥
জ্ঞান কহয়ে তোঁহে সার।
করহ গমন উপচার॥ ২৯॥ ৯৫॥

তুড়ি॥

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান॥
কারণ বিনু ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদগদ ভাষ॥

আকুল অতি উতরোল ।
"হা ধিক" "হা ধিক" বোল ॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ ।
ধরই না পারই কেহ ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখি ।
রূপনারায়ণ সাখী ॥ ৩০ ॥ ৯৬ ॥

গান্ধার ।

সুন্দরি তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ ।
কানুক নবমী দশা হেরিয়ে সহচরী
ধরই নাহি পরাণ ॥
কত যে ক্ষীণতনু কহিয়ে না পারয়ে
তেজত তাহে ঘনশ্বাসে ।
তেজত পরাণ ঐছে অনুমানিয়ে
রহত তোহারি আশোয়াসে ॥
কি জানিয়ে কি ক্ষণে নিহারল তুয়া রূপ
তব ধরি আকুল ভেলি ।
ক্ষণে ক্ষণে চমকি অব মুরছায়
হেরি রোয়ত সখী মেলি ॥
কোই যব তোহারি নাম কহে শ্রবণহি
তবহি নয়ন পরকাশ ।
যে তুহু নিদেশ কহল তোহে সুন্দরি
পামরি রজকদাস ॥ ৩১ ॥ ৯৭ ॥

শ্রীরাগ।

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুন॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।
যত তত করি নহিয়ে শুধি॥
না বান্ধে চিকুর না পরে চীর।
না খায় আহার না পিয়ে নীর॥
সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
না চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলী রৈয়াছে চাই॥
তুলা খানি দিল নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে॥
আছয়ে শোয়াস না রহে জীব্।
বিলম্ব না কর আমার দিব্॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরমে ঐষদ রাধা॥ ৩২॥ ৯৮॥

ইতি দশদশা॥

ভূপালী।

কানুক শেষ দশা শুনি রাই
কাতর বদনে সখী মুখ চাই॥
ঐছন ইঙ্গিত সহচরী পাই।
আনন্দে মিমগম বেশ বনাই॥

সুখময় কুঞ্জহি করল পয়ান।
পন্থহি কতবিধ করু অনুমান ॥
আকুল নাগর হাম অতি ভীত।
না জানি ব্রজসরস পহিল পিরীত ॥
ঐছন ভাবিতে মিলল আয়।
ধাই কহল দোতী নাগর পায় ॥
দূর করু বিরহ আওল ধনি রাই।
চমকি উঠল জনু জীবন পাই ॥
আনন্দে আগুসরি আওল কান।
কুঞ্জ মাঝে সবে করল পয়ান ॥
সুন্দরী মুগধিনী বচন না কহই।
সহচরী আঁচর ধরি তহিঁ রহই ॥
পহিল সমাগম রাধা কান।
মোহন দূরহি দুহুঁক গুণ গান ॥ ৩৩ ॥ ১৯ ॥

কেদার।

ধরি সখী আঁচর ভই উপচন্ধ।
বৈঠি না বৈঠয়ে হরি পরিযঙ্ক ॥
চলইতে আলী চলই পুন চাহ।
রস অভিলাষে আগোরল নাহ ॥
লুবধ মাধব মুগধিনী নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি কোঙারি ॥
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই।
হেরইতে বদন নয়নজল খলই ॥

হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপি ।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপি ॥
শুতলি ভীত পুতলী সম গোরী ।
চিত-নলিনী অলি রহই আগোরি ॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম ।
রূপকে কূপে মগন ভেল কাম ॥৩৪॥১০০॥

সখী প্রতি সখী-উক্তি ।

তথা ।

সৌরভে আগরি রাই সুনাগরী
কনকলতা সম সাজ ।
হরি চন্দন বলি কোরে আগোরল
কুঞ্জে ভুজঙ্গমরাজ ॥
অব কিয়ে করব উপায় ।
কাল ভুজগ কোরে ছোড়ি মুগধ সখী
গমন যুগতি না জুয়ায় ॥
চন্দ্রক চারু ফণাগণ মণ্ডিত
বিষমাক্ষিপ দীঠ ।
রাইক অধর সুবধ অনুমানিয়ে
দশনক দংশন মীঠ ॥
এক সন্দেহ জীতকে ভীতহি
পুলকিনী কাঁপই রাই ।
গোবিন্দদাস কহ যৈছে সখী
বুঝাই রস অবগাই ॥ ৩৫ ॥ ১০১ ॥
ইতি চতুর্থ পল্লবঃ ॥

তত্র পূর্ব্বরাগঃ।

কেবলবয়ঃসন্ধিঃ।

তত্র পূর্ব্বোক্ত গৌরচন্দ্রস্য
দথ দেথ গৌর পরম অনুপাম" ইত্যাদি পদং জ্ঞেয়ং।

শ্রীরাগ।

পৌগণ্ড বয়স শেষে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভুরুর মার্চনি করে কিবা সে অন্তর॥
লাজে অবনত মুখ আর আঁখি দুটী।
বুঝিতে নারিনু এই তার পরিপাটী॥
বাম নয়নে পুন কটাক্ষ করয়।
মধুর মধুর স্মিত করে বুঝিল না হয়॥
কুন্দন কনয়া জিনি অঙ্গ ঝলমলি।
রাধামোহন পহুঁ ভাবে কুতূহলী॥ ১॥ ১০২॥

ধানশী।

মো মেনে মনু গোরাচান্দেরে দেখিনু।
অপরূপ রূপ কাচা কাঞ্চন জিনিয়া।
ক্ষণে শীঘ্রগতি চলে যারে মালসাট।
ক্ষণে থির হৈয়া চলে সুরধুনী ঘাট॥
অরুণ নয়ানে ঘন চাহে অনিবার।
হানিলে নয়ান বাণ হিয়ার মাঝার।
আজানুলম্বিত ভুজ দোলে দুই দিগে।
যুবতী যৌবন দিতে চাহে অনুরাগে॥

ক্ষণে মন্দ মন্দ হাসি ক্ষণে উতরোল ।
না বুঝিয়া নরহরি হইল বিভোল ॥ ২ ॥ ১০৩

তিরোতা ধানশী ।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল ।
দুহুঁ দল বলে ধনি দিক পড়ে গেল ॥
কবহুঁ বান্ধয়ে কুচ কবহুঁ বিথারি ।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি ॥
থির নয়ান নাহি অথির ভেল ।
উরজ উদয়থল লালিম দেল ॥
চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভান ।
জাগল মনসিজ মুদিত-নয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান ।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন ॥ ৩ ॥ ১০৪ ॥

তথা ।

না রহে গুরুজন মাঝে ।
বেকত অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে ॥
বালা জন সঞে যব রহই ।
তরুণী পাই পরিহাস তহি করই ॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটলু রমণী ।
কো কহে বালা কো কহে তরুণী ॥
কেলি রভস যব শুনে ।
আনত হেরি ততহি দেই কানে ॥

ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।
বালাচরিত রসিক জন জানে॥ ৪ ॥ ১০৫ ॥

পঠমঞ্জরী ।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ পথ হেরইতে মনসিজ গেল।
মদন কি তার পহিল পরচার।
ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার॥
কটিকে গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইন্হকে ক্ষীণ উর্দ্ধই অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরণ প্রকট ফের উর্দ্ধকে নেল॥
চরণ চঞ্চল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥
নব কবিশেখর কি কহিতে পার।
ভিন ভিন রাজ ভিন ব্যবহার॥ ৫ ॥ ১০৬ ॥

বরাড়ি।

রাধা বয়স হেরি তুঁহু থোর।
মন মাহা মনসিজ ভয় আছে মোর॥
ইথে যদি জানি করু নানা ছন্দ।
বুঝলমো কহসি সকল পুন মন্দ॥

হামারি শপথি তোহে কহ কথি রূপ।
শ্রবণ-রসায়ন অমিয়া স্বরূপ॥
নামহি যাক অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ রাধামোহন প্রেমতরঙ্গ॥ ৬॥ ১০৭॥

ধানশী।

মাধব ঐছে বচন শুন সো সখী
চললিহুঁ রাইক পাশ।
মন মাহা বচন রচন করি বৈছনে
নাহক পূরয়ে আশ॥
অপরূপ দোতীক রীত।
সখীগণ সঙ্গে রাই যাহা বৈঠয়ে
তাহি যাই উপনীত॥ ধ্রু॥
শুন শুন রমণী- শিরোমণি মুগধিনি
তুয়া অনুগত ভেল শ্যাম।
তুয়া রূপ হেরি সোই ভেল আকুল
কহই দাস বলরাম॥ ৭॥ ১০৮॥

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি কমলিনি শুন হিত বাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল॥
টুটাইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥

সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ-নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
প্রেমক রীতি অব বুঝহ বিচারি॥৮॥ ১০৯॥

ভূপালী।

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তব যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ প্রেম কবহুঁ জানি ছাড়ি।
দিনে দিনে চাঁদকলা সম বাড়ি॥
তুহুঁ যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত॥
বড় পুণ্যে রসবতি মিলে রসবন্ত॥
তুহুঁ যদি কহসি করিয়া অনুসঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হয়ে লাখ গুণ রঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগমাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপগুণবতীকা ইহু বড় কাজ॥৯॥ ১১০॥

ভাটিয়ারী।

শ্রীরাধিকা উক্তি।

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম॥

বচন চাতুরী হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান ॥
সহচরী মেলি বনায়ত বেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত।
কৈছনে মিলব মাধব সাথ ॥
সো বরনাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহে কি বোলব তোয়।
অবকে মিলন সমুচিত হোয় ॥ ১০ ॥ ১১১ ॥

সখীশিক্ষা বচনং।

কানড়া।

শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ ॥
পহিলহি অলকা তিলক করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ ॥
যায়বি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত-বিভঙ্গ ॥
সজনি পহিলহিঁ নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি ॥
ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিক বন্ধ ॥

মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যো গুণবন্ত সোই ফল পাব ॥ ১১ ॥ ১১২ ॥

কামোদ।

সখীগণ সঙ্গে চলহি বররঙ্গিণী
শোভা বরণি না হোয়।
কত কত চাঁদ চরণ তলে নিছই
লাখ মদন তহি রোয় ॥
দেখ দেখ পহিল সমাগম রঙ্গ।
পদ দুই চারি চলত পুন ফিরই
ভীতহিঁ কম্পিত অঙ্গ ॥
ঐছন ভাতি আওল যাহা মাধব
দ্বারহি রহু পুন ঠারি।
অদভুত মনহি বিলাসন উন্মুখ
তবহিঁ নয়ন ঝরু বারি ॥
পুন পরবোধিয়া নিকটহিঁ আনিয়া
কহে সখী সুমধুর বাণী।
বুঝি করবি রতি জগত দুর্লভ অতি
কমলিনী সোপিনু আনি ॥
আপন করি তোঁহে ইহ বৈছে জানত
ঐছন করবি আচার।
মধুসূদন পুন চন্দন বিলেপন
বর-কুসুমে সুশিঙ্গার ॥

কহ রাধামোহন আর কিয়ে শুভদিন
ঐছন হোয়ব মোরি।
নিজজন জানি কেবনে নিয়োজব
সদয়হৃদয় আছে গোরী॥ ১২॥ ১১৩।

বিহাগড়া।

সকল সখী পর- বোধি কামিনী
আনি দিল পিয়া পাশ।
জনু বান্ধি ব্যাধ বিপিনে সো মৃগী
তেজই তীখণ নিশ্বাস॥

বৈঠল শয়ন- সমীপে সুবদনী
যতনে সমুখ নাহি হোয়।
ভেলি মানস ভ্রমই দশ দিশ
দেহ মনোরথ কোয়॥

নিবিড় নীবিবন্ধ কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ।
কঠিন কাম কঠোর কামিনী
মানে নাহি পরবোধ॥

সকল গাত্র দুকূল দৃঢ় আঁতি
কথিহুঁ নাহি পরকাশ।
পাখি পরশিতে পরাণ পরিহরে
পূরব কি পূরতি আশ॥

কান্ত কাতরে কতহুঁ কাকুতি
কয়ত কামিনী পায়।
কি জানি কি পরকার অব হুহুঁ
কছুই নাহি অবধার ॥
দিবস চারি গোঙাও মাধব
করহ রতি সমাধান।
বড়ই কাজসে বড়ই ধৈরজ
সিংহভূপতি ভাণ ॥ ১৩ ॥ ১১৪ ॥

কেদার।

অভিনব গোরী বসতি পতিগেহ।
ঘর সঞে করয়ে নবীন সুলেহ ॥
নিবসয়ে নরপতি পতিভয় লাজ।
দোতীক পৈঠয়ে এহেন অকাজ ॥
কি কহব রে সখি কহই না জান।
পহিল সমাগম রাধা কান ॥ ধ্রু ॥
যব ধনী যতনে কান্তসঞে ভেট।
অবনত-নয়ানে বয়ান করু হেট ॥
যব হুঁহু সোঁপল করে কর আপি।
সাধসে ধয়ল হুহুঁক তনু কাঁপি ॥
যব হুহুঁ পায়ল মদনক ভান।
না জানিয়ে কৈছে করব পাঁচবাণ ॥
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ কে সেয়ানী।
হরি হৃদে পৌঁছিল রঙ্গিণী-নয়ানী ॥ ১৪ ॥ ১১৫ ॥

অত্র প্রার্থনা।

শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ হের নয়ানের কোণে।
শরণ লইনু তোমার শীতল চরণে॥
দিয়াছি তোমার দায় আমার কেহ নাই।
তুমি দয়া না করিলে যাব কার ঠাঁঞি॥
প্রভু নিত্যানন্দচাঁদ করহ করুণা।
কাতর হইয়া ডাকি দীনহীন জনা॥
পূর্ব্বে পাপী তরাইলে এবে না তরাও।
পাপিষ্ঠ-উদ্ধার এবে জগতে দেখাও॥
তোমার কৃপা না পাইয়া বেড়াই কান্দিয়া।
পূরবে দিয়াছ প্রেম জগতে যাচিয়া॥
সে করুণা প্রকাশিয়া উদ্ধারহ মোরে।
শুনিয়াছি দয়ার ঠাকুর দেখুক সংসারে॥১৫॥১১৬

ইতি পূর্ব্বরাগস্য সংক্ষিপ্তসম্ভোগঃ॥

ইতি পঞ্চম পল্লবঃ॥

পূর্ব্বরাগঃ।

শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

কামোদ।

কি ক্ষণে দেখিনু গোরা নবীন কামের কোঁড়া
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল কত না ভরিব জল
কত যাব সুরধুনী-তীরে॥

বিধি তোহারিবে কহিতে কেহ নাই ।

যত গুরু-গরবিত [illegible] গঞ্জন-বচন কত

ফুকরি কাঁদিতে নাহি ঠাঁই ॥ ধ্রু ॥

অরুণ-নয়ানের কোণে চাহিয়াছিল আমা পানে

পরাণে বড়শি দিয়া টানে ।

কুলের ধরম মোর ছারেখারে যাউক্ গো

না জানি কি হবে পরিণামে ॥

আপনা আপনি খাইনু ঘরের বাহির হৈনু

শুনি খোল করতালের নাদ ।

লক্ষ্মীকান্ত দাস কয় মরমে যার লাগয়

কি করিবে কুল-পরিবাদ ॥ ১ ॥ ১১৭ ॥

পঠমঞ্জরী গুর্জ্জরী ।

এইত গোকুলবাসী কেহ কিছু জানসি

তাহার চরণে কর সেবা ।

তোমরা আসিয়া দেখ রাইয়ের বেয়াধি লখ

রাইয়েরে পাঞাছে কোন দেবা ॥

সব দেব হাকারিয়া কহে কতি খুঁটে ।

কালিয়া কোঙারের নামে কাঁপি ঝাঁপি উঠে ॥

কালিয়া কোঙার থাকে কদম্বের মূলে ।

সুকুমারী দেখিয়া পাঞাছে শিশুকালে ॥

তাহারে আনিয়া সবে তার পূজা কর ।

পূজা পাইলে যাবে সে আপনার ঘর ॥

বংশীবদনে কহে এই কথা দঢ়।
নিজ পূজা না পাইলে পরমাদ বড় ॥ ২ ॥ ১১৮

সুহই।

রাই কেন বা এমন হৈলা।
কিরূপ দেখিয়া আইলা ॥
মরম কহনা মোয়।
বেয়াধি ঘুচাও তোয় ॥
না পারি বুঝিতে রীত।
সব দেখি বিপরীত ॥
সোণার বরণ তনু।
কাজর ভৈগেল জনু ॥
নয়ানে বহয়ে ধারা।
কহিতে বচন হারা ॥
জ্ঞানদাস মনে জাপ।
কহিলে ঘুচিবে তাপ ॥ ৩ ॥ ১১৯ ॥

তুড়ি।

কেনে গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে সেখানে ভুলিল বাটে
তিমিরে গরাসিল মোরে ॥ ধ্রু ॥
রসে তনু ঢর ঢর তাহে নব কৈশোর
আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনি বামে মধুর-চন্দ্রিকা ঠামে
ললিত লাবণ্য রূপ-শেষ ॥

ললাটে চন্দন-পাঁতি নব-গোরোচনা-ভাঁতি
তার মাঝে পূনিমক চাঁদ।
অলকা-বলিত মুখ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ
কামিনী জনের মন ফান্দ॥
লোকে তারে কাল কয় সহজ সে কাল নয়
নীলমণি মুকুতার পাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা কদম্ব গাছেতে ঠেকা
ভুবন-মোহন রূপ-ভাঁতি॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল সকল দেখিয়া গেল
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় তারে তোমার কিবা ভয়
সেকি সতী বোলাইতে পারে॥ ৪॥ ১২০॥

তথা॥

আলো সই কি হইল মোরে প্রেম জ্বালা।
মো মেনে আপনা খাইনু কেনে বা যমুনা গেনু
শয়নে স্বপনে দেখি কালা॥
সাত পাঁচ সখী সঙ্গে নানা আভরণ অঙ্গে
সাধে গেলাম জল ভরিবারে।
তেমাথা পথের ঘাটে সেখানে ভুলিনু বাটে
কালামেঘে ঝাঁপিয়াছিল মোরে॥
যমুনা যাইতে পথে দোসারি কদম্ব আছে
তাতে চরে সে কোন দেবতা।
তার গলার মালা দিলে আচম্বিতে মোর গলে
সেই হৈতে মরমে হৈল ব্যথা॥

সে কালা কালিয়া শ্যাম কালিয়া তাহার নাম
কালিন্দী-কদম্ব-তলে থানা।
বংশীবদনে কয় যুবতী জীবার নয়
দেখিলে মরমে দেয় হানা॥ ৫ ॥ ১২১ ॥

ভাটিয়ারি।

তখনি বলিল তোরে যাইস না যমুনা-জলে
চাইস না সে কদম্বের তলে।
তুমি এখনে কেন বা বোল, শুন না গো বড়ি মাই
গা মোর কেমন কেমন করে॥

রাঙ্গ হাত রাঙ্গা পা মেঘের বরণ গা
রাঙ্গা দীঘল দুটি আঁখি।
কাহার শকতি উহার দিঠিতে পড়িলে গো
ঘরে আইসে আপনাকে রাখি॥

কাণে মকর-কুণ্ডলে আস্ত মানুষ গিলে
কাচা পাকা কিছু নাহি বাছে।
আমরা উহার ডরে সদাই ডরাই গো
বাহির না হই বাড়ীর মাছে॥

আন সনে কথা কয় আন জনে মুরছায়
ইহা কি শুনেছ সখী কাণে।
একুল ওকুল মোরা দু কুল খাঞাছি গো
হয় নয় বংশীদাস জানে॥ ৬ ॥ ১২২ ॥

আলো মুঞি জানো না, জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে ॥ ধ্রু ॥

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥
চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদে ধান্ধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা ॥
কটি পীত-বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোঁড়া ॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥
কুলবতী সতী হৈয়া দু কুলে দিনু দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক ॥ ৭ ॥ ১২৩ ॥

সুহই।

শ্যামপানে চাহিয়া অকাজ করিনু।
দিবস রজনী আন নাহি জানি
ভাবিতে গুণিতে মনু ॥ ধ্রু ॥

দাঁড়াইয়া তরুমূলে আকুল করিল মোরে
ঈষত বঙ্কিম দিঠে চাঞা।
ঘর যাইতে না লয় মন যাউক জাতি কুল ধন
চিকণ শ্যামের বালাই লৈয়া ॥

অঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখি প্রেম পূরিত আঁখি
মোর মনে আন নাহি ভায় ।
চিত নিবারিতে যদি বিরলে বসিয়া থাকি
মন কেন শ্যাম পানে ধায় ॥
খাইতে শুইতে না লয় চিতে, শুনিয়া বংশীর গীতে
না জানি কি হৈল হিয়া মাঝে ।
মনে অনুমান করি ছাড়িতে নারিনু হরি
তিলাঞ্জলি দিনু কুল লাজে ॥
কি ক্ষণে জলেরে গেনু কিরূপ দেখিয়া আইনু
ঘরেতে আসিয়া হৈনু জ্বরী ।
গোপতে অনন্ত কহে জ্বর জ্বালা কিছু নহে
কালা করিয়াছে মন চুরি ॥ ৮ ॥ ১২৪ ॥

শ্রীরাগ ॥

কি হেরিনু কদম্ব তলাতে
বিনি পরিচয়ে মোর পরাণ কেমন করে
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে ॥ ধ্রু ॥
কপালে চন্দন-চাঁদ কামিনী-মোহন ফান্দ
আন্ধারেতে করিয়াছে আলা ।
মেঘের উপরে চাঁদ সদাই উদয় করে
নিশিদিশি শশী ষোলকলা ॥
কিশোর বয়েস বেশ আর তাহে রসাবেশ
আর তাহে ভাতিয়া চাহনি ।
হাসির হিলোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি ॥

যে দেখয়ে একবার সে কি পাসরয়ে আর
শুধুই সুধার তনুখানি।
দাস অনন্ত বলে রূপ হেরি কেনা ভুলে
জগতে নাহিক হেন প্রাণী ॥ ৯ ॥ ১২৫ ॥

ধানশী।

রাই মুখে শুনলহি ঐছন বোল।
সখীগণে কহে ধনি নহ উতরোল ॥
তুয়া মুখ দরশন পাওল সেহ।
কৈছে আছল কছু সমঝল এহ ॥
তুহুঁ কাঁহে এত উৎকণ্ঠিত ভেল।
তোহে হেরি সো আকুল ভৈগেল ॥
ঐছে বিচার করত যাঁহা রাই।
তুরিতহিঁ এক সখী মিলল তাঁই ॥
এ ধনি পদুমিনি কর অবধান।
তোহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান ॥১০॥ ১২৬॥

কামোদ।

নাগর নিকট- সঞে দোতী আওল
রাই সুনাগরী ঠাম।
শ্যামক কত দুঃখ দেখিতে না পারিয়ে
কহইতে আওনু হাম ॥
কো জানে কখন দেখল তোহে শ্যামর
তুয়া রূপ করত ধেয়ান।
রাধা নামে দ্বিগুণ তনু মোড়ই
ধৈরজ না ধরয়ে পরাণ ॥

শুন কহি সুন্দরি তোয়।
সো হেন সুনাগর সবগুণ-সাগর
তোহে সে পুরুষ-বধ হোয়॥ধ্রু॥

তুহু রমণি ধনী মুকুট-শিরোমণি
তোহে না করু আন ছন্দ।
কহ ব্রজ আনন্দ বিলম্ব না কর ধনি
হেরহ শ্যামর চন্দ॥১১॥ ১২৭॥

ধানশী।

সুন্দরি তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
তুয়া লাগি মদন- শরানলে পীড়িত
জীবইতে সংশয় কান॥ ধ্রু॥

বৈঠলি তরুতলে পন্থ নেহারই
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।
"রাই" "রাই" করি সঘনে জপয়ে হরি
তুয়া ভাবে তরু দেই কোর॥

শীতল-নলিনী-দল তাহে মলয়ানিল
আগোরে লেপই অঙ্গ।
চমকি চমকি হরি উঠত কত বেরি
হানত মদন-তরঙ্গ॥

চলহ বিপিনে ধনি রমণী-শিরোমণি
ঝাটকরি ভেটহ কান।
গোবিন্দ দাসের বাণী তুরিতে চলহ ধনি
কানু ভেল বহুত নিদান॥ ১২॥ ১২৮॥

বালা ধানশী ।

দূতীমুখে শুনইতে ঐছন রীত ।
সব অঙ্গ পুলকিত চমকিত চিত ॥
কহইতে গদ গদ কণ্ঠ হি বোল ।
সখী মুখ নিরখই অন্তর দোল ॥
ইঙ্গিত জানি বনাওল বেশ ।
সিন্দুর দেওল বান্ধল কেশ ॥
সব সখীগণ মেলি কয়ল পয়ান ।
নিশবদে চললিহুঁ কোই না জান ॥
চলইতে পদ দুই থরহরি কাঁপ ।
হেরইতে পন্থ নয়নযুগ ঝাঁপ ॥
ঐছনে মিলল নাগর পাশ ।
পহিল মিলন কহে দ্বিজ হরিদাস ॥ ১৩ ॥ ১২৯ ॥

কেদার ॥

সুরত পিয়াসে ধরল পহুঁ পাণি ।
করে কর বারই তরল-নয়ানী ॥
হঠ-পরিরম্ভণে পরিশিতে গাত ।
“নহি” “নহি” বলি ঢুলায়ত মাথ ॥
অভিনব মদন-তরঙ্গিনী রাই ।
শ্যাম তরঙ্গে রঙ্গে অবগাই ॥
চুম্বনে সঙ্কোচ লোচন-তার ।
পিবইতে অধর রচই সীতকার ॥

নখর পরশে ধনি চমকই গোরী ।
দংশইতে চমকি উঠয়ে তনু মোড়ি ॥
কহইতে কহে গদগদ পদ আধ ।
আন মনে মনসিজ উনমাদ ॥
তৈখনে রোখত তহিঁ পরসাদ ।
গোবিন্দদাস কহে রস-মরিযাদ ॥ ১৪ ॥ ১৩০ ॥

তথা রাগ ।

বালা রমণী রমণে নাহি সুখ ।
অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ ॥
সব সখী মেলি শুতায়ল পাশ ।
চমকি চমকি ধনি ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ ।
মন্ত্র না শুনয়ে জনু বাল-ভুজঙ্গ ॥
বেরি এক করে ধনী মুদিত নয়ান ।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান ॥
তিল আধ দুঃখ জনম ভরি সুখ ।
ইথে কাঁহে ধনি তুহুঁ মোড়সি মুখ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি ।
তুহু রস-সাগর মুগধিনী নারী ॥১৫॥ ১৩১ ॥

ইতি সংকীর্ত্তনানুসারে পূর্ব্বরাগস্থ সংক্ষিপ্তসম্ভোগ

ইতি ষষ্ঠ পল্লবঃ ॥

অথ পূর্ব্বরাগস্য প্রকারান্তরমাহ। যথা শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রঃ।

কামোদ।

গৌর বরণ তনু শোহন মোহন
সুন্দর মধুর সুঠাম।
অনুপম অরুণ- কিরণ জিনি অম্বর
সুন্দর চারু বয়ান॥
পেখলু গৌরাঙ্গচন্দ্র বিভোর।
কলি-যুগ-কলুষ- তিমির-বর-নাশক
নবদ্বীপ চাঁদ উজোর॥ ধ্রু॥
ভাবহিঁ ভোর ঘোর দুহুঁ লোচন
মোচন-ভব-নদ-বন্ধ।
নব নব প্রেমভর বর-তনু সুন্দর
উন্নত ভকত জন সঙ্গ॥
লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত
শোহত গতি অতি মন্দ।
দীন-জনে নিজ বীজ দেই সব তারল
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥ ১॥ ১৩২॥

শ্রীরাগ।

শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ সুন্দর
দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত হরিয়া লইল
অরুণ-নয়ান-বাণে॥

সই মরম কহিনু তোরে ।

এতেক দিবসে নদীয়া নগরে

নাগরী না রবে ঘরে ॥ ধ্রু ॥

রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া

রস-ময় কথা কয় ।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দঢ়াইনু

পরাণ রহিবার নয় ॥

কোন পুণ্যবতী যুবতী ইহার

বুঝয়ে রস-বিলাস ।

তাহার চরণে হৃদয় ধরিয়া

কহয়ে গোবিন্দদাস ॥ ২ ॥ ১৩৩ ॥

মুখরা উক্তি ।

সোণার নাতিনী এমনি যে কেনি

হইলা বাউরী পারা ।

সদাই রোদন বিরস বদন

না বুঝি কেমন ধারা ॥

যমুনা হইতে কদম্ব তলাতে

দেখিলে সে কোন জনে ।

যুবতী জনার ধরম-নাশক

বসি থাকে সেই থানে ॥

সে জন পড়ু তোর মনে ।

সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলে

চাহিয়া তাহার পানে ॥ ধ্রু ॥

একে কুলনারী কুল আছে বৈরী
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে কুল শীল নাশে
কালিয়া প্রেমের মধু ॥ ৩ ॥ ১৩৪ ॥

ধানশী।

কালিয়া বরণ হিরণ পিন্ধন
যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া কান্দয়ে ধরিয়া
সব সখী জনে জনে ॥

কেহ কহে মাই ওঝারে ঝাড়াই
রাইয়েরে পাইঞাছে ভূতা।
কাঁপি ঝাঁপি উঠে কহিলে না টুটে
সে যে বৃষভানু-সুতা ॥

রক্ষা-মন্ত্র পড়ে নিজ চুলে ঝাড়ে
কেহ বা কহয়ে ছলে।
আনি দিব তোহে নিশ্চয় কহিয়ে
কালার গলার ফুলে ॥

কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে
কুলের বৈরী সে কালা।
দেখাও যতনে পাইবে চেতনে
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা ॥ ৪ ॥ ১৩৫ ॥

তুড়ি ।

শুনইতে কাণহি আনহি শুনত
বুঝাইতে বুঝই আন ।
পুছইতে গদ গদ উত্তর না নিকসই
কহইতে সজল নয়ান ॥
সখি হে কি ভেল এ বর-নারী ।
করহুঁ কপোল থকিত রহু ঝামরি
জনু ধন-হারী জুয়ারি ॥ ধ্রু ॥
বিছুরল হাস রভস রস চাতুরী
বাউরী জনু ভেল গোরী ।
ক্ষণে ক্ষণে দীরঘ নিশসি তনু মোড়ই,
সঘন ভরমে ভেলি ভোরি ॥
কাতর-কাতর- নয়নে নেহারই
কাতর-কাতর রাণী ।
না জানিয়ে কোন দুখে দারুণ বেদন
ঝরঝর এ দুই নয়ানি ॥
ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত
ঘন ঘন অধরহি কাঁপ ।
বলরাম দাস কহ জানলু জগমাহ
প্রেমক বিষম সন্তাপ ॥ ৫ ॥ ১৩৬ ॥

সখী-উক্তি । সুহই ।

রাই এমন কেন বা হৈলা ।
কি রূপ দেখিয়ে আইলা ॥

মরম না কহ মোর ।
বোয়াধি ঘুচাঙ তোর ॥
না পারি বুঝিতে রীত ।
সব-দেখি বিপরীত ॥
সোণার বরণ তনু ।
কাজর ভৈগেল জনু ॥
নয়ানে বহয়ে ধারা ।
কহিতে বচন হারা ॥
জ্ঞানদাস মনে জাপ ।
কহিলে ঘুচিবে তাপ ॥ ৬ ॥ ১৩৭ ॥

ধানশী ।

নয়ানক নীর থির নাহি বান্ধই
ঘন ঘন মেটসি তাই ।
সচকিত-লোচনে জলদ নেহারসি
মানসি হাত বাড়াই ॥
ক্ষণে ঘর বাহির করসি নিরন্তর
ক্ষণে ক্ষণে দশ দিশ হেরি ।
ময়ূর ময়ূরী সনে হাসি সম্ভাষসি
কণ্ঠ হেরসি ফেরি ফেরি ॥
কেলি-কদম্ব পুনহিঁ পুন হেরসি
ঘন ঘন তেজসি শ্বাস ।
কালিন্দী নামে রোই উতরোলসি
ভণ ঘনশ্যামর দাস ॥ ৭ ॥ ১৩৮ ॥

তবো বিজোক্তিঃ ।

ধানশী ।

সজনি মরণ মানিয়ে বহু ভাগি ।
কুলবতী তিন- পুরুখে ভেল আরতি
জীবন কিয়ে সুখ লাগি ॥
পহিলে শুনল হাম শ্যাম দুই আখর
তৈখনে মন চুরি কেল ।
না জানিয়ে কো ঐছে মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল ॥
না জানিয়ে কো অছু পটে দরশাওলি
নব-জলধর জিনি কাঁতি ।
চকিত হইয়া হাম যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি ॥
গোবিন্দ দাস কহয়ে শুন সুন্দরি
অতয়ে করহ বিশোয়াস ।
যাকর নাম মুরলী-রব তাকর
পটে ভেল সো পরকাশ ॥ ৮ ॥ ৬৩৯ ॥

পুনঃ সখ্যুক্তিঃ ।

সুহই ।

কেমন শুনিলা নাম কেমন মুরলী ।
কিরূপ দেখিয়া পটে সব গেলা ভুলি ॥
কেমন দেখিলা তারে কিবা অভিলাষ ।
শুনিয়া সকল তোর পুরাইব আশ ॥

তিন জন নহে সে বুঝিনু মন দিয়া।
উপায় করিয়া তোরে দিব মিলাইয়া॥
থির হৈয়া সুবদনি কহ সব বাত।
কহয়ে মাধুরী মোর শিরে ধর হাত॥ ৯॥ ১৪০॥

পুনঃ নিজোক্তিঃ।

কামোদ।

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কাণের ভিতরে দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥ ধ্রু॥

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়ানে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥

পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী-কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥ ১০॥ ১৪১॥

বংশী-ধ্বনি-শ্রবণং যথা।

সুহই।

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে॥

সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
কাঁহা কুলাঙ্গনা-মন গ্রহিবারে ধৈর্য্য-পণ
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥ ধ্রু॥

শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলী-ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিতে ধরি স্নেহ॥

রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি-তনু শীতল করিয়া॥

অস্ত্র নহে মন ফুটে কাঁটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়য়ে আমার মতি
বিচারিতে না পারিয়ে ওর॥ ১১॥ ১৪২॥

দর্শন—চিত্রপটে যথা ।

তিরোতা ।

হায় সে অবলা　　　　হৃদয় অথলা
ভাল মন্দ নাহি জানি ।
বিরলে বসিয়া　　　　পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি ॥

হরি হরি এমন কেন বা হৈল ।
বিষম বাড়বা-　　　　অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল ॥

বয়স কিশোর　　　　বেশ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ ।
নয়ন-যুগল　　　　করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ ॥

নিজ পরিজন　　　　সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি ।
চাহিতে তা পানে　　　　পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি ॥

চাহি ছাড়াইতে　　　　ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি ।
কহে চণ্ডীদাসে　　　　শ্যাম-নব-রসে
ঠেকিলা রাজার ঝি ॥ ১২ ॥ ১৪০॥

অথ স্বপ্নে দর্শন।

তুড়ি।

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যেহ শ্যামল বরণ দেহ
তাহা বিনু আর কারো নই॥

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঝা ঝি ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥

মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহুঁ কুলের কামিনী॥

রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
"আমা কিন, বিকাইনু" বোলে॥

কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ   ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে ।
হাসি হাসি কথা কয়   পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥

রসাবেশে দেই কোল, মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল ।
অঙ্গ অবশ ভেল   লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ ১৪৪ ॥

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী ।
পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি ॥ ধ্রু ॥

শাঙন মাসের দে   রিমি ঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন ।
শ্যাম-বরণ এক   পুরুষ আসিয়া গো
মুখে ধরি করয়ে চুম্বন ॥

বলি সুমধুর বোল   পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিনু মোড়াই ।
আপনা করয়ে পণ   সবে মাগি প্রেমধন
বলে "ধনি যাচিয়া বিকাই" ॥

চমকি উঠিনু জাগি   কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিনু সেই নহে সতি ।
আকুল পরাণ মোর   দুনয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥

কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী
কত রঙ্গ-অমিয়া ঢালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিনু নিন্দে
কেন বিধি উচাইল তায়॥ ১৪ ॥ ১৪৫ ॥

মল্লার।

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মূরতি মরকত অভিনব কাম॥
প্রতিঅঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মনু মনু কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥ ধ্রু॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতিকুল নাশে।
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু-ভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী।
মন্থর চলন খানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহিব কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে॥ ১৫ ॥ ১৪৬ ॥

ততঃ সাক্ষাদ্দর্শনং যথা।

তুড়ি।

কি পেখলু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক মানুষ আকার গো
বিকাইনু তার আঁখি ঠারে॥

নিতি নিতি আসি যাই, এমন কভু দেখি নাই
কি রূপে বাড়াইলাম পা ঘরে।
গুরুয়া গরব কুল নাশাইল কুলবতী
কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে॥
কামের কামান জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা গো
হিঙ্গুলে বেড়িয়া দুটি আঁখি।
কালিয়ার নয়ান বাণ মরমে হানিল গো
কালাময় আমি সব দেখি॥
চিকণ কালার রূপে আকুল করিল গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মুখানি মাজিল গো
যদু কহে কত সুধা দিয়া॥ ১৬॥ ১৪৭॥

সিন্ধুড়া।

সজনি ও কে নাগর তরু-মূলে।
এত দিনে নাহি জানি লোকমুখে নাহি শুনি
হেন জন আছয়ে গোকুলে॥ ধ্রু॥
মুরলীর আলাপনে পবন রহিয়া শুনে
যমুনায় বহয়ে উজান।
না চলে রবির রথ বাজী নাহি পায় পথ
দরবয়ে দারু পাষাণ॥
রমণী-রমণ-বয় গতি অতি মন্থর
মনোহরের মনোহর বেশ।
মৃগমদ চন্দন তনু ঘন লেপন
পরিমলে ভুলায়ল দেশ॥

শুনিয়া মুরলী-ধ্বনি ধ্যান ছাড়ে যত মুনি
জপ তপ কিছুই না-ভায়।
তৃণ মুখে ধেনু যত ঊর্দ্ধমুখে রহত
বাছুরে দুগ্ধ নাহি খায়॥

ময়ূর পাখার চূড়া মালতীর মালে বেড়া
ভুবন-মোহন তার বেশ।
অগোর চন্দন তনু ঘন লেপন
সৌরভে ভরল সব দেশ॥

ব্রজরাজ-নন্দন অনন্ত-জীবন-ধন
নাম তার সুন্দর কানাই।
তাহার আঁখির ঠারে, এ দেশে তাহার ডরে
ঘরের বাহির হৈতে নাই॥ ১৭॥ ১৪৮

শ্রীরাগ।

চিকণ কালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥

কালিন্দীর কূলে কি পেখনু সই
ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মু যাইতে নারিনু সই
আকুল করিল প্রাণ॥

চাঁদ ঝলমলি ময়ূরের পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া মধুর বাঁশরি
মধুর মধুর গায়॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি-কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা॥
শ্রবণে চঞ্চল মকর-কুণ্ডল
পিন্ধন পিঙল বাস।
রাঙ্গা উতপল চরণ যুগল
নিছনি গোবিন্দ দাস॥ ১৮ ॥ ১৪৯ ॥

কামোদ।

সহজেই বিষম অরুণ দিঠি তাকর
আর তাহে কুটিল কটাক্ষি।
হেরইতে হামারি ভেদি উর অন্তর
ছেদল ধৈরজ-শাখী॥
এ সখি বিহরয়ে কো পুন এহ।
পীত-বসন জনু বিজুরী বিরাজিত
সজল-জলদ-রুচি দেহ॥
মৃদু মৃদু ভাষি হাসি উপজায়ল
দারুণ মনসিজ-আগি।
যাকর ধূমে ধরম-পথ কুলবতী
হেরই রহু পুন ভাগি॥

তহিঁ পুন যেগ্নু অধরে ধরি নুকয়ই
দহইতে গৌরব লাজ।
কহ ঘনশ্যাম- দাস ধনি ঐছন
আনহ হৃদয়ক মাঝ॥ ১৯ ॥ ১৪০ ॥

ধানশী।

অলখিতে গত জিতি বিজুরী-সঞ্চার।
চৌদিকে ধাবই লোচন-তার॥
এ সখি অতয়ে না পায়লু ওর।
কৈছন চিত চোরায়ল মোর॥
জানলু অবহুঁ কয়ল মুখে বাত।
অতয়ে সে অবশ ভেল সব গাত॥
লোচন যুগলে লোর পরিপূর।
কহইতে বয়নে কথন নাহি ফুর॥
চলইতে চরণ অচল সব ভেল।
কুলবতী-ধরম-করম দূরে গেল॥
পুন কিয়ে আছয়ে অছু অভিলাষ।
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ২০ ॥ ১৫১ ॥

শ্রীরাগ।

চল-চল বাঁধা অঙ্গের-লাবণী
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরছা পায়॥

কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিনু
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান-কটাক্ষে বিষম-বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন- ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে পরিণাম
দাস গোবিন্দে কয়॥ ২১॥ ১৫২॥

কামোদ।

বরণ দেখিনু শ্যাম জিনিয়াত কোটি কাম
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ ধনু ভঙ্গী ঠাম, নয়ান কোণে পূরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥

সই এমন সুন্দর বরকান।
হেরিয়া সে মূরতি সতী ছাড়ে নিজ পতি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান ॥ ধ্রু ॥
এ বড় কারিগরে কুন্দিলে তাহারে
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতি-ধরম ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে ॥
অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার ॥
নাভির উপরে লোম-লতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনি কাম-ধনু জিনি
ইন্দ্র-ধনুক আভা ॥
চরণ-নখরে বিধু বিরাজিত
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া সে রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥ ২২ ॥ ১৫৩ ॥

সুহিনী।

দেখিয়া নাগর শিরোমণি।
না জানিয়ে দিবস রজনী ॥
কি হৈল মরমে ব্যথা
কাহারে কহিব কথা ॥

কি আর পুছসি মোরে।
মরম কহিনু তোয়ে ॥
যদি সে মিলয়ে মোয়।
তবে সে সফল হোয় ॥
নহিলে না জীব আর।
তোহারে কহিনু সার ॥
রাইক ঐছন বাত।
শুনি পুলকিত গাত ॥
সে সখী আকুল হৈয়া।
চলিল আপনি ধাইঞা ॥
যেখানে নাগর শ্যাম।
মিললি যো সোই ঠাম ॥
রাইক সে সব দশা।
কহে গদ গদ ভাষা ॥
মোহন তাহার পাশে।
কহে কিছু মৃদুভাষে ॥ ২৩ ॥ ১৫৪ ॥

অথ শ্রীমতীর আপ্তদূতীর উক্তি।

দশদশা ॥

লালসোদ্বেগজাগর্য্যা তানবং জড়িমা তথা ॥
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দশা দশ ॥

অথ লালসা ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

অত্র "কুসুমিত কানন হেরি শচী-নন্দন।"
ইত্যাদি পদং জ্ঞেয়ম্ ॥

ধানশী।

সখীগণ সঞে নাহি হাস পরিহাস ।
অনুখণ ধরণী শয়নে অভিলাষ ॥
এ হরি যব ধরি পেখলু তোয় ।
তব ধরি দিনে দিনে ঐছন হোয় ॥ ধ্রু ॥
নয়ন-কমল-জল গলয়ে সদায় ।
বিরলে বসিয়া সে তোহারি গুণ গায় ॥
তহিঁ যদি প্রিয়সখী আওত কোই ।
চরণে লিখয়ে মহী নিশবদ হোই ॥
যতনে পুছয়ে যব মরমক বোল ।
উতর না দেই রোয়ে উতরোল ॥
কিয়ে পুন আছয়ে হিয় অভিলাষ ।
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস ॥ ২৪ ॥ ১৫৫

উদ্বেগ-মিশ্রিত লালসা ॥

গান্ধার ।

মন্দির মাঝে বৈঠল বর-সুন্দরী
দিনকর দুপর ঠানে ।
যব হাম পুছলু পিরীতি সম্ভাষণ
প্রেমজলে ভরল নয়ানে ॥
মাধব তুয়া অনুরাগিণী রাধা ।
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত
না মানয়ে গুরুজন বাধা ॥ ধ্রু ॥

জারে জরল তনু পুন পুন কম্পিত
পুন পুন শ্যামরী গোরী।
পুন পুলকিত পুন দিগ নেহারত
ভূমে শুতয়ে পুন বেরি॥
ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়ত
কোরে কয়ল ভুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ ভালে সমুঝত
কোন করব চিতে আনে॥ ২৫॥ ১৫৬॥

অথ উদ্বেগ।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সিন্ধুড়া।

কানড় কুসুম হেরি শচীনন্দন
করতলে মুখ-শশী ঝাঁপি।
অনুভাবে বেকত করত নব অনুরাগ
তনু মন দুহুঁ উঠে কাঁপি॥
অপরূপ গৌর-বিলাস।
যো বর-ভাব- বিভাবিত অন্তর
সোই রতিক পরকাশ॥
ঘামহি তিতল সকল কলেবর
বিবরণ দীশই কাঁতি।
নয়নক নীরহি তিতল ভূতল
শাঙন মেঘক কাঁতি॥

গদ গদ কণ্ঠে করত হরি-কীর্ত্তন
অদভুত সো পুন অঙ্গ।
রাধামোহন কহ কুহকে নাচায় জনু
না বুঝিয়ে ও নব রঙ্গ ॥ ২৬ ॥ ১৫৭ ॥

কড়খা।

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দুর সঞে
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশক লাগি জাগি জনু অন্তর
জীবন রহ কিয়ে যাব ॥

মাধব তোহে কি কহব করি ভঙ্গী।
প্রেম-অগেয়ান দহনে ধনী পৈঠলি
জনু তনু দহত পতঙ্গী ॥

কহত সম্বাদ কহই না পারই,
কৈছে বিশোয়াসব বালা।
অনুখণ ধরণী শয়নে কত মেটব
সুতনু অতনু-শর-জ্বালা ॥

কালিন্দী-কূল কদম্ব-কানন
নামে নয়ানে ঝরু বারি।
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব
কৈছে জীয়ব বরনারী ॥ ২৭ ॥ ১৫৮ ॥

অথ জাগর্য্যা। শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

কাহে পুন গৌর কিশোর।
জাগত যামিনী জনু ব্রজ-কামিনী
নব নব ভাবে বিভোর॥
কাঞ্চন বরণ ভেল পুন বিবরণ
গদ গদ হরি হরি বোল।
মুখ অতি নীরস শবদহি বুঝিয়ে
মনমথ মথন হিলোল॥
স্তম্ভ কম্প অশ্রু অঙ্গে পুলক ভরু
উতপত সকল শরীর।
ঘন ঘন শ্বাস বহত লুঠত মহী
নয়নহি বহ ঘন নীর॥
ঐছন ভাঁতি করত কত বিতরণ
প্রেম-রতন-বর দীনে।
আপন করমদোষে ও ধনে বঞ্চিত
রাধামোহন দাস দীনে॥ ২৮॥ ১৫৯॥

তিরোতা।

তুহুঁ মনমোহন কি কহব তোয়।
মুগধিনী রমণী তোহারি লাগি রোয়॥
নিশিদিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম॥
থরহরি কাঁপি পড়য়ে সোই ঠাম॥
যামিনী আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজ উঠয়ে তব রোয়॥

সখীগণ যত পরবোধয়ে তায় ।
তাপিনী তাতে ততহি নাহি ভায় ॥
ইহ কবিশেখর তাক উপায় ।
রচইতে তবহি রজনী বহি যায় ॥ ২৯ ॥ ১৬০

শ্রীরাগ ।

ধরণী-শয়নে ঝরয়ে নয়নে
সঘনে কাঁপয়ে অঙ্গ ।
চম্পক বরণ তাপে মলিন
হৃদয় দহ অনঙ্গ ॥

কিছু করুণা করহ কানাই ।
তোহারি কটাক্ষ- শরে জর জর
অতি ক্ষীণ-তনু রাই ॥

এ দিন যামিনী জাগিয়া কামিনী
জপিয়া তোহারি নাম ।
না জানিয়ে কিয়ে বেয়াধি হইল
শ্বাস বহে অবিরাম ॥

সব সখীগণ করয়ে রোদন
কারণ কিছু না জানি ।
গৌরীদাস বিধি রচে মহৌষধি
দেখের আবেশ জানি ॥ ৩০ ॥ ১৬১ ॥

অথ তানবং।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিহাগড়া।

দেখ দেখ গৌরবর গুণধাম।
যো রূপ লাবণী দেহ সুগঠনি
দেখি ঝুরে কোটিকাম॥
সোই ভাব ভরে ক্ষীণ দীশই
পরম দুবর দেহ।
তবহুঁ দীপতি উজোর ঐছন
যৈছন চাঁদকি রেহ॥
শ্যাম নব রস করত কীর্ত্তন
স্মরই ও সব রূপ।
তেহি অহর্নিশি ভ্রমই দশ দিশি
স্নাত নব-রস-কূপ॥
ঐছে নিতি নিতি বিহর দ্বিজ-পতি
জাগু পূরবক প্রেম।
রাধামোহন চিতহুঁ অনুমান
ও রূপ জগজনে কেম॥ ৩১॥ ১৬২॥

বরাড়ী।

মাধব ধৈরজ না কর গমনে।
তোহারি বিরহে ধনী অন্তর জর জর
মানস ঝিলল শমনে॥ ধ্রু॥

ধূলি-ধূসর ধনী ধৈরজ না রহ
ধরণী শুতল ভরমে ।
মুকত কবরী-ভার হার তেয়াগল
তাপিত ভূষিত পরাণে ॥

বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনী
সুর-সুতা স্রবে নয়ানে ।
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপল
সোই নয়ন-বর বয়ানে ॥

মা বোলই ধনী ধরণী-তলে মূরছনি
প্রাণ প্রবোধ না মানে ।
কহই চতুরা ধনী আর কিয়ে হোয় জানি
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥ ৩২ ॥ ১৬৩ ॥

অথ জড়িমা । তত্র শ্রীগৌরচন্দ্র ॥

বেলাবলী ।

আজু হাম নবদ্বীপ- দ্বিজ-রাজ পেখলু
নব নব ভাবে বিভোর ।
দিন রজনী কিয়ে কছু নাহি জানত
নয়নহিঁ অবিরত লোর ॥

সজনি হেরইতে লাগয়ে ধন্ধ ।
ঐছন প্রেম কথিহুঁ নাহি হেরিয়ে
নিরুপম নব রস-কন্দ ॥

শত শত ভকত উচ করি বোলত
কছুই না শুনত বাত।
হুঙ্কৃতি শবদ করত পুন ঘন ঘন
প্রেমবতী নারীক জাত॥
হরি হরি শবদ কাণহি যব পৈঠত
তবহি ডারত ঘন শ্বাস।
ভ্রম-ময় বাত কহত ইহ না বুঝিয়ে
কহ রাধামোহন দাস॥ ৩৩ ॥ ১৬৪ ॥

তিরোতা।

থোরি বয়স ধনী ভাল মন্দ নাহি জানি
খেলই সহচরী সাথ।
বাট ঘটিত তুয়া কামদ রূপ হেরি
দৈবে পড়ল পরমাদ॥
শুন মাধব ইথে কাহে বোলসি আন।
ও অচপল-মতি পুন তাহে কুলবতী
নিচয়ে তুহুঁ সে নিদান॥ ধ্রু॥
তাহে তুহুঁ সুমধুর মুরলী আলাপলি
মুনি-জন-মোহন সোয়।
মুরলী নিসান শ্রবণে যব পৈঠল
তবহুঁ চঞ্চল ভই রোয়॥
তব ধরি জাগর- ক্ষীণ কলেবর
দিন রজনী নাহি জান।
তুয়া প্রেম বিষসেঁ জড়িত ভেল অন্তর
কিছুই না শুনই কাণ॥

বরজ-সুধাকর বোলয়ে সব জন
তাহে কাহে অকরুণ ভেল।
রাধামোহন কহ অব যাই মিলহ
মরমে রহয়ে জানি শেল ॥ ৩৪ ॥ ১৬৫ ॥

ধানশী।

কাঞ্চনগোরী ভোরী বৃন্দাবনে
খেলই সহচরী মেলি।
তুয়া দিঠি মিঠি গরলে তনু জারল
তৈখনে শ্যামরী ভেলি ॥

মাধব সো অবিচল কুল-রামা।
মরমহি গোই রোই দিন যামিনী
গুণি গুণি তুয়া গুণ-গামা ॥ ধ্রু ॥

গুরুজন অবুধ মুগধ-মতি পরিজন
অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনী মণি- মন্ত্র-মহৌষধি
লোচনে লাগল সমাধি ॥

ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ- ভঙ্গ তনু মোড়ই
কহত ভরমময় বাণী।
শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি ॥ ৩৫ ॥ ১৬৬

অথ বৈরাগ্যং। শ্রীগৌরচন্দ্রঃ ॥

শ্রীরাগ।

কাঞ্চন-কমল নিন্দি মুখ সুন্দর
কাহে পুন ঝামর ভেলি।
করতলে সতত করই অবলম্বন
ছোড়ল কৌতুক কেলি॥
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস।
অভিনব ভাব বেকত কিয়ে করতহিঁ
কিয়ে ইহ সহজ প্রকাশ॥ ধ্রু॥

কহতহিঁ গদ গদ কৈছনে বিছুরব
ভেল মোহে শ্যামর দায়।
ইহ দুঃখ হাম কহিয়ে নাহি পারিয়ে
হৃদি সঞে কৈছে বাহিরায়॥

ক্ষণে ক্ষণে করু খেদ ক্ষণে ক্ষণে নিরবেদ
অসূয়াদি কতয়ে সঞ্চারি।
রাধামোহন পাপী কছু নাহি বুঝল
ও রূপ জগমনোহারী॥ ৩৬॥ ১৬৭॥

সুহই।

তুয়া রূপ জগজন করত ধেয়ান।
সো অব বিষধর ধনী মন মান॥
মাধব তুয়া খেদ সহই না পার।
মানই সো নিজ জীবন ভার॥

তুয়া বিসরণ লাগি করত সঞ্চার।
আনজন তাহা লাগি করে পরকার॥
মন অবধারি কহ সুসম্বাদ।
ভণে রাধামোহন যাউক বিবাদ॥৩৭॥ ১

অথ ব্যাধি দশা। শ্রীগৌরচন্দ্র।

বরাড়ী।

লাখবাণ হেম জিতি অপরূপ গোরা-জ্যোতি
দীশই পাণ্ডুর কাঁতি।
অভিনব প্রেম- তপন-তপত তনু
নব অনুরাগিণী ভাঁতি॥

ইহ দুখ বড়ই হামারি।

ও সুখময় তনু মদন মথন জনু
তাহে এত কো সহু পারি॥ ধ্রু॥
কোই জন মুখ ভরি যব কহ হরি হরি
তব বহ শ্বাস-তরঙ্গ।
সজল কমল-দল পরশে ভসম-তুল
দেখি মঝু কাঁপই অঙ্গ॥

ঐছন ভাঁতি ভকতগণ তছু গুণ
অহনিশি করত আলাপ।
রাধামোহন পুন ও রস না বুঝিয়ে
মনহি করত অনুতাপ॥ ৩৮॥ ১৬৯॥

তথা রাগ।

নিরমল কুল শীল কাঞ্চন-গোরী।
পাণ্ডুর কয়ল বিরহ-জর তোরি॥
অনুক্ষণ ক্ষণে ক্ষণে নিগদই রাই।
নিশিদিশি রোই সখী মুখ চাই॥
শুন শুন গোকুল-মঙ্গল শ্যাম।
কথি লাগি তাক হৃদয় ভেলি বাম॥
তুয়া রূপ জগজন-লোচন শোহ।
একলি তাক নয়ন মন মোহ॥
রসবতী নিরখি নয়ন পসারি।
সোঙরিতে তাক নয়নে ঝরু বারি॥
আন ধনী বিছুরি করত আম কাম।
তাকর মনহি না ভাওত আন॥
তুহুঁ বর-নাগর রসিক সুজান।
যদুনন্দন তোহে কি কহব আন॥ ৩৯॥১৭০।

করুণা মঙ্গল।

অদভুত রূপ দৈবে হেরি দূর সঞে
উনমতি পরশক লাগি।
বরজক সীম করত গতাগতি
লাজ কুল-ভয় দূর ভাগি॥
মন তনু কাঁপি চপল ভেল অন্তর
ঘন ঘন বহত নিশ্বাস।
তব ধরি জাগর- শোষিত অন্তর
বড়ই বেকত গদভাষ॥

শুন রাধামাধব তুয়া রূপ অদ্ভুত ফাঁন্দ।
সো ধনী ডুবরি শ্রীয়ত যৈছন
অসিত-চতুর্দ্দশী চান্দ॥
কবহি জ্ঞান- শূন হোই ঠাহই,
না চিহ্নই নিজ সখীবৃন্দ।
রমণীক হুহুতি কতিহুঁ না পেখলু
শুনইতে লাগই ধন্দ॥
প্রেম-গজ-দলন সহই নাহি পারই
জীবইতে করই ধিকার।
অন্তর-গত তুহুঁ নিরগত করইতে
কত কত করত প্রকার॥
অথির নয়ন-শর- ঘাতে বিষম জর
ছটফট জলজ শয়ান।
রাধামোহন কহ ইহ অপরূপ নহ
যাহে লাগয়ে পাঁচ বাণ॥ ৪০॥ ১৭১॥

বোলোয়ার।

অনধিগতাকস্মিক-গদ-কারণ
মর্পিত-মন্ত্রৌষধি-নিকুরম্বং।
অবিরত-রুদিত-বিলোহিত-লোচন
মনুশোচতি তামখিল-কুটুম্বং॥
দেব হরে ভব করুণাশালী।
সা তব নিশিত-কটাক্ষ-শরাহত-
হৃদয়া জীবতি কৃশ-তনুরালী॥ ধ্রু॥

হৃদি মদদবিরল-সংজ্বর-পটলী
স্ফুটদুজ্জ্বল-মৌক্তিক-সমুদায়া।
শীতল-ভূতল-নিশ্চল-তনুরিয়
মবসীদতি সংপ্রতি নিরুপায়া॥

গোষ্ঠ-জনাভয়-সত্র-মহাব্রত-
দীক্ষিত ভবতো মাধব বালা।
কথমর্হতি তাং হন্ত সনাতন
বিষম-দশাং গুণ-বৃন্দ-বিশালা॥ ৪১ ॥ ১৭২ ॥

অথোন্মাদ।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

মল্লার।

ভাবহিঁ গদ গদ কহত শচীসুত
কো ইহ আনন্দ-ধাম।
নীল উতপল নিন্দি কলেবর
অপরূপ মোহন শ্যাম॥

সজনি অদ্ভুত প্রেম-উনমাদ।
ঐছন নবভাব দেখি ভকত সব
ভাবহি করত বিষাদ॥ ধ্রু॥

ক্ষণে ক্ষণে রোয়ত ক্ষণে ক্ষণে হাসত
বিপুল পুলক ভরু অঙ্গ।
নয়নক নীর চরণক ঝর ঝর
যৈছন গঙ্গা-তরঙ্গ॥

অনিমিখ নয়নহিঁ নিরখই দশদিশ
ছোড়ত দীরঘ নিশ্বাস ।
যাচে রাধামোহন সো পদ অনুক্ষণ
হোয় জনু বয় অভিলাষ ॥ ৪২ ॥ ১৭৩॥

সুহই ।

আচরে মুখশশী গোয় ।
ঝর ঝর লোচনে রোয় ॥
কারণ বিনু ক্ষণে হসই ।
উতপত দীর্ঘ নিশসই ॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম ।
প্রেমক ইহ পরিণাম ॥
তাতল তনু নাহি টুটই ।
সতত মহীতলে লুঠই ॥
কাহুক কছু নাহি কহই ।
কো অছু বেদন সহই ॥
জগভরি কুলবতী বাদ ।
কা দেই করই সম্বাদ ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে ।
জীবই তুয়া অভিলাষে ॥ ৪৩ ॥ ১৭৪ ॥

সুহিনী ।

ক্ষণে হাসয়ে ক্ষণে রোয় ।
দিশি দিশি হেরই তোয় ॥
ক্ষণে আকুল ক্ষণে থির ।
ক্ষণে ধাবই ক্ষণে গির ॥

ক্ষণে ক্ষণে হরি হরি বোল।
সহচরী ধরি করু কোল ॥
ঐছন হেরি অগেয়ান।
সবহুঁ দগধ করু প্রাণ ॥
গুরুজন-ভয়ে সখী মেল।
মন্দির মাঝহি নেল ॥
তাহি সোয়াথ নাহি পায়।
যদুনন্দন মুখ চায় ॥ ৪৪ ॥ ১৭৫ ॥

অথ মোহদশা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

গুর্জ্জরী।

পূরুবহি শচীসুত ভাবহি উনমত
পেখলু কত শত বেরি।
এবে দিন দিন পুন নব নব শত গুণ
বাঢ়ল অব হাম হেরি ॥
সজনি কোই না পাওই ওর।
হের দেখ শ্যাম কহই পুন তৈখনে
ভূতলে পড়লহি ভোর ॥
মধুর ভকতগণ কান্দি বেয়াকুল
যব হরি বোলল কাণে।
তবহিঁ পুলক কুল, তনু মাহা উয়ল
থির ভেল সকল পরাণে ॥

ঐছন ভাব- রতন পুন পূরল
কাহুক কহি নাহি দেখি।
কাঠপুতলী জনু কুহুকে নাচাওত
ঐছে রাধামোহন লেখি॥ ৪৫॥ ১৭৬॥

ধানশী।

যব তুয়া নয়ন মুরলী বিষে জারল
তব মনমোহন ভেল॥
নিচল কলেবর পুন ধরণীতল
পরিজনে লাগল শেল॥
আন উপদেশে তোহারি নামে তৈখনে
দৈবহি উপনীত কেল।
সোই শবদ পুন কাণে সান্তায়ল
ঐছনে চেতন ভেল॥
মাধব কি কহব সো অনুরাগ।
ঐছন ভাতি দিশই মোহে পুন পুন
না বুঝিয়ে জাগ না জাগ॥
কিয়ে জানি দশমী- দশা যদি নিচয়ে
ইছয়ে তুয়া অভিলাষে।
আশা পরম দুখ পুন মেটউ
নহ কহ সুখদ নৈরাশে॥
যাচিত লখিমী উপখেয়ে যো জন
কভু নহে তাক কল্যাণ।
অতয়ে তুরিতে চল রমণী রতনে মিল
রাধামোহন রস গান॥ ৪৬॥ ১৭৭॥

তিরোতা।

তোহারি বিরহমন্ত্র বাধা।
মূরছলি মুগধিনী রাধা॥
বরজ-মঙ্গল তুয়া নাম।
মোহে অব বিপরীত ভান॥
নবমী দশা অব ভেল।
গদ গদ নিশবদ কেল॥
তিরি-বধ লাগব তোয়।
বুঝি করব অব সোয়॥ ৪৭॥১৭৮॥

অথ দশমী দশা।
শ্রীগৌরচন্দ্র॥

ধানশী।

যছু মুখ-লাবণী কত কুল-কামিনী
হেরই মদন আগোর।
সো অব বরজক রমণী-শিরোমণি
নব নব ভাবে বিভোর॥
অপরূপ গোরা অবতার।
ঐছন প্রেম-ধন বিতরয়ে জগজন
তারল সকল সংসার॥ ধ্রু॥
গদ গদ কহত মোহে যদি নিকরুণ
নাগর করুণা-সীম।
অখিল রসামৃত সকল সুখাকর
বিদগধ গুণহি গরিম॥

এত কহি তৈখনে করল প্রিয়ক কেরি
দশমী দশা পরকাশ।
কান্দি ভকত সব উচ্চ হরি বোলত
কহ রাধামোহন দাস ॥ ৪৮ ॥ ১৭৯ ॥

তিরোতা।

লুঠতি ধরণী ধরি সোয়।
শ্বাস-বিহীন হেরি সহচরী রোয় ॥
মুরছলি কণ্ঠে পরাণ।
ইহ পর কো গতি দৈবে সে জান ॥
এ হরি পেখলু সো মুখ চাই।
বিনহি পরশে তুয়া ন জীবই রাই ॥
কেহ কেহ জপয়ে দেব-দিঠি জানি।
কেহ নবগ্রহ পূজে জোতিখ আনি ॥
কেহ নাসা ধরি শ্বাস বিচারি।
বিরহ-বিঘন কেহ লখই না পারি ॥
শেষ-দশা যব সো সব জান।
কহই গোপাল কি হই পরিণাম ॥ ৪৯ ॥ ১৮

এতৎ শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ।

গুর্জ্জরী।

গোপ-কুমার-সমাজমিমং সখি
পৃচ্ছ কদানুগতোঽহং।
কথমিব মামনু পশ্যতি দিশি দিশি
কথমিব কলয়তি মোহং ॥

সখি হে পরিহর বচন বিলাসং ।
গোপ-শিশূনাং বিদিতমিদং মম
জনয়তি গুরু পরিহাসং ॥ ধ্রু ॥
যদিচ কুলাবলয়াপি কুল-স্থিতি
রনয়া পরিহরণীয়া ।
কিমিতি তদা ময়ি রতিরতি বিকলা
বালে কিল করণীয়া ॥
গজপতি-রুদ্র-মুদে মধুসূদন-
বচন মিদং রসিকেষু ।
রামানন্দরায়-কবি-ভণিতং
জনয়তি মুদমখিলেষু ॥ ৫০ ॥ ১৮১ ॥

সুহিনী ।

সখি কাহে কহ বিপরীত ।
হাম নহ চপল-চরিত ॥
জগতে বিদিত মঝু নাম ।
মদন-পরাজয়ী শ্যাম ॥
কৈছন রাধা নাম ।
কভু নাহি শুনি গুণগাম ॥
পরনারী নয়ানে না হেরি ।
ঐছন না বোলহ ফেরি ॥
না করহ ও পরসঙ্গ ।
শুনইতে দগধয়ে অঙ্গ ॥
পুন যদি কহ অনুচিত ।
ব্রজমাহা করব বিদিত ॥

এত কহি পদ দুই যাই।
বটু পরবোধল তাই ॥
যদুনন্দন দাসক দাস।
শুনইতে ভেল নৈরাশ ॥ ৫১ ॥ ১৮২ ॥

বালাধানশী।

কানুক নিঠুর বচন শুনি সো সখী
আওল রাইক পাশ।
পন্থ ঘটিত দুখ লোচন ছল ছল
কহতহিঁ গদ গদ ভাষ ॥

সুন্দরি দূরে কর কানু আশোয়াস।
ঐছে নিঠুর সঞে লেহ নহে সমুচিত
না পূরব তুয়া অভিলাস ॥ ধ্রু ॥

তোহারি নিদান হাম কতয়ে শুনায়ল
তাহে যে সুকঠিন বাণী।
সো হাম তুয়া পায় কত যে নিবেদব
কহইতে দহয়ে পরাণী ॥

ঐছন বচন রাই যব দোতী-মুখে
শুনইতে মূরছিত ভেল।
ইহ পরমানন্দ- দাস হৃদয়মাহা
কো-জানি রোপল শেল ॥ ৫২ ॥ ১৮৩

তথা রাগ।

মোরে উপেখিল শ্যাম সুনাগর
এ সব শুনিনু কাণে।
দুরাশ বিরোধী- হৈয়া নিরবধি
তথাপি দগধে মনে॥
সখি হে দঢ়াইনু এই সার।
সে হরি দুর্ল্লভ না হয় সুলভ
মরণ সে প্রতিকার॥
কালিন্দী গম্ভীর জলের ভিতর
প্রবেশ করিব আমি।
তবে সে পিরীতি রহয়ে কি রীতি
নিচয় জানিহ তুমি॥
এমতে রাধিকা ব্যাকুল অধিকা
ভাবের তরঙ্গে ভাসে।
অনুরাগী মন ধৈর্য্য গেল ভণ
এ যদুনন্দন দাসে॥ ৫৩॥ ১৮৪॥

সুহই।

যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে।
তাহাতে বা কেবা দোষ দিবেক তোমারে॥
না কান্দিহ আরে সখি কহিয়ে নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুঞি না রাখিব দেহে॥
উত্তর-কালের এক করিহ সহায়।
এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥

তমালের কান্ধে মোর ভুজলতা দিয়া ।
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিহ বান্ধিয়া ॥
কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পুরিবেক আশ ।
শুনিয়া কাতর যদুনন্দন দাস ॥ ৫৪ ॥ ১৮৫ ।

আড়ানা ।

সখীগণে বিভোর হইয়া ।
কান্দয়ে ধরণী লোটাইয়া ॥
ললিতা প্রবোধ করে তায় ।
বহুমত রচিয়া উপায় ॥
হাম অব করব পয়ান ।
যৈছে মিলয়ে তোহে কান ॥
ঐছন কহি পুন তায় ।
নহে বা ধরিব তছু পায় ॥
ইথে সকরুণ হই শ্যাম ।
আপে মিলব তুয়া ঠাম ॥
এত কহি চলে তছু পাশ ।
কহতহিঁ মোহন দাস ॥ ৫৫ ॥ ১৮৬ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্যানুতাপঃ ।

তথা রাগ ।

শুনিয়া নিঠুর বচন আমার
সে চন্দ্র-বদনী রাধা ।
হইল প্রেমের অঙ্কুর সুন্দর
ভাঙ্গে পাছে পাঞা বাধা ॥

সখি আর কি কহিব তোরে।
কেনে পরিহাস   বচন নৈরাশ
কহিনু হইয়া ভোরে॥

কিম্বা সেই ধনী   ধৈর্য্য ধরে জানি
হৃদয়ে ধরিয়া ব্যথা।
পাছে সে ব্যথায়ে   সে তনু জারয়ে
উপায় কি করি এথা॥

কিম্বা সে দারুণ   কামের কামান
বিন্ধয়ে বিষম-শরে।
শিরীষের ফুল   জিনিয়া কোমল
সেহ কি সহিতে পারে॥

হা হা সে মুগধী   রূপের অবধি
ফলি মনোরথ-লতা।
হা হা কেন হেন   বঞ্চন-বচন
কহি কৈনু উন্মূলিতা॥

অমৃত পুতলী   রূপের আগলী
না জানি কি জানি হয়।
এ যদুনন্দন-   দাস মনে ভণ
দর্শনে পরাণ রয়॥ ৫৬॥ ১৮৭॥

পুন দূতীর আগমন যথা।

তথা রাগ।

রাইক জীবন- শেষ শুনি সহচরী
বহু পরবোধল তায়।
ধৈরজ করি পুন কানু নিয়ড়ে চলু
না দেখিয়া আনহি উপায়॥

মাধব নিলজহি কহি পুন বেরি।
সো কুল-কামিনী নিচয় মরণ জানি
কহইতে আওনু ফেরি॥ ধ্রু॥

শুনইতে কানু নয়ন-যুগ ঝর ঝর
আকুল তনু মন প্রাণ।
গণি গণি কাতর ধৈরজ পরিহরি
বোলত নাগর কান॥

সজনি তোহে হাম কি কহিব আর।
মঝু লাগি সো ধনী ভেলহি যৈছন
ঐছন ভেলহুঁ আমার॥

ভাবিনী-ভাব মনহি মন গণইতে
ধনি ধনি আপনাকে মানি।
সহচরী সঙ্গে চলল বর-নাগর
কহইতে গদ গদ বাণী॥

কত কত ভাব- বিভাবিত অন্তর
সোঙরিতে সো গুণগাম।
যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনী আকুল
যাই মিলল সোই ঠাম॥

কুঞ্জক দ্বারে রাখি বর-নাগর
সখী কহে মুগধিনীপাশ।
চেতন করহ তুরিতে উঠি বৈঠহ
কহ গৌরসুন্দর দাস॥ ৫৭॥ ১৮৮॥

অথ সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ।

কেদার।

কানু বদন হেরি উছলিত অন্তর
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ।
ঈষদবলোকনে ছল ছল লোচন
কেলি-সমাগমে কাঁপ॥

দেখ সখি রাইক ঢঙ্গ।
কানুক দরশিতে ঐছে বেয়াকুল
দরশনে ইহ চিত-রঙ্গ॥ ধ্রু॥

রাই বদন হেরি লুবধল মাধব
কোরে বৈঠায়লি গোরী।
কুচ কর পরশনে চমকি উঠয়ে ধনী
চুম্বনে রহ মুখ মোড়ি॥

ভুজে ভুজে বন্ধন দৃঢ় পরিরম্ভন
অধরে অধর রস নেল।
গোবিন্দদাস পহুঁ পূরল মনোরথ
নব নব সঙ্গম ভেল॥ ৫৮॥ ১৮৯।

কেদার।

কুচপর হাত ধরলি বলী।
কমলে গরাশল কমল-কলি॥
অধরে অধরে কিয়ে লাগল দ্বন্দ্ব।
কমল পিয়ে কি কমল-মকরন্দ॥
এত বলি কিঙ্কিণী করত ফুকার।
রাজা মদন না করে পরচার॥
দৃঢ় পরিরম্ভনে হিয়ে হিয়ে লাগে।
টুটল হার লাজ ভয় ভাগে॥
শ্রমজলে পূরিত ভেল দুহুঁ দেহা।
জনু ঘন বিজুরী ভৈগেল নব লেহা॥
একহি জীবন একহি পরাণ।
পহিলহি হোয়ল রাধা কান॥
এত জানি মনমথ করল বিবেক।
আনি করল দুহুঁ তনু তনু এক॥
কহে হরিবল্লভ আর কি বিচার।
এ দুহুঁ মূরতি রস অবতার॥ ৫৯॥ ১৯০॥

ইতি সপ্তম পল্লবঃ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগঃ।

সাক্ষাদ্দর্শনেন যথা।

শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

শ্রীরাগ।

পহুঁ করুণা-সাগর গোরা।
ভাবের তরঙ্গে অঙ্গ গর গর
হেরিয়া ভুবন ভোরা॥ ধ্রু॥
হাহাকার করি ভুজযুগ তুলি
বোলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি ডাকে উচ্চ করি
গদাধর হেরি ভোর॥
ক্ষণে ক্ষণে কত করুণা করত
গরজে গভীর নাদে।
পতিত দেখিয়া আকুল হইয়া
ধরিয়া ধরিয়া কান্দে॥ ১॥ ১৯১।

ধানশী।

নিরমল-বদন- কমল-বর-মাধুরী
হেরইতে ভৈগেনু ভোর।
অলখিতে রঙ্গিণী- ভাঙ-ভুজঙ্গিনী
মরমহি দংশল মোর॥
সজনি যব ধরি পেখলু রাই।
মদন-মহোদধি- নিমগন মঝু মন
আকুল কূল নাহি পাই॥ ধ্রু॥

বঙ্কিম হাস বিলোকন-অঞ্চলে
মঝুপর যো দিঠি দেল ।
কিয়ে অনুরাগিণী কিয়ে বিরাগিণী
বুঝইতে সংশয় ভেল ॥
মরমক বেদন মরমহি জানত
সদয় হৃদয় তহিঁ চাই ।
গোবিন্দদাস কহ নিতি নব নৌতুন
মনে লাগল রসবতী রাই ॥ ২ ॥ ১৯২ ॥

তথা রাগ ।

অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি ।
জনু রজনী ভেল চাঁদ উজোরি ॥
কুটিল কটাক্ষ-ছটা পড়ি গেল ।
মধুকর-ডম্বর অম্বর ভেল ॥
কাহার রমণী কে উহ জান ।
আকুল করি গেও হামারি পরাণ ॥
লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি ।
চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি ॥
তেঞি ভেল বেকত পয়োধর শোভা ।
কনক-কমল নাহি কাহে মনোলোভা ॥
আধ লুকায়লি আধ উদাস ।
কুচ-কুম্ভ কহি গেও আপনাক আশ ॥
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ ।
গোপত মদন-শর কাহে না লাগ ॥ ৩ ॥ ১৯৩

ধানশী।

কিয়ে মম দিঠি পড়ল শশি-বয়না।
নিমিখ নেহারি রহল দ্বয় নয়না॥
দারুণ বঙ্ক-বিলোকন থোর।
কাল হই কিয়ে উপজল মোর॥
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি॥
শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব।
চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব॥
আশা-পাশ না তেজই অঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহে প্রেম তরঙ্গ॥ ৪॥ ১৯৪॥

কামোদ।

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে তড়িতলতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥ ধ্রু॥
আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরি লব মন জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম॥

দশন মুকুতা পাঁতি অধর মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহিঁ ভাষা ।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা ॥ ৫ ॥ ১৯৫ ॥

গান্ধার ।

সজনি অপরূপ পেখলু বালা ।
হিমকর মদন মিলিত মুখ মণ্ডল
তাপর জলধর মালা ॥
চঞ্চল নয়ান হেরি মুঝে সুন্দরী
মুচকায়ই ফিরি গেল ।
তৈখনে মরমে মদন-জ্বর উপজল
জীবইতে সংশয় ভেল ॥
অহর্নিশি শয়নে স্বপনে আন না হেরিয়ে
অনুক্ষণ সোই ধেয়ান ।
তাকর পিরীতিকি রীতি নাহি সমুঝিয়ে
আকুল অথির পরাণ ॥
মরমক বেদন তোহে পরকাশল
তুহুঁ অতি চতুরি সুজান ।
সো পুন মধুর মূরতি দরশায়বি
রাধাবল্লভ গান ॥ ৬ ॥ ১৯৬ ॥

ত্রিস্রোতা ধানশী ।

নম্রভা বদনী ধনী বচন কহসি হসি ।
অমিয়া বরিখে জনু শারদ পুনিম শশী ॥

অপরূপ রূপ রমণী মণি ।
যাইতে পেখলু গজরাজগমনী ধনী ॥ ধ্রু ॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি তনু অতি কমলিনী।
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি ॥
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়নবর ।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলোপর ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর-নাগর ।
রাই রূপ হেরি গর গর অন্তর ॥ ৭ ॥ ১৯৭ ॥

তুড়ী ॥

পথে জড়াজরি দেখিনু নাগরী
সখীর সহিতে যায় ।
সকল অঙ্গ মদন রঙ্গ
হসিত বদনে চায় ॥

সই কেমন মোহিনী সেহ ।
যদি সহায় পাই তেমতি হয়
তা সঞে করিয়ে লেহ ॥ ধ্রু ॥

নীল মুকুতা হার বেকুতা
শোভিত দেখিনু ভাল ।
যেন তারাগণ উদিত গগন
চান্দেরে বেড়িয়া জাল ॥

কুচ যে মণ্ডলী কনক কটোরি
বনালে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি মনের খুসি
দান করে যদি দাতা॥

চণ্ডীদাস কহে যদি দান হয়ে
কি জানি মাগি বা তায়।
ছটার ঝলকে পরাণ চমকে
তিমিরে লাগয়ে ভয়॥ ৮॥ ১৯৮॥

ধানশী।

রতন-মঞ্জরী ধনী লাবনী-সায়র
অধরহিঁ বান্ধুলী রঙ্গ।
দশন কিরণ কত দামিনী ঝলকত
হসইতে অমিয়া তরঙ্গ॥

সজনি যাইতে পেখনু রাই।
মঝু হেরি সুন্দরী ভরমহি চঞ্চল
চকিত চমকি চলি যাই॥ ধ্রু॥

পদ দুই চারি চলই বর নাগরী
রহল নিমিখ-শর জোরি।
কুটিল কটাক্ষ কুসুম-শর বরিখনে
সরবস লেয়ল মোরি॥

মঝু মন মণ গুণ সুধি মতি সাধস
লেই চলল সব বালা।
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব
জপতহিঁ তুয়া গুণ-মালা ॥ ৯ ॥ ১৯৯ ॥

কামোদ।

কাঞ্চন-কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চারি।
সরবস লেই পালটি পুন বিন্ধলি
রঙ্গিনী বঙ্ক নেহারি ॥

হরি হরি কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ আধ না পূরল
পালটি না হেরনু রাধা ॥ ধ্রু ॥

ঘন ঘন আঁচর কুচ কনকাচল
ঝাঁপই হাসি হাসি হেরি।
জনু মঝু মন হরি কনয়া-কুম্ভ ভরি
মুহরি রাখত কত বেরি ॥

যব মন বান্ধল ইন্দ্রিয় ফাঁফর
তাহি মিলল আন আন।
কাঠক মুরতি ঐছে মুরুছায়ত
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ ১০ ॥ ২০০ ॥

অথ অপরাহ্নে দর্শনং যথা।

রতন মন্দির মাহা ইত্যাদি গীতং পূর্ব্বোক্তং।

বেলোয়ার।

যব গোধুলি সময় বেলি
ধনী মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরী রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি॥
ধনী অলপ বয়েস বালা
জনু গাঁথনি পুহপ মালা।
থোরি দরশনে আশা না পূরল
বাঢ়ল মদন জ্বালা॥
গোরী কলেবর নূনা
জনু আঁচরে উজোর সোণা।
কেশরি জিনিয়া মাঝারি খিনি
দুলহ লোচন কোণা॥
ঈষৎ হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥ ১১॥ ২০১।

তুড়ী।

বেলি অসকালে দেখিনু তালে
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে॥

সই রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা বসন শোভা
পাসরিতে নারি তারে॥

বাম অঙ্গুলিতে মুকুর সহিতে
কনক কটোরি হাতে।
সিঁথায় সিন্দূর নয়ানে কাজর
মুকুতা শোভিত মাথে॥

নীল শাড়ী মোহনকারী
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সোপিনু চরণে
দাস করি মনে আশ॥

কুচযুগ গিরি কনক কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায় চমকিয়া চায়
ঘন না চাহে লোক লাজে॥

কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপমা
চলন মন্থর গতি।
কোন ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে
ভজিয়া সে উমাপতি॥

চণ্ডীদাসে কয় মুরতি এ নয়
বধিতে নাগর জনে।
অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া
গড়িল সে অনুমানে॥ ১২॥ ২০২॥

আসাবরী।

রমণীর মণি পেখলু আপনি
ভূষণ সহিতে গায়।
দেখিতে দেখিতে বিজুরী ঝলকে
ধৈরজে ধৈরজ যায়॥

সই চাহনী মোহিনী থোর।
মরমে বান্ধিনু হেরিয়া ভুলিনু
রূপের নাহিক ওর॥ ধ্রু॥

বদন ছান্দ কামের ফান্দ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ চুয়য়ে চাগ
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥

বসন খসয়ে অঙ্গুলি চাপয়ে
কর করছে থুইয়া।
দেখিয়া লোভয়ে মদন ক্ষোভয়ে
কেমনে ধরিব হিয়া॥

জলের কান্ধারে কেশের আন্ধারে
সাপিনী জাগয়ে মোয়।
কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি
এমন সাপিনী থোয়॥

দশন কাঁতি মুকুতা পাঁতি
হাস উগারয়ে শশী।
পরাণ পুতলী হইনু পাগলী
মরমে রহল পশি॥

শূন যে হিয়া রহল পড়িয়া
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডীদাস কয় ফিরি দেখা হয়
তবে সে পরাণ রয়॥ ১৩॥ ২০৩॥

তত্র স্নানকালে দর্শনং।

বরাড়ী।

সহচরী মেলি চলল বররঙ্গিণী
কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরীষ- কুসুম জিনি তনু-রুচি
দিনকর কিরণে মৈলান॥

সজনি সো ধনী চিতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি
চঞ্চল নয়নক ওর॥ ধ্রু॥

কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত-বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজে
দুহুঁ পাদুক করি নেল॥

চিত নয়ন মঝু এ দুহুঁ চোরায়লি
শূন হৃদয় অব মান।
মনমথ পাপ দহনে তনু জারত
গোবিন্দদাস ভালে জান॥ ১৪ ॥ ২০৪ ॥

তুড়ী।

থীর বিজুরী বরণ গোরী
পেখলু ঘাটের কূলে।
কানড়া ছান্দ কবরী বান্ধে
নব মল্লিকার মালে॥

সই মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়ানে ঈষত হাসিয়া
আকুল করিল মোরে॥ ধ্রু॥

ফুলের গেঁড়ুয়া লুফিয়ে ধরয়ে
সঘনে দেখায়ে পাশ।
উচ-কুচযুগ- বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস॥

চরণ কমলে মল্লতোড়ল
সুন্দর যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে হৃদয়-উল্লাসে
পুন কি হইবে দেখা॥ ১৫ ॥ ২০৫ ॥

তথা রাগ।

কনক বরণ কিয়ে দরপণ
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত চান্দ যে শোভিত
সিন্দুর অরুণ আর॥
সই কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া
মরমে রহল পশি॥ ধ্রু॥
গলার উপর মণিময় হার
গগন মণ্ডল হেরু।
কুচযুগ-গিরি কনক পাগরি
উলটি পড়ল মেরু॥
উরু যে উরুতে লম্বিত কেশ
হেরিয়ে সুন্দর তার।
চরণের ফুল হেরিয়া দুকূল
জলদ শোভিত ধার॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে
হেরিয়া নখের কোণে।
জনম সফলে যমুনার কূলে
মিলায়ল কোন জনে॥ ১৬॥ ২০৬॥

গান্ধার।

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ-বাণ॥

চিকুরে গলয়ে জল-ধারা।
মুখ-শশি-ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা॥
তিতল বসন তনু লাগি।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগি॥
কুচ যুগ চারু চকেবা।
নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা॥
তেঞি শঙ্কা ভুজ-পাশে।
বান্ধি ধরল জনু উড়ব তরাসে॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥ ১৭॥ ২০৭॥

তথা রাগ।

যাইতে পেখলু নাহলি গোরী।
কতি সঞে রূপ আনলি চোরি॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জল-ধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম-হারা॥
অলকহিঁ তিতল তহিঁ অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুরে মণ্ডিত পঙ্কজ পাতা॥
সজল চীর পয়োধর-সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হিমা॥
ও নুকি কর তহিঁ দেহা।
অবহুঁ ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা॥

ঐছে কেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ও রূপ নেহারি॥ ১৮॥ ২০৮॥

সিন্ধুড়া।

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনা পেখলু সিনানক বেলা॥
চিকুরে গলয়ে জল-ধারা।
মেহ বরিখে জনু মোতিম-হারা॥
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধয়ল জনু কনক মুকুর॥
তেঞি দরশল কুচ জোরা।
পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা॥
নীবিবন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ॥ ১৯॥ ২০৯॥

বেলাবলী।

সজনি ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা-গোরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কে ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥

অঙ্গের বসন করেছে আসন
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ-মূলে হেমহার দোলে
সুমেরু শিখর জানি॥
সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব-তটীতে
পড়েছে চিকুর-রাশি।
কান্দিয়া আন্ধার কনক-চান্দায়
শরণ লইল আসি॥
কি বা সে হুগুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশি-কলা।
মাজিতে উদয় শুধু সুধাময়
দেখিয়া হইনু ভোরা॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনোরথ-জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে
শুন হে নাগর চান্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥ ২০ ॥ ২১০

তিরোতা।

নাহি উঠল তীরে সোধনী রাই।
মখু মুখ সুন্দরী অবনত চাই॥

একলি চললি ধনি হই আগুয়ান।
উমতি কহই সখি করহ পয়ান॥
এ সখি পেখলু অপরূপ গোরী।
বল করি চিত্ত চোরায়ল মোরি॥
কিয়ে ধনী রাগিণী বিরাগিণী হোয়।
আশ নৈরাশে দগধে তনু মোয়॥
কৈছে মিলব মোহে সো ধনী অবলা।
চিত নয়ন মঝু তুহুঁ তাহে রহলা॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
ধৈরজ করহ মিলব বর-নারী॥ ২১॥ ২১১॥

ইত্যাদি দর্শনং।

শ্রীকৃষ্ণের অত্যুৎকণ্ঠা।

বরাড়ী।

আর কবে হবে মোর শুভক্ষণ দিন।
নয়ানে নেহারিতে না বাসব ভিন॥
এ সখি এ সখি নিবেদন তোয়।
সো কি সুধামুখী মিলব মোয়॥ ধ্রু॥
আধ মুচকি হাসি হেরব নয়ানে।
সুমধুর বোল কি শুনব শ্রবণে।
কুচযুগ করে পরশিতে যব যাব।
করে কর বারি বয়ান পালটাব॥
চরণ পরশি মুখ করব সরস।
রসাবেশে মঝু হিয়ে করব আলস॥

রাই রঙ্গিণী যব মিলব কোর।
সফল জীবন তব হোয়ব মোর॥
ঐছন কাতর নাগর ভাষ।
শুনি কবিরঞ্জন চলু ধনী পাশ॥ ২২ ॥২১২॥

ধানশী।

শুন শুন সুন্দর নাগর রাজ।
সো ধনী বৈঠয়ে গুরুজন মাঝ॥
মুগধী কোঙারী কবহুঁ নাহি সঙ্গ।
শুনইতে রোখব ঐছন রঙ্গ॥
বিপরীত বাণী কহলি তুহুঁ মোয়।
কৈছনে ঐছন সঙ্গতি হোয়॥
ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়।
বিধি যদি তাহে কছু করয়ে সহায়॥
মাধবী-কুঞ্জ কুসুম অনুপাম।
তাঁহা তুহুঁ যাই করহ বিশ্রাম॥
হাম অব যাইয়ে রাইক ঠাম।
গোবিন্দ দাস কহত পরণাম॥ ২৩॥ ২১৩॥

বরাড়ী।

এ সখি সিহি কি পূজায়ব লাধা।
হেরব পুন কিয়ে রূপনিধি রাধা॥
যদি মোহে না মিলব সো বর রামা।
তব জীউ ছার ধরব কোন কামা॥

তুহুঁ ভেল দোতী পাশ ভেল আশা।
জীব বান্ধব কিয়ে করব উদাসা॥
শুনইতে বচন দোতী অবিলম্বে।
আওলি চলি যাঁহা রমণী কদম্বে॥
কহে হরিবল্লভ শুন ব্রজবালা।
হরি জপয়ে তুয়া গুণ-মণি-মালা॥ ২৪॥ ২১৪॥

শ্রীকৃষ্ণস্বাপ্তদূতী।

তিরোতা।

শুন লো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলা কি॥
বেলি অবসান বেলে
গিয়াছিলি নাকি জলে।
তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে॥
দেখায়ে বয়ান চান্দে
তারে ফেলিলি বিষম ফান্দে।
তুহুঁ তুরিতে আওল লখিতে নারিল
ওই ওই করি কান্দে॥
তারে হৃদয় দরশি থোরি
তার মন করলি চোরি।

বিদ্যাপতি কহে শুনহ সুন্দরি
কানু জীয়াবে কি করি ॥২৫॥২১৫॥

পঠমঞ্জরী।

মাধবী লতার তলে বসি।
চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাঁশী ॥
তোহারি চরিত অনুমানে।
যোগী যেন বসিলা ধেয়ানে ॥
হরি হরি যব গেলি রাধা।
হাঁচি জেঠী না পড়িল বাধা ॥
জল গেলে কি করিবে বান্ধে।
নিশি গেলে কি করিবে চান্দে ॥
জীউ গেলে কি কাজ শরীরে।
রাধা বিনু কি নন্দকুমারে ॥
রাধা রাধা জপে অবিরাম।
না জানি কি হয়ে ঘনশ্যাম ॥ ২৬ ॥ ২১৬॥

কেদার।

মঞ্জুল বঞ্জুল নিকুঞ্জ মন্দিরে
সোঙরি সো গুণগাম।
মরম অন্তরে জপয়ে মন্তর
একলি তোহারি নাম ॥
রামা হে তেজহ কপট ছন্দ।
মদন হিলোলে তো বিনু দোলত
নন্দ-নন্দন চন্দ ॥

হিম হিম-কর সলিল শীকর
নিন্দই কালিন্দী তীর।
সরস চন্দন পরশে মুরছই
সজল জলদ চীর॥

কবহুঁ উঠত কবহুঁ বৈঠত
পন্থ হেরত তোর।
অমল কমল নয়ন যুগল
সঘনে গলয়ে লোর॥

এতহুঁ যতনে পুরুষ রতনে
চিতে নাহি আশোয়াস।
গহন বিরহ দহনে দহই
কহই গোবিন্দ দাস॥ ২৭॥ ২১৭॥

শ্রীরাগ।

চান্দ নেহারি চন্দনে তনু লেপল
তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই না পারই
কৈছে করব অভিসার॥

সুন্দরি তুয়া লাগি সম্বাদল কান।
বিরহ ক্ষীন তনু অনুখন জর জর
অব ইথে বিহি ভেল বাম॥

ঝঝরহি মেঘ- মল্লার আলাপই
তিমির পয়ান গতি আশে।
আওত জলদ ততহি উঠি যাওত
উতপত দীরঘ নিশাসে॥

তুয়া গুণ নাম গাম জপি জীবই
বহু পুলকায়িত দেহা।
গোবিন্দ দাস কহ ইহ অপরূপ নহ
যাহা ইহ নব নব লেহা॥ ২৮॥ ২১৮॥

সুহই।

কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নীর ঝর ঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ
জলতহিঁ চন্দন-পঙ্ক॥

সুন্দরি কানু জীয়ে তুয়া পরসঙ্গে।
নায়রী-কোরে সোঙরি তোহে মুরুছই
নয়নহি লোর তরঙ্গে॥ ধ্রু॥

জনু নব জলধর ধরণী লোটায়ত
আকুল চিকুর বিথারি।
রাধা নামে নয়ন ঘন বরিখয়ে
আরতি কহই না পারি॥

ধনি ধনি তুহুঁ ধনী রমণী-শিরোমণি
কানু সে তোহারি একান্ত।
তুয়া পদ-পঙ্কজ ভালে নাহি ছোড়ত
গোবিন্দ দাস মতিমন্ত ॥ ২৯ ॥ ২১৯ ॥

অথ গমনং।

কামোদ।

কানুক শেষ- দশা শুনি মুগধিনী
কাতরে সখী মুখ চাই।
ঐছন ইঙ্গিত বুঝিতে সহচরী
যতনহি বেশ বনাই ॥

দেখ দেখ পহিল সমাগম-রীত।
চলইতে কত কত সংশয় মনমাহা
ঐছে কুঞ্জে উপনীত ॥ ধ্রু ॥

রাইক আগমন হেরি চতুর দূতী
তুরিতে সম্বাদল কান।
শুনইতে চমকি উঠল বর-নাগর
যৈছন পাওল পরাণ ॥

দূরে গেও বিরহ সকল দুখ মেটল
কানুক হৃদয় উল্লাস।
মুগধিনী রমণী সমুখ নাহি হোয়ত
কহ রাধাবল্লভ দাস ॥ ৩০ ॥ ২২০ ॥

পুনশ্চ।

ভুপালী।

সখীর বচনে ধনী থির করি চিত।
করইতে গমন ভেল উপনীত॥
পদ দুই চারি চলিল সখী মেলি।
ধস ধস অন্তর সাধস ভেলি॥
ক্ষণে ক্ষণে চৌঙকি পাদ পালটায়।
ক্ষণে কাতর দিঠে সখীমুখ চায়॥
সখীগণ পুন পুন করে আশোয়াস।
রহি রহি ধনী হিয়ে উপজে তরাস॥
ঐছনে কুঞ্জে মিলল হরিপাশ।
দূরে হেরই যদুনন্দন দাস॥ ৩১॥ ২২১॥

সম্ভোগ।

সুহই।

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোহে সোঁপহু ধনী রাই॥
কমলিনী কোমল কলেবর।
তুহুঁ সে ভোখিল মধুকর॥
সহজে করবি মধুপান।
ভুলহ জনি পাঁচবাণ॥
পরবোধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জরে জনু সরোরুহ॥

গণইতে মোতিম-হারা ।
ছলে পরশবি কুচভারা ॥
না বুঝয়ে রতি-রস রঙ্গ ।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে ভঙ্গ ॥
শিরীষ-কুসুম জিনি তনু ।
থোরি সহাবি ফুলধনু ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে ।
দোতীক মিনতি তুয়া পায়ে ॥ ৩২ ॥ ২২২ ॥

কেদার ।

অবনত বয়ানে না কহে কিছু বাণী ।
পরশিতে বিহসি ঠেলই পহুঁ পাণি ॥
সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ ।
অভিনব নাগরী না মানয়ে বোধ ॥
পিরীতি বচন পুন কহল বিশেষ ।
রাইক হৃদয়ে দেখয়ে নবলেশ ॥
পহিরণ বসন ধরল যব হাতে ।
তব ধনী দিব দেই নিজ মাথে ॥
রস-পরসঙ্গ করল কত রঙ্গ ।
নিজ পরথাব নামে দেই ভঙ্গ ॥
নাহক আদর অধিক বাঢ়ায় ।
জ্ঞান দাস কহে এহ না যুয়ায় ॥ ৩৩ ॥ ২২৩ ॥

বিহাগড়া।

মনমথ কেলি- লুবধ অতি মাধব
ধরলহি রাইক পাণি।
করে কর বারি হৃদয় অতি কম্পিত
কহইতে গদ গদ বাণী॥

দেখ রাধামাধব বিলাসে।
অতি রসে ভোরি গোরী তনু বেঢ়ল
জলদ বিজুরী জনু বাসে॥

কুচ কর পরশে চমকি উঠয়ে ধনী
লোচনে জল ভরিপূর।
দশনক ঘাতে অধর বিখণ্ডন
নীবি-বন্ধন করু দূর॥

কো তহি জোর উবরি রহু সুন্দরী
চললি পুন তেজি নাহ॥
সহচরী ধাই বাহু ধরি আনল
দুর্লভ রস নিরবাহ॥ ৩৪॥ ২২৪॥

"ধরি সখী আঁচর ভই উপচক" ইত্যাদি পদং জ্ঞেয়ং।

ইতি পূর্ব্বরাগ-সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগঃ॥

অষ্টম পল্লবঃ॥

ইতি পূর্ব্বরাগঃ সমাপ্তঃ॥

অথ রসোদ্গার ।

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

বিভাষ ।

পুলকে বলিত অতি ললিত হেমতনু
অনুখন নটন বিভোর ।
কত অনুভাব অবধি নাহি পাইয়ে
প্রেম-সিন্ধু বহ নয়নহি লোর ॥
জয় জয় ভুবন-মঙ্গল অবতার ।
কলিযুগ-বারণ- মদ-বিনিবারণ
হরিধ্বনি জগতে বিথার ॥ ধ্রু ॥
নিজ রসে ভাসি হাসি খণে রোয়ই
আকুল গদ গদ বোল ।
প্রেমভরে গর গর না চিনে আপন পর
পতিত জনেরে দেই কোর ॥
ইহ রস-সায়রে মগন সুরাসুর
দিন রজনী নাহি জান ।
গোবিন্দ দাস বিন্দু লাগি রোয়ই
শ্রীবল্লভ পরমাণ ॥ ১ ॥ ২২৫ ॥

সখীর উক্তি যথা ।

পটমঞ্জরী ।

আজি কেন তোমা এমন দেখি ।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি ॥

অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা ।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা ॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা ।
দেব-অবঘাত হৈয়াছে পারা ॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে ।
মরমী জনার মরমে বাজে ॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি ।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী ॥
বিদ্যাপতি কহে এ কথা দঢ় ।
গোপত পিরীতি বিষম বড় ॥ ২ ॥ ২২৬ ॥

॥ বিভাষ ॥

চৌদিকে চকিত- নয়ানে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ ।
বচনক ভাঁতি বুঝই নাহি পারিয়ে
কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ ॥
সুন্দরি কি কেল পরিজনে বাঁচি ।
শ্যাম সুনাগর গুপত প্রেমধন
জানহু হিয়া মাহা সাঁচি ॥ ধ্রু ॥
এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গিম সাথী ।
গাঁঠিক হেরক কাসে আঁচর ঝলকই
ঐছে বিনে পেখলু আঁখি ॥

গহন মনোজরথে পহু না হেরসি
জিতলি মনমথ রাজ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ
মৌনহি বুঝহ কাজ ॥ ৩ ॥ ২২৭ ॥

ধানশী।

মিতি মিতি দেখিয়ে না কহি লাজে।
অনুভবে জানলু অদভুত কাজে ॥
তুহুঁ বর-নারী চতুর বর-কান।
মরকতে মিলল কনক দাম বাণ॥
এ ধনি এ ধনি বহু পরিহার।
নিজজন জানি না কহ বেভার ॥ ধ্রু ॥
ক্ষণে ক্ষণে অলসে মুদসি ছুটী আঁখি।
নিজ তনু ছাহে চাহি করি সাখী ॥
জলধর হেরি ভেলি চমকিত।
শ্যামর চান্দে চোরায়ল চিত ॥
ক্ষণে পুলকিত তনু বহসি সাঁভারি।
মৃগমদ উরজে যতনে টারে বারি ॥
যুগল কবরী উরহি লোটায়।
জ্ঞানদাস কহে কাহে না লুকায় ॥ ৪ ॥ ২২৮ ॥

বরাড়ী।

হাসি হাসি বয়ান লুকায়সি কাঁহি।
শ্যাম সুনাগর [illegible]॥

অন্তরে অন্তরে পিরীতি নিরবন্ধ।
লাজ কপাট কয়ল মুখ বন্ধ॥
তিলে তিলে প্রতি অঙ্গ পরতেক হোই।
দুখ বিনু দুহুঁ দিঠি ঝরু ঝরু রোই॥
নিতি নিতি সমুচিত সমুঝিয়ে অঙ্গ।
আজু আন রীতি দেখিয়ে আন রঙ্গ॥
কহইতে না কহসি মোড়লি অঙ্গ।
বহু পরসাদ তোহে কয়ল অনঙ্গ॥
মন পরিতোষ দোষ নাহি দেহ।
জ্ঞানদাস কহ নব নব লেহ॥ ৫॥ ২২৯॥

কচিদ্দিবসে শ্রীরাধা সম্ভোগান্তে একাকিনী সখী নিকটং আগচ্ছতি ইতি দৃষ্টে সখী পৃচ্ছতি

তথা।

লহু লহু মুচকি হাসি চলি আওলি
পুন পুন হেরসি ফেরি।
জনু রতিপতি সঞে মিলল রণভূমে
ঐছন কয়ল পুছেরি॥

ধনি হে বুঝলুঁ এ সব বাত।
এত দিনে তুহুঁক মনোরথ পূরল
তেঁতলি কানুক সাথ॥ ধ্রু॥

যব তোহে সখীগণ নিরজনে পুছল
তব তুহুঁ ছাপলি কায়।
অব বিহি লেয় সব বেকত করল সখি
কৈছনে গোপবি তায় ॥
চৌরিক বচন কহত সব গুরুজন
সো সব পায়লু সাখী।
দশ দিন হুরজন এক দিন সুজনক
আজু দেখিয়ে পরতেকি ॥
হাম সব নিজজন কহসি রাতি দিন
সো সব বুঝনু আজে।
জ্ঞান দাস কহ সখি তুহুঁ বিরমহ
রাই পাওল বহু লাজে ॥ ৬ ॥ ২৩০ ॥

কামোদ।

রূপ কলা গুণ সব সম্পূরণ
ঐছন কানু বর নাহ।
আছিল আমার চিতে তুয়া সহ মিলাইতে
ভালে ভেল বিহি নিরবাহ ॥
সখি হে কাহে তুহুঁ মানসি লাজে।
বিহি পরসাদে সাধ সব পূরল
বুঝল সো অপরূপ কাজে ॥
যাকের কাহিনী ছাড়ি তুহুঁ আন দিন
আন না শুনসি কাণে।
মদন মদনী বলি সব উলটায়সি
আজু দেখি আন সন্ধানে ॥

সব আন চিত্ত রীত তুয়া অন্তর
বয়ন ঝাঁপসি এক হাতে।
জ্ঞানদাস কহ বচন আন নহ
কো পাতিয়ায়ব ইথে ॥ ৮ ॥ ২৩১ ॥

শ্রীরাগ।

সুন্দরি বেকত গোপন লেহা।
বঞ্চিত আজু করণে নাহি পারবি
সাখী দেয়ব তুয়া দেহা।
সঘনে আলস সখি তুয়া মুখমণ্ডল
গণ্ড অধর ছবি মন্দ।
কত রস পান কয়ল সব মোহিত
রাহু উগারল চন্দ ॥
জাগি রজনী ছুহুঁ লোহিত লোচন
অলস নিমীলিত ভাতি।
মধুকর লোহিত কমল কোরে জনু
শুক্তি রহল মদে মাতি ॥
বেকত পয়োধরে নখরেখ ভূখল
তাহে পড়ল কচ-তারা।
নিজ শিশু বলি কলানিধি হেরইতে
মেরু পড়ল আন্ধিয়ারা ॥
অধর কাবি লোরয় কহই না পারত
দোখ সাপতি করি জানি।
কত শত ধেরি চোরি করি গোপন
বেরি এক বেকত বাণী ॥ ৮ ॥ ২৩২ ॥

ইত্যাদি সখ্যুক্তি।

অথ নিজ উক্তি।

শ্রীগান্ধার।

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাঁপি।
করইতে কোর দুহুঁ ভুজ কাঁপি॥
দূর কর এ সখি তুয়া পরসঙ্গ।
নামহিঁ যাক অবশ কর অঙ্গ॥
চেতন না রহ চুম্বন বেরি।
কো জানে কৈছে রভস রস কেলি॥
যো ধনী মানি সুব্রত অধিদেবী।
তাকর চরণ কমল পাই সেবি॥
কানুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভবি আপ পরক সমুঝাব॥
অবহুঁ জগত ভরি অকিরীতি এহ॥
রাধামাধব অবিচল লেহ॥
এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ।
গোবিন্দদাস চিতে না ভাঙ্গে বিবাদ॥৯॥২৩৩॥

সুহই।

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলু কান।
কত শত কোটী কুসুম শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥

সজনি জানলু বিহি মোরে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম ॥ ধ্রু ॥
সুনয়নী কহত কানু ঘন-শ্যামর
মোহে বিজুরী সম লাগি।
রসবতী তাক পরশ রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জনু আগি ॥
প্রেমবতী প্রেম লাগি জীউ তেজত
চপল জীবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতী রস মরিযাদ ॥ ১০ ॥ ২৩৪ ॥

বরাড়ী।

যাঁহা দরশনে তনু পুলকে ভরই।
যাঁহা কর করষণে টুটত বলই ॥
যাঁহা পরিরম্ভনে অম্বর খলই।
যাঁহা ঘন চুম্বনে বয়ান টুটই ॥
এ সখি মানিয়ে হরি সঞে মেলি।
যব হোয়য়ে হেন মনোভব-কেলি ॥ ধ্রু ॥
যাঁহা কিঙ্কিণী মণি কঙ্কণ বোলই।
যাঁহা নখ বিলিখনে দুহুঁ তনু দলই ॥
যাঁহা মণি-নূপুর তরলিত কলই।
যাঁহা ঘন [illegible] গলই ॥
যাঁহা নাহি ছোঁছন রস [illegible]।
তাঁহা পরিণাম গোবিন্দদাস কহই ॥১১॥২৩৫॥

পুনঃ সখ্যুক্তিঃ।

ধানশী।

যব হরি-পাণি- পরশে ধনি কাঁপসি
কাঁপসি কাঁপল অঙ্গ।
তব কিয়ে ঘন ঘন মণিময় আভরণ
কেশ পরায়লি রঙ্গ॥
এ ধনি অবহুঁ না সমুঝসি কাজ।
যাহে বিনু জাগরে নিঁদহুঁ না জীবসি
তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ॥
করইতে কোরে জোরি তনু-বল্লরী
নহি নহি বোলসি থোর।
চুম্বন বেরি জানি মুখ মোড়সি
জনু বিধু-লুবধ চকোর॥
যব হোয়ে নাহ রত-নিরত অবিরত
বারত জনি অভিলাস।
গোবিন্দদাস কহ নহ বহু-বল্লভ
কৈছে রহত নিজ পাশ॥ ১২॥ ২৩৬॥

নিজোক্তিঃ।

বিভাষ।

কি কহব রে সখি রজনীক বাত।
বহু দুখে গোঙায়লু মাধব সাথ॥
ভয়ে তনু কাঁপয়ে অধরে মধুপান।
বদনে [illegible] দিয়া [illegible]॥

নব যৌবন তাহে রূপ পরচার।
রতিরস না জানিয়ে কানু সে গোঙার ॥
মদনে বিভোর কিছুই না জান।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
তুহুঁ মুগধিনী সোই লুবধ মুরারি ॥ ১৩ ॥ ২৩৭

তথা রাগ।

এক দিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায় ॥
আজি অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস ॥
শুন সজনি ও নাগর শ্যামরাজ।
মূল বিনু পরধন মাগয়ে বেয়াজ ॥
অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ ॥
আপনা নেহারি নেহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর ॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি-কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম ॥
বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর।
বুঝাই না বুঝ ইহ রস বোল ॥ ১৪ ॥ ২৩৮ ॥

রামকেলি।

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
যোই করল সোই নাগর রাজ ॥

পহিল বয়স মবু নাহি রতিরঙ্গ ।
দোতী মিলায়ল কানুক সঙ্গ ॥
হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ ।
সোই লুবধ-মতি তাহে কর ঝাঁপ ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি ।
কি কহব কিয়ে করল রসকেলি ॥
হঠ করি নাহ কয়ল কত কাজ ।
সো কি কহব ইহ সঙ্গিনী সমাজ ॥
জানসি তব কাহে করসি পুছারি ।
লোচনি যো থির তাহে নেহারি ॥
বিদ্যাপতি কহ না কর তরাস ।
ঐছন হোয়ল পহিল বিলাস ॥ ১৫ ॥ ২৩৯ ॥

স্বয়ংদৌত্য-মিলনং যথা ॥

কামোদ ।

গোকুলে দেব- দেয়াসিনী আওল
নগরহি ঐছে ফুকারি ।
অরুণ বসন পরি জটিল বেশ ধরি
কানু দ্বারমাহা থারি ॥

শুনি ধনি জটিলা তুরিতে চলি আওল
হেরইতে চমকিত ভেল ।
হামারি বধূর রীতি হেরি জনু আনমতি
কহিনিজ মন্দিরে গেল ॥

দেব দেয়াসিনী কান ।
জটিলা বচনে সুখামুখী নিয়ড়হি
এক দিঠে নেহারে বয়ান ॥ ধ্রু ॥
কহ তব অতনু দেব ইথে পাওল
হৃদিমাহ বৈঠল কাল ।
নিরজনে সোই মন্ত্রে যব ঝারিয়ে
তব ইহ হোয়ব ভাল ॥
এত শুনি জটিলা ঘরহুঁ তুহুঁ লেয়ল
নিরজনে তুহুঁ এক ঠাম ।
সব জন নিকসল বাহিরে বৈঠল
পুরল কানু মন কাম ॥
বহুখন অতনু- মন্ত্র পড়ি ঝাড়ল
ভাগল তব সোই দেবা ।
দেব দেয়াসিনী ঘরসঞে নিকসল
চাতুরী বুঝব কেবা ॥
জটিলা বহুত ভকতি করি হরষিতে
কতহুঁ ভীখ আনি দেল ।
কহ শেখরবর ভীখ লেই তব
সোই দেয়াসিনী গেল ॥ ১৬ ॥ ২৪০ ॥

ধানশী ।

শ্রীমঞ্জুঘোষঃ ।

কহ সখি কিয়ে ভেল ।
দেয়াসিনী কাঁহা গেল ॥

হাম মুগধিনী নারী।
না শুনি অতনু ঝারি॥
ঐছন সুবধ কান।
কত না চাতুরী জান॥
সহজে আমরা বালা।
কে জানে এতহুঁ কলা॥
পহিল পিরীতি তায়।
বহু দিন নাহি যায়॥
ইথেই ঐছন কেল।
কুহক সমান ভেল॥
অপরে কি সুখ পাব।
কত না হোয়ব লাভ॥ ১৭॥ ২৪১॥

ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগস্থ রসোদ্গারঃ॥ নবম পল্লবঃ॥
পুনশ্চ রসোদ্গারঃ। প্রকারান্তরং যথা॥

সখী-উক্তি॥

গান্ধার।

কাহে কানু ঘন ঘন আওত যাওত
ফিরি ফিরি বয়ান নেহারি।
হাসি হাসি মুখ-শশী উগারে অমিয় রাশি
তোহে কিয়ে কয়ল পুছারি॥
সুন্দরি কহ কিছু বচন বিশেষ।
হেন অনুমানি চিতে, না জানি কাহার ভিতে
আছয়ে পিরীতি নব লেশ॥ ধ্রু॥

সহজে রসিকরাজ অলখিতে সব কাজ
অনুভব ওর না পাই।
যাহার নয়ন-শরে জাতি কুল শীল হরে
ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই॥
একই নগরে বৈসে কখন এ দিগে আইসে
দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ।
জ্ঞানদাস শুনি বলে কহ দেখি কোন ছলে
করিতে না পারি অনুমান॥ ১॥ ২৪২॥

ললিত।

আজু কেন হেন দেখি।
স্বরূপ করিয়া কহ না আমরা
মনের মরমী সখি॥ ধ্রু॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু ঘুমেতে আকুল
জাগিয়াছ বুঝি নিশি।
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
বসন পড়িছে খসি॥
এক কহইতে আন কহিছ
বচন হইল হারা।
রসিয়ার সঙ্গে কিবা রস-রঙ্গে
সঙ্গ হইয়াছে পারা॥
ঘন ঘন তুমি মুড়িছ অঙ্গ
সঘনে নিশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া কেন না কহসি
মরমে কপট কর॥

ভালের সিন্দুর আধেক আছে
নয়ানে আধ কাজল।
চান্দ নিঙ্গাড়িয়া এমন করিয়া
কেবা নিলে এ সকল ॥

কৃষ্ণপ্রসাদ কয় যে বোল সে হয়
ভাল ভুলাইলে কাজ।
সঙ্গের সঙ্গিনী বঞ্চিতে নারিবা
কিবা কর আর লাজ ॥ ২ ॥ ২৪৩ ॥

নিজ উক্তি।

মঙ্গল।

সখি হে তোহে হামারি বহু সেবা।
ঐছন বাণী কবহুঁ জানি বেলাবি
জাতি কুল কিয়ে নেবা ॥ ধ্রু ॥

গোকুল নগরে কানু রতি-লম্পট
যৌবন সহজে হামারা।
তুহুঁ সখি রভসে মোহে যদি বোলবি
লোকে করব পাতিয়ারা ॥

সো শরকুসুম হেরি হাম কৌতুকে
ভুজযুগে মেটল তাই।
দাড়িম ভরমে পয়োধর উপরে
পড়লহুঁ কীর লোভাই ॥

উভয় চকিত ভুজে ইঙ্গিত ভাতি পেখলু
তে কেশ ঝাঁপেল আন ।
ইথে পরিবাদ কহলি মোহে বৈরিণী
ইহ কবিশেখর গান ॥ ৩ ॥ ২৪৪ ॥

সখী উক্তি ।

ধানশী ।

অভিসারিণি কপট কয়হ কথি লাগি
কোন পুরুখ হেন হরল তোহারি মন
রজনী গোঙায়লি জাগি ॥ ধ্রু ॥

জনু পন্নাগরী গজগে জল ঢালয়
পরশল সুরকিল মনে ।
ঐছন হেরি তনু নাত করহ জনু
বেকত করায়ত কোনে ॥

দুধক পরশে পঙার ধবল ভেল
অরুণ কিরণ কোন কেল ।
গৌর পয়োধর নখ রেখ সুন্দর
পঙ্কজে মৃগমদ ভেল ॥ ৪ ॥ ২৪৫ ॥

তিরোতা ।

মন্দিরে আছিনু সহচরী মেলি ।
পরসঙ্গে রজনী অধিক ভৈ গেলি ॥

যব সখি চললহুঁ আপন গেহ।
তব মঝু নিঁদে ভরল সব দেহ॥
শুতি রহল হাম করি এক চিত।
দৈব-বিপাকে ভেল বিপরীত॥
না বোল সজনি শুন স্বপন-সম্বাদ।
হসইতে কেহ জানি করে পরিবাদ॥
বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
তুরিতে ঘুচাওল নীবিহক কাচ॥
এক পুরুখ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আখি অধরক রাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল॥
অতয়ে করব কেহু অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহ কো পাতিয়াব॥ ৫॥ ২৪৬॥

তথা রাগ।

না কহ না কহ মিছা অপবাদ।
সহজে যৌবন তাহে কুল-মরিযাদ॥
সখী পরসঙ্গে নিশি জাগিনু হাম।
বিপরীত হোয়ে জানি গুরু কুল ঠাম॥
ঐছন বচন পুন না কহিবি মোয়।
রভসহি বচন সাঁচি জনি হোয়॥ ৬॥ ২৪৭॥

ইতি দশম পল্লবঃ॥

অথ পুনশ্চ রসোদ্গারপ্রকারান্তরমাহ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

বিভাষ।

দেখ দেখ গৌর প্রেম-রস-ধাম।
পদ-নখে জিতল কতহুঁ শশি-কুল
লাখে লাখে মদযুত কাম॥ ধ্রু॥
চকিত বিলোকনে সব দিশ হেরই
ঝাঁপই চম্পক অঙ্গ।
আপদ মস্তক পুলকহিঁ পূরিত
নিরুপম ভাবতরঙ্গ॥
ক্ষণে মৃদুহাসি কহই সো পিরীতি
যৈছন হেম দশবাণ।
শ্যাম নাগর মোর প্রাণ মনোহর
কহইতে ঝরয়ে নয়ান॥
ভাবহি বিবশ কহই বরজ-রস
অভিনয় তৈছে পরকাশ।
পরমানন্দ সার মহাভাব অবতার
ভণ রাধামোহন দাস॥ ১॥ ২৪৮॥

তদুচিত-নবদ্বীপ-নাগরীণাং উক্তিঃ।

বিভাষ।

কি কহব রে সখি আজুক ভাব।
অযতনে মোহে হোয়ল বহু লাভ॥

একলি আছিনু হাম বনাইতে বেশ।
মুকুরে নিরখি মুখ বান্ধল কেশ॥
তৈখনে মিলল গোরা নটরাজ।
ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতী লাজ॥
দরশনে পুলকে পূরল তনু মোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর॥ ২॥ ২৪৯॥

অথ সখ্যুক্তিঃ॥

বিভাষ।
বা
পঠমঞ্জরী।

পুছমো এ সখি পুছমো তোয়।
কেলি-কলা-রস কহবি মোয়॥
বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পূর।
অলকা তিলক মিট গেলহি দূর॥
কুসুম-কুল সব ভেল ভিন্ ভিন্।
অধরহি লাগল দশনক চিন্॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা হা শম্ভু ভগন ভৈগেল॥
অলসহি পুরল সকলহি গা।
বসন লেই ঘন ঘন কর বা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সব রস লেয়ল রসিক মুরারি॥ ৩॥ ২৫০॥

শ্রীরাগ ।

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে ।
কি করব হাম তাক পরবোধে ॥
অলপ বয়স হাম কানু সে তরুণা ।
অতিহুঁ সে লাজ ডর অতি সে করুণা ॥
লোভে নিঠুর হরি কয়লহিঁ কেলি ।
কি কহব যামিনী যত দুঃখ দেলি ॥
হঠ ভেল রস হাম অলপ গেয়ান ।
নীবি-বন্ধ তোড়ল কখন কে জান ॥
দেয়লহি আলিঙ্গন ভুজপরি চাপি ।
তৈখনে হৃদয় উঠল মঝু কাঁপি ॥
নয়নে বারি দরশায়লু রোই ।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই ॥
অধর নীরস মঝু করলহি মন্দা ।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা ॥
কুচ যুগে দেয়ল নখ-পরহারে ।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতি নারি ।
তুহুঁ সে সচেতনী লুবধ মুরারি ॥ ৪ ॥ ২৫১ ॥

তথা রাগ ।

হাম অতি ভীত রহল তনু গোই ।
সো রস-সাগর থির নাহি হোই ॥

রস নাহি হোয়ল কয়ল যে শাতি।
মদন-লতা জমু দংশল হাতী॥
পুন কত কাকুতি কয়ল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ হিয়ে মঝু নাহি ভুল॥
হামারি আছিল কত পুরবক ভাগি।
ফেরি আওল হাম সো ফল লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ না করহ খেদ।
ঐছন হোয়ল পহিল সম্ভেদ॥ ৫॥ ২৫২॥

পুনঃ সখীগণস্য উক্তিঃ।

বালা ধানশী।

কহ সখি সাঙরি ঝামরি দেহা।
কোন পুরুখ সঞে নয়লি লেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার।
কোন লুটল তুয়া অমিয়া ভাণ্ডার॥
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গৌর।
মাজি ধরল জনু কনয় কটোর॥
না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে।
ফেরি আওল তুহুঁ পূরবক পুণে॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥ ৬॥ ২৫৩॥

ভূপালী।

নব কুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব-কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে॥

টুটল গীমক মোতিম হার ।
রুধিরে ভরল কিয়ে স্থরঙ্গ পঙার ॥
সুন্দর পয়োধর নখ-ক্ষত ভারি ।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি ॥
পুন না যাইহ ধনি সো পিয়া ঠাম ।
জীবন রহিলে পূরাইহ কাম ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ ।
আনলে পুড়িলে পুন আনলে কাজ ॥ ৭ ॥২৫৪॥

তথা রাগ ।

ঐছন শুনইতে মুগধিনী রমণী ।
সখীগণ ইঙ্গিতে অবনত-বয়নী ॥
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ ।
সখীগণ কহতহি প্রিয়তর ভাষ ॥
কহইতে না কহসি রজনীক কাজ ।
হামারি শপতি তোহে যদি কর লাজ ॥
পহিল সমাগম লাগি এত দুখ ।
পুন মিলনে কত পাওবি সুখ ॥
ঐছে বচন শুনি কহে মৃদুহাসি ।
শিবরাম দাস ইহ রস পরকাশি ॥ ৮ ॥ ॥ ২৫৫ ॥

বালা ধানশী ।

কি কহব এ সখি আজুক বিচার ।
সো সুপুরুখ মধু কয়ল শৃঙ্গার ॥

ধরি পহুঁ হাসি আলিঙ্গন দেল ।
মনমথ-অঙ্কুর কুসুমিত ভেল ॥
আঁচর পরশি পয়োধর হেরু ।
জনম-পঙ্গু যেন ভেটল মেরু ॥
যব নীবি-বন্ধ খসাওল কান ।
আপন দিব তব কছু যদি জান ॥
রতিচিহ্নে জানলু কঠিন মুরারি ।
তোহারি পুণ্যে আওলু হাম নারী ॥
কহ কবিরঞ্জন সহজ মধুরাই ।
না কহ সুধামুখি গেও চতুরাই ॥ ৯ ॥ ২৫৬ ॥

ইতি মুগ্ধা-রসোদ্গারঃ ।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্যরসোদ্গারো যথা ।

রামকেলী ।

প্রভাতে উঠিয়া বরজ-রাজ ।
সকালে চলিলা ধেনু সমাজ ॥
সখাগণ আসি মিলল তাই ।
আনন্দ বাঢ়ল ও মুখ চাই ॥
গাভী দোহন করিয়া কান ।
সুবলের সনে নিভৃতে যান ॥
পুছত সুবল হেরিয়া মুখ ।
কি ভেল আজুক রজনী সুখ ॥
কহত নাগর করি প্রকাশ ।
ভণ তহিঁ রস শেখর দাস ॥ ১০ ॥ ২৫৭ ॥

গান্ধার ।

সুবল মিতা হে কি কব সে সব রঙ্গ ।
সে যে মুগধিনী হেরিয়া মুখানি
বাঢ়ল রস-তরঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
কত না যতনে বচন বোলল
হাসি মিলাওল আধ ।
সে যে কুল-বহু কহইল লহু লহু
শুনিতে বাঢ়ই সাধ ॥
গাঢ় আলিঙ্গনে চমকি উঠয়ে
আলসে শুতলি কোর ।
(জনু) পবনে আকুল নবীন কমল
ভ্রমর রহল আগোর ॥ ১১ ॥ ২৫৮ ॥

বিভাষ ।

হামে দরশাইতে কতহুঁ বেশ করু
হামে হেরইতে তনু ঝাঁপ ।
সুরত শৃঙ্গারে আজ ধনী আওলি
পরশিতে থরহরি কাঁপ ॥
শুনহে কানু কহই অবধারি ।
সকল কাজ হাম বুঝলু বুঝায়লু
না বুঝলু অন্তর নারী ॥
অভিনব কাম নাম পুন শুনইতে
রোথত গুণ দরশাই ।
অবিষম গঞ্জয়ে মন পুন রঞ্জয়ে
আপন মনোরথ পাই ॥

অন্তরে জীউ- অধিক করি মানয়ে
বাহিরে নাগরে উদাসে।
কহ কবি শেখর অনুভব জানয়
বিদগধ কেলি বিলাসে ॥ ১২ ॥ ২৫৯ ॥

কৃষ্ণস্য প্রিয়সখাঃ ধনিষ্ঠাকুন্দলতাবৃন্দাদয়ঃ
কাশ্চিৎ তত্রাগতা স্বৎসম্বোধনং কথয়তি ॥

ধানশী।

করে কর ধরি যে কিছু কহল
বদন বিহসি থোর।
যৈছে হিম-কর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর ॥

রামা হে শপতি করহুঁ তোর।
সোই গুণবতী- গুণ গুণি গুণি
না জানি কি গতি মোর ॥ ধ্রু ॥

গলিত বসন ললিত ভূষণ
ফুয়ল কবরী-ভার।
আহা উহু করি যে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরি পার ॥

নিভৃত কেতনে হরল চেতনে
হৃদয়ে রহল রাধা।
ভণে বিভাপতি জানে সে উমতি
বিপতি পড়ল রাধা ॥ ১৩ ॥ ২৬০ ॥

সুহই।

বেলল সঞে যব বসন উতারল
লাজে লাজাওলি গোরী।
করে কুচ ঝাঁপিতে বিহসি বদন ধনী
অঙ্গ অবশ কত মোড়ি॥
নীবি-বন্ধ খসাইতে করে কর ধরু ধনী
পুন বেকত কুচ জোরি।
দুয় সমাধানে বিকল ভেল শশি-মুখী
তব হাম কোরে আগোরি॥
এত কহি বিষাদ ভাবি রহু মাধব
রাই প্রেমেতে ভেল ভোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি
পূরল ইহ রস ওর॥ ১৪॥ ২৬১॥

ভাটিয়ারি।

অথ শ্রীরাধায়াঃ স্নানচ্ছলেন অভিসারঃ।
সকালে সিনানে চলিলা গোরী।
সখীগণ সঞে আনন্দ ভোরি॥
সুগন্ধি তৈল হলদি লইয়া।
কোন সখী আগে চলিল ধাইয়া॥
কেহ ত বসন ভূষণ নিলা।
রাইয়েরে বেড়িয়া লয়ে চলিলা॥
দূর সঞে হেরি নাগর-রাজ।
তুরিতে আওল যেহ্ন সমাজ॥

রাইরূপ হেরি বিভোর হইয়া ।
দোহনের ছাঁদ পড়ে আউলাঞা ॥
কহয়ে শেখর রসিকরাজ ।
ভুলল গোধন-দোহন কাজ ॥ ১৫ ॥ ২৬২ ॥

শঙ্করাভরণ ।

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে ।
গোধন-দোহন তেজল রে ॥
চান্দ চকোর জনু পাওল রে ।
রাইক প্রেমভরে ভাসল রে ॥
মুরছি অবনীতলে পড়লহি রে ।
অরুণিত লোচনে ঢল ঢল রে ॥
করে পহুঁ কোরে আগোরল রে ।
অঙ্গে পুলক অতি পূরল রে ॥
দুহুঁ মুখ সুন্দর শোহন রে ।
গোবিন্দদাস মনোমোহন রে ॥ ১৬ ॥ ২৬৩ ॥

ভাটিয়ারি ।

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম ।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম ।
কনক-লতায় জনু তরুণ তমাল ।
নব-জলধরে জনু বিজুরী রসাল ॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ ॥

তুহুঁ অধরামৃত তুহুঁ করু পান।
গোবিন্দদাস তুহুঁক গুণ গান ॥ ১৭ ॥ ২৬৪ ॥

তথা রাগ।

বিপিনহি কেলি কয়ল তুহুঁ মেলি।
জলমাহা পৈঠি কয়ল জলকেলি ॥
নাহি উঠল তুহুঁ মোছল অঙ্গ।
তুহুঁ রূপ নিরখিতে মূরছে অনঙ্গ ॥
অঙ্গে করল তুহুঁ নব নব বেশ।
কবরী বানাওল বান্ধল কেশ ॥
নিজ নিজ মন্দিরে কয়ল পয়ান।
গোবিন্দদাস তুহুঁক গুণগান ॥ ১৮ ॥ ২৬৫ ॥

ইতি সংক্ষিপ্তসম্ভোগস্য গোদোহনে মিলনং ॥

ইতি একাদশ পল্লবঃ।

ইতি পদকল্পতরু-গ্রন্থে প্রথম-শাখা সম্পূর্ণা ॥

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ।

দ্বিতীয়-শাখা ।

মঙ্গল ।

অথ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য সংকীর্ত্তনবর্ণনং ।

শ্রীবাস অঙ্গনে বিনোদ বন্ধনে
নাচত গৌররায় ।
মনুজ দৈবত পুরুষ যোষিত
সবাই দেখিবারে ধায় ॥
ভকত মণ্ডল গাওত মঙ্গল
বাজত খোল করতাল ।
মাঝে উনমত্ত নিতাই নাচত
ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার ॥
গরজে পুন পুন হুঙ্ক ঘন ঘন
মল্লবেশ ধরি নাচই ।
অরুণ লোচনে প্রেম বরিখয়ে
অবনী মণ্ডল সিঞ্চই ॥
ধরণী মণ্ডল প্রেমে বাদল
করল অবধৌত চান্দ ।
না জানি নর নারী ভুবন দশ চারি
সবাই রূপ হেরি কান্দ ॥

শান্তিপুর-নাথ গরজে অবিরত

দেখিয়া প্রেমের বিকার ।

ধরিয়া শ্রীচরণ করয়ে রোদন

পণ্ডিত শ্রীবাস উদার ॥

মুকুন্দ কুতূহলী কান্দয়ে ফুলি ফুলি

ধরিয়া গদাধর কোর ।

নয়নে বহে প্রেম ঠাকুর অভিরাম

সঘনে ভাইয়া ভাইয়া বোল ॥

না জানি দিবানিশি প্রেমরসে ভাসি

সকল সহচর বৃন্দ ।

বৃন্দাবনদাস প্রেম পরকাশ

নিতাই চরণারবিন্দ ॥ ১ ॥ ২৬৬ ॥

রূপানুরাগ

সুহই ।

লাখবাণ কাঞ্চন জিনি ।

রসে চর চর গোরা মু জাও নিছনি ।

কি কাজ শরদ কোটী শশী ।

জগত করিলে আলো গোরা মুখের হাসি ॥

দেখি রঙ্গী মাধব কাঁতি ।

মনু মনু অনুরোধে এ বর যুবতী ॥

স্বর্ণাচল শিখর মূরতি ।

মরমে ভরম জাগে পিরীতি আরতি ॥

ভাঙ গঞ্জে মদন ধানুকী।
কুলবতী উনমতি কৈল দুটি আঁখি ॥
অলকা তিলক ভালে শোভে।
রঙ্গিণীর রঙ্গ বাঢ়ে ঐ লোভে ॥
চাঁচর চিকুর কবরী।
নানা ফুল সাজে তাহে হেরি হেরি মরি ॥
চন্দন কেশর মাখা তনু।
রঙ্গিনীর প্রাণ বাটি লেপিয়াছে জনু।
মদন-বিজই দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে জীয়ে কামিনী অবলা ॥
রাঙ্গা প্রান্ত পীত পট-বাস।
পহিরল নিতম্বিনী রস অভিলাস ॥
অরুণ চরণে নখচান্দ।
পামরি গোবিন্দদাসে রচিত বান্ধা ফান্দ ॥২॥২৬৭॥

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপং ॥

বেলোয়ার।

বিকজ সরোজ ভানু মুখ মণ্ডল
দিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরী হাস উগারই
পিই পিই আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর ॥
বন্ধনি না হয় রূপ বরণ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘন পুঞ্জ কিয়ে কুবলয়দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া ॥ ধ্রু ॥

অঙ্গদ বলয়া হার মণি-কুণ্ডল
চরণে নূপুর কটী কিঙ্কিণী কলনা।
আভরণ বরণে অঙ্গ ঢর ঢর
কালিন্দী জলে যৈছে চাঁদকি চলনা॥
কুঞ্চিত কেশ বেশ কুসুমাবলী
শোভে মদনশিখী চাঁদকি ছান্দে।
অনন্ত দাস পহুঁ অপরূপ লাবণী
সকল যুবতী-মন পড়ি গেও ফান্দে॥৩॥২৬৮॥

শ্রীরাগ।

ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফাঁদ
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোলকলা॥
সই কিবা সেই নয়ান চাহনি।
হাসির হিলোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি॥ ধ্রু॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট দশ নথ চান্দ নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় যত সুখ
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে॥
কুল শীল যত ছিল মনে নাগে সব গেল
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দ দাসের চিতে ঐছন নাগরে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ॥৪॥২৬৯॥

অথ শ্রীরাধিকায়াঃ রূপাভিসারঃ।

শ্রীরাগ।

কুঞ্চিত-কেশিনী নিরুপম-বেশিনী
রস আবেশিনী ভঙ্গিনীরে।
অধর সুরঙ্গিণী অঙ্গ তরঙ্গিণী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণীরে॥
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনী।
ব্রজ-রমণীগণ-মুকুট-মণি॥ ধ্রু॥

কুঞ্জর-গামিনী মোতিম-দশনী
দামিনী-চমক-নেহারিণীরে।
আভরণ-ধারিণী নব অভিসারিণী
শ্যামর-হৃদয়-বিহারিণী রে॥

নব অনুরাগিণী অখিল-সোহাগিণী
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে।
রাস-বিলাসিনী হাস-বিকাশিনী
গোবিন্দদাস চিত শোহিনী রে॥ ৫॥ ২১০॥

ধানশী

করিবর রাজ- হংসগতি গামিনী
চললিহুঁ সঙ্কেত গেহা।
অমল তড়িত- দণ্ড হেম মঞ্জরী
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥

জলধর তিমির চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে।
ভাঙ-লতা ধনু ভ্রমর ভুজঙ্গিনী
জিনি আধ বিধুবর ভালে ॥
নলিনী চকোর সফরী সব মধুকর
মৃগী খঞ্জন জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল গরুড়-চঞ্চু জিনি
গিধিনী শ্রবণ বিশেখি ॥
কনক-মুকুর শশী কমল জিনিয়া মুখ
জিনি বিম্ব অধর প্রবালে।
দশন মুকুতা জিনি কুন্দ করগ-বীজ
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে ॥
বেল তালযুগ হেম-কলস গিরি
কটরি জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল পাশ বল্লরী জিনি
ডমরু সিংহ জিনি মাঝা ॥
লোম লতাবলী শৈবাল কজ্জল
ত্রিবলী তরঙ্গিণী রঙ্গা।
নাভি সরোবর সরোরুহ-দল জিনি
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা ॥
উরুবর কদলী করিবর-কর জিনি
স্থল-পঙ্কজ পদ পাণি।
নখ দাড়িম বীজ ইন্দু রজন জিনি
পিক জিনি অমিয়া বাণী ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মূরতি
রাধা-রূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা॥ ৬॥ ২৭১॥

কামোদ।

দেখ দেখ নব অভিসারিণী রাই।
চকিত বিলোকনে চাহই দশ দিশ
প্রেম-সিন্ধু অবগাই॥

এক সখী সঙ্গে চলু নব নাগরী
নাগর সঙ্কেত-কুঞ্জে।
মল্লিকা মালতী কুসুম বিথারিত
গুঞ্জতি তহিঁ অলিপুঞ্জে॥

নিশবদ মণ্ডন অঙ্গ বিভূষণ
তৈছন নূপুর চরণে।
সিন্দূর চন্দন কজ্জল কৃত
অবগুণ্ঠন বয়ানে॥ ৭॥ ২৭২॥

তথা রাগ।

নব অভিসারিণী কুঞ্জহি ভেটল
নব নাগর কানু সঙ্গ।
পন্থ ঘটিত দুখ সবহুঁ দূরে গেও
বাঢ়ল মনোভব রঙ্গ॥

দেখ দেখ অনুপম দুহুঁ মুখ ইন্দু।
দুহুঁক দরাশাবেশে ভোরল হরি সঙ্গে
উছলত প্রেমক সিন্ধু॥ ধ্রু॥

দুহুঁক আলোকনে দুহুঁ পুলকায়িত
লোচনে আনন্দ লোর।
বিবরণ কাঁপ ঘাম ভেল গদ গদ
স্তবধ ভেল পুন ভোর॥

ঐছন ভাব না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
ঐছন নিরুপম লেহ।
দাস রাধামোহন চিতে নিচয় করু
এক পরাণ ভিন দেহ॥ ৮॥ ২৭৩॥

শ্রীরাগ।

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
দুহুঁ দোহাঁ হেরি মুখ ছান্দে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে মিলল
ভূখিল চকোর চারু চান্দে॥

আধ নয়নে দুই রূপ নেহারই
চাহনি আনহিঁ ভাঁতি।
রসের আবেশে দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি
বিছুরল প্রেম আরাতি॥

শ্যাম সুখময় দেহ গোরী পরশে সেহ
মিলায়ল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে, আলাইল আনন্দ ভরে
শিরীষ কুসুম কমলিনী॥
অতসী কুসুম সম শ্যাম সুনায়র
নায়রী চম্পক গোর।
নব জলধরে জনু চান্দ আগোরল
ঐছে রহল শ্যাম কোর॥
বিগলিত কেশ- কুসুম শিখি-চন্দ্রক
বিগলিত নীল নিচোল।
দুহুঁক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম-হিলোল॥ ৯॥ ২৭৪॥

কেদার।

পহিল সমাগম রাধা কান।
অতি রসে মগন ভেল পাঁচবাণ॥ ধ্রু॥
দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁক বিলোকনে
আনন্দ নীরনে ঝাঁপইরে।
অবিরত পরশিতে কুচ কনকাচল
গিরিবর-ধর-কর কাঁপইরে॥
গদ গদ ভাবে আলাপই দুহুঁ দুহুঁ
চুম্বনে নয়ন ঢুলায়ইরে।
দুহুঁ পরিরম্ভনে দুহুঁ পুলকায়িত
অলহি অঙ্গ হেলায়ইরে॥

দুহুঁ রসে ভাসি দুহুঁ অবলম্বই
রঙ্গ-তরঙ্গিত অঙ্গ দুহুঁ।
নব নাগরী সঙ্গে নাগর শেখর
ভুলল গোবিন্দদাস পহুঁ ॥ ১০ ॥ ২৭৫ ॥

রাধামাধব বিহরই বনে।
নিমগন দুহুঁ জন সুরত-রণে ॥
দুহুঁ উঠি বৈঠি কতয়ে করু কেলি।
বহুবিধ খেলন সহচরী মেলি ॥
নিভৃত নিকুঞ্জ-গৃহে করত বিলাস।
হেরত দুহুঁ রূপ নরোত্তম দাস ॥ ১১ ॥ ২৭৬ ॥

ইতি দ্বিতীয় শাখায়াং প্রথম-পল্লবঃ।

অথ রূপানুরাগঃ।

বাসকসজ্জাদি মিলনপর্য্যন্তং গীতং।

তত্র শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রঃ।

ধানশী।

যো মেনে মনু যো মেনে মনু।
কি খেনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু ॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে।
শচীর দুলাল দেখি আইনু বাটে ॥
হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে।
কৈল ঠারাঠারি কি রস-রঙ্গে ॥

থির বিজুরী করিয়া একে।
সে নহে গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে॥
আথির নাচনী ভাঙর দোলা।
মোর হিয়ামাঝে করিছে খেলা॥
চান্দ ঝলমলি বদন ছান্দে।
দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কান্দে॥
চাচর কেশে ফুলের ঝুটা।
যুবতী উমতি কুলের খোটা॥
তাহে তনু-সুখ বসন পরে।
গোবিন্দদাস তেঞি সে ঝুরে॥ ১॥ ২৭৭॥

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য।

ভাটিয়ারি।

নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া।
পুরুষ বিলাসী রঙ্গী সঙ্গের সঙ্গিয়া॥
চন্দনে চর্চ্চিত সব অঙ্গ উজোর।
রূপ নিরখিতে জগজন-মন ভোর॥
কঞ্জ-নয়নে বহে সুরধুনী ধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
আজানুলম্বিত-ভুজ করিবর-শুণ্ড।
কনক-খচিত অলম্বন দণ্ড॥
শিরপর পাগড়ী বান্ধে নটপাটিয়া।
কটি আটি পরিপাটী পরে নীল ধটিয়া॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই জগতে প্রকাশ।
শুনিয়া আনন্দে নাচে পরসাদ দাস॥ ২॥ ২৭৮॥

কামোদ ।

ভালে সে চন্দন চান্দ নাগরী মোহন ফান্দ
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে ।
বিনোদ ময়ূরের পাখে, জাতি কুল নাহি রাখে
মো পুন ঠেকিনু ও না ফান্দে ॥
সই কি আর কি আর বোল মোরে ।
জাতি কুল শীল দিয়া ও রূপ নিছনি লিয়া
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে ॥
দেখিয়া ও মুখ চান্দ কান্দে পূর্ণিমক চান্দ
লাজ দ্বারে ভেজাঞা আগুনি ।
নয়ান কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি ॥
আই আই মনু মনু কি রূপ দেখিয়া আইনু
কালা অঙ্গে পরিছে বিজলি ।
স্বরূপে দঢ়ানু মনে এ রূপ যৌবন সনে
আপনা সাজাঞা দিব ডালি ॥
কি খেনে দেখিনু তারে, না জানি কি হৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে ।
বলরাম দাস কহে ওরূপ দেখিয়া গো
কোন নাগরী রবে ঘরে ॥ ৩ ॥ ২৭৯॥

সুহই ।

নব অনুরাগে ঘরে রহই না পারি ।
গুরুজন-পথ ধনী করত নেহারি ॥

গুরুজন পরিজন সবে নিঁদ গেল।
দেখি ধনী অতি উতকন্ঠিত ভেল॥
বিছুরল আপনক বেশ বনান।
সখীগণ সঞে তব করত পয়ান॥
পূর্ণিমক চান্দ জিনিয়া মুখ জ্যোতি।
ঝল মল করে তনু কতয়ে মণিমোতি॥
থলকমল-দল চরণ সঞ্চার।
নব অনুরাগে কত আরতি বিথার॥
আয়ল মদন-কুঞ্জ গৃহ মাঝ।
না হেরল তাহি বরজ-যুবরাজ॥
বৈঠলি তহিঁ পুন ছোড়ি নিশ্বাস।
নাগর আনিতে চলু বলরাম দাস॥ ৪॥ ২৮০॥

অথ বাসকসজ্জা।

ধানশী।

অপরূপ রাইক চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ- মাঝে ধনী সাজয়ে
পুন পুন লটয়ে চকিত॥ ধ্রু॥

কিশলয় শেজ বিছায়তি পুন পুন
জারত রতন প্রদীপ।
তাম্বূল কর্পূর খপুরে পুন রাখয়ে
বাসিত বারি সমীপ॥

মলয়জ চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম
লেই পুন তেজত তাই।
সচকিত নয়নে নেহারই দশদিশ
কাতরে সখী মুখ চাই॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ মণিময় আভরণ
পহিরত তেজত তাই।
সখীগণ হেরি কতহু পরবোধয়ে
জ্ঞানদাস কহ ধাই॥ ৫॥ ২৮১॥

তথারাগ।

বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বূল সাজনু দীপ উজাইনু
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে এ সব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥ ধ্রু॥
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে এরূপ যৌবনে
মিলব বন্ধুর সনে॥
পথ পানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রস শিরোমণি আসিব এখনি
বড়ু চণ্ডীদাসে ভণে॥ ৬॥ ২৮২॥

কামোদ।

শুন শুন নাগর / সব গুণ আগর
তুহুঁ বর চতুর সুজান।
একলি সঙ্কেত- নিকেতনে সো ধনী
নয়ানে না হেরই আন॥

তোহারি গমন পুন পুন হেরত
সো অবিচল কুলবালা।
রতন প্রদীপ বাসগৃহে সাজই
তুয়া লাগি গাঁথই মালা॥

এত কহি সহচরী তুরিতে গমন করি
কুঞ্জে ভেল উপনীত।
ভণ যদুনন্দন ও নন্দ নন্দন
গমনহি উনমত চিত॥ ৮॥ ২৮৩॥

কামোদ।

বাস-গেহে রাইক গমন শুনি শ্যামর
দেয়ই বেণু-নিসান।
তিল মঝু গমন বিলম্বহি সো ধনী
কল্প-কোটি অনুমান॥

ধনি ধনি রাইক সোহাগ।
যো জগজীবন যুবতী প্রাণধন
তাহারি পরাণ সম জাগ। ধ্রু।

তছু প্রেমে আকুল মৌলি বকুল ফুল
আভরণ পন্থহি ডারি।
চলন সিন্ধুর-গতি নাহি জন সঙ্গতি
উপনীত ভেল যাঁহা নারী ॥

দেখি ধনী নাগর আনন্দ সাগর
সফল দেহ করি মান।
জীবন যৌবন বাস গৃহে পুন
যো কিছু আপন বিতান ॥

আনন্দ-সায়রে নিমগণ সখীগণ
হেরইতে দুহুঁক উল্লাস।
সো সুখ-সিন্ধু- বিন্দু পরশ মাগি
যাচে রাধামোহন দাস ॥ ৮ ॥ ২৮৪ ॥

বিহাগড়া।
বা
কেদার।

শুন শুন নাগর রসিক সুজান।
তুয়া মুখ তিল আধ না দেখিলে হাম কত
কোটি কল্প করি মান ॥

তুয়া নব অনুরাগে হাম আয়নু আগে
পথ হেরি আকুল পরাণ।
তোহারি দরশে অব দূর গেও দুখ সব
সফল ভেল পাঁচ বাণ ॥

হাম অতি দুঃখিত তাপিত তাহে পরবশ
তাহে গুরু গঞ্জন বোল।
গৃহের ভিতরে থাকি যেমন পিঞ্জরে পাখী
সদা ভয়ে জীউ উতরোল॥
অনেক পুণ্যের ফলে তোমা বন্ধু পাইয়াছি
কত কত করিয়া কামনা।
হেন মনে অভিলাষি কহি এবে পরকাশি
তুয়া পায়ে নিছিয়ে আপনা॥ ৯ ॥ ২৮৫॥

সুহই।

শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে মোর নিবেদন।
তোমার অদ্ভুত গুণে সদা করে আকর্ষণে
তুমি মোর জীবনের জীবন॥
তোমার মধুর বাণী সুধাসিন্ধু তরঙ্গিণী
মোর কর্ণ তাহে ডুবি থাকে।
তোমার গৌর দেহ পরম সুগন্ধি সহ
উনমত্ত করিল আমাকে॥
সখাগণ সঙ্গে থাকি সুবল তাহার সাথী
তোমা বিনে আন নাহি ভায়।
বিরলে বসিয়ে যবে তোমারে দেখিয়ে তবে
কহ তুমি মোরে এ উপায়॥ ১০॥ ২৮৬॥

এতদ্গীতদ্বয়ং শ্রীযদুনন্দন ঠকুরস্য কর্ণানন্দঃ॥

বিহাগড়া।

দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ॥

দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ পরিরম্ভনে দুহুঁ ভেল ভোর॥
দুহুঁ দুহেঁ যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি আর নিতি নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস॥ ১১॥ ২৮৭॥

ইতি দ্বিতীয়-পল্লবঃ॥

অথ রূপাভিসারপ্রকরণং গীয়তে॥

তত্র গৌরচন্দ্রঃ।

শ্রীগান্ধার।

মরি আলো নদীয়া মাঝারে ও না রূপ।
কেবল মূরতি নব-পিরীতির কূপ॥ ধ্রু॥
বদন মণ্ডল চান্দ ঝলমল
কনক দরপণ নিন্দিতে।
কপোল রঙ্গিম ভুরুর ভঙ্গিম
অতনু-সারঙ্গ খণ্ডিতে॥
নয়ন যুগল প্রেমে ছল ছল
নাসা খগপতি নিন্দিতে।
চান্দ মুখে হরি হরি বোলে কান্দিতে কান্দিতে॥
ত্যজি সুখময় শয়ন আসন
নাম ডোর গলে শোভিতে।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপন
সংকীর্তন ভূষিতে॥

ভাবে গর গর না চিহ্নে আপন পর
পুলক-আবলি শোভিতে।
"রাম" বলিয়া "ধা" বোল না পারে বলিতে ॥

বাজহি মাদল করহি করতাল
কলি-কলুষ-ভয় নাশিতে।
ভকতগণ মেলি দেই করতালি
ফিরয়ে চৌদিগে নাচিতে ॥

চরণ পল্লব কল্পতরু প্রকাশিতে।
দীন হীন দাসের মন রহিল তাহাতে ॥১॥২৮৮॥

কামোদ।

ভাল ভালিরে গৌরাঙ্গ নাচে যার সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনী ভাসায় প্রেমে গায় রামানন্দ ॥
কম্পিত অধরে পুন গদ গদ ভাষে।
চৌদিকে গোবিন্দ ধর শুনি পহু হাসে ॥
ভাবে গরগর অঙ্গ কত ধারা বয়।
পতিতের গলে ধরি রোদন করয় ॥
আপনার ভক্তগণে ডাকয়ে আপনে।
গদাই মুকুন্দ ধরি কান্দে খেনে খেনে ॥
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব আইস বলি।
তোমা সবা লাগি কান্দে পরাণে পুতলী ॥২॥ ২৮৯ ॥

রূপানুরাগ।

ধানশী।

গৌরাঙ্গ লাবণ্য রূপে কি কহব এক মুখে
আর তাহে কুলের কাচনি।
ও চান্দ মুখের হাসি, জীব না গো হেম বাসি
আর তাহে পিরীতি চাহনি॥

সই লো বিহি গঢ়ল কত ছান্দে।
কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন
পরাণ-পুতলী মোর কান্দে॥

বিধিরে বলিব কি করিলে কুলের ঝি
আর তাহে নহি স্বতন্তরী।
গেল কুল লাজ ভয় পরাণ রহিবার নয়
মনের আনলে পুড়ে মরি॥

কহিব কাহার আগে কহিলে পিরীতি ভাঙ্গে
চিত মোর ধৈরজ না বান্ধে।
নয়নানন্দের বাণী শুন শুন ঠাকুরাণী
ঠেকিলা গৌরাঙ্গ প্রেম ফান্দে॥ ৩॥ ২৯০॥

মল্লার।

দেখ জীব অপরূপ গৌরাঙ্গচান্দের মুখ
নয়নে বহয়ে কত ধারা।
কুন্দ করবীর গাঁথিয়াছে থরে থর
গলে বিনোদিয়া মালা॥

গৌরাঙ্গের গুণ শুনি   পাষাণ হয়েত পানী
শুক কান্দে পিঞ্জর ভিতরে।
কুলের কুলবতী   হরিনামে পিরীতি
বিরলে বসিয়া গুণ ঝুরে ॥ ৪ ॥ ২৯১ ॥

তিরোতা ধানশী।

যত রূপ তত বেশ   ভাবিতে পাঁজর শেষ
পাপ চিতে নিবারিতে নারি।
কিয়ে যশ অপযশ   নাহি ভায় গৃহবাস
তিল আধ পাসরিতে নারি ॥

মাথায় করি কুল ডালা   ঘুচাব কুলের জ্বালা
তবহুঁ পূরব মন সাধে।
প্রসন্ন হইবে বিধি   সাধিব মনের সিদ্ধি
যবে হবে কানু পরিবাদে ॥

কুল ছাড়ে কুলবতী   সতী ছাড়ে নিজ পতি
সে যদি নয়নের কোণে চায়।
স্বরূপে দঢ়ানু মন   জাতি যৌবন ধন
নিছিয়া ফেলিব শ্যাম পায় ॥

মনেতে করিয়ে সাধ   যদি হয় পরিবাদ
যৌবন সফল করি মানি।
জ্ঞানদাসেতে কয়   এমত যাহার হয়
ত্রিভুবন তাহার নিছনি ॥ ৫ ॥ ২৯২ ॥

তথা রাগ।

শ্যাম রূপ হেরি প্রাণ কান্দে।
নাগরী-মোহন চূড়া বান্ধে কত ছান্দে ॥
দোস্থতী মুকুতা মালা কেশের সাজনী।
রতনে জড়িত মণি মাণিকের খেচনি ॥
মল্লিকা-কলিকা শোভে চূড়ার দুই পাশে।
ভুবন ভুলালে ময়ূর পাখার বিলাসে ॥
নবঘন জিনি অঙ্গ পীত পরিধান।
আগে পাছে কত মত্ত অলি করে গান ॥
মুকুরে নিরখে রূপ সুখের নাহি ওর।
আপনার রূপে নাগর আপনি বিভোর ॥
রহই ত্রিভঙ্গ হই হিলন কদম্ব।
দাস অনন্ত চিতে লাগি গেল ধন্ধ ॥ ৬ ॥ ২৯৩ ॥

কামোদ।

জনম অবধি হৈতে দেখি নাই এমন রীতে
কিবা দিয়া নিরমিল বিধি।
মুরলী লইয়া করে কি মধুর গান করে
কালা নহে রসময় নিধি ॥

মনোহর বংশীবদন বনমালী।
ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে চূড়ার টালনি বামে
আর তাহে অলকা-আবলী ॥

বরণ চিকণ কালা তাহে শোভে বনমালা
পীতাম্বর পরিধান করি।
কিবা সে মূরতি খানি অপরূপ লাবণী
কালা নহে জগমনোহারী ॥ ৭ ॥ ২৯৪ ॥

সুহই ।

কিশোর বয়েস মণি কাঞ্চন আভরণ
ভালে চূড়া চিকণ বনান ।
হেরইতে রূপ- সায়রে মন ডুবল
বহুভাগ্যে রহল পরাণ ॥

সখি হে পেখলু পন্থ কি মাঝ ।
হাম নারী অবলা একলা পথে যাইতে
বিছুরল সব নিজ কাজ ॥

নয়ান-সন্ধান- বাণে তনু জর জর
কাতর বিনি অবলম্বে ।
বসন খসয়ে ঘন পুলকে পূরল তনু
পানী না পূরলু কুম্ভে ॥

ঘর নহে ঘোর যেন জাগিয়ে স্বপন হেন
আরতি কহনে না যায় ।
জ্ঞানদাস কহে মনে অনুমানিয়ে
বাস করব নীপছায় ॥ ৮ ॥ ২৯৫ ॥

অথাভিসারিকা।

ধানশী।

হরি-অভিসারে চললি বর-সুন্দরী
শীতল বৃন্দাবন মাঝ।
গুরুয়া নিতম্ব-ভরে চলই না পারই
যৈছে চলয়ে হংসরাজ॥
একে সে তরুণ ইন্দু মলয়জ বিন্দু বিন্দু
কস্তুরী-তিলক তার মাঝে।
পিঠে দোলে হেমঝাঁপা রঙ্গিয়া পাটের থোপা
নাসায় মুকুতারাজ সাজে॥
চৌদিকে রমণী শোভে ডম্ফ রবাব বাজে
সবে চলে মদন তরঙ্গে।
যে দিগে পয়ান করে মদন পলায় ডরে
সৌরভে ভ্রমর যায় সঙ্গে॥ ৯॥ ২৯৬॥

শঙ্করাভরণ।

ধনি ধনি বনী অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী প্রেম-তরঙ্গিনী
সাজলি শ্যাম বিহারে॥
চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত
যাহা যাহা পদচিহ্ন শোভে॥

কনক-লতা জিনি জিনি সৌদামিনী
বিধির অবধি-রূপ সাজে ।
কিঙ্কিণী রণরণি বঙ্করাজ-ধ্বনি
চলইতে সুমধুর বাজে ॥
হংসরাজ জিনি গমন সুলাবণী
অবলম্বন সখী কান্ধে ।
অনন্তদাসে ভণে মিললি নিকুঞ্জবনে
পূরাইতে শ্যাম মন সাধে ॥ ১০ ॥ ২৯৭ ॥

পঠমঞ্জরী ।

আইস আইস সুবদনি রসময়ি রাধা ।
দরশনে দূরে গেও মনসিজ-বাধা ॥
তুহুঁ মোর সরবস নয়ানের তারা ।
তো বিনে সকল দিগ লাগে আন্ধিয়ারা ॥
করে ধরি রাই লই বসাইল বামে ।
পীতবাসে মোছই রাই-মুখ-ঘামে ॥
পন্থা-দুঃখ পুছত বরকান ।
আনন্দে মগন তুহুঁ কিছু নাহি জান ॥
অপরূপ রাধা কানু বিলাস ।
দূরহি নেহারত দ্বিজ হরিদাস ॥ ১১ ॥ ২৯৮ ॥

ধানশী ।

তুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা ॥
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোণা ॥

নব গোরোচনা গৌরী কানু ইন্দীবর ।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর ॥
কনকের তরু যেন তমালে বেড়িল ।
নবঘন মাঝে যেন বিজুরী পশিল ॥
রাই কানু রূপের নাহিক উপাম ।
কুবলয় চাঁদ মিলল এক ঠাম ॥
রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর ।
দাস অনন্ত পহুঁ না পাওল ওর ॥ ১২ ॥ ২৯৯ ॥

সুহই ।

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর ।
দুহাঁর রূপের নাহিক উপমা
প্রেমের নাহিক ওর ॥
হিরণ কিরণ আধ বরণ
আধ নীল-মণি-জ্যোতি ।
আধ গলে বন- মালা বিরাজিত
আধ গলে গজমোতি ॥
আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল
আধ রতন ছবি ।
আধ কপালে চাঁদের উদয়
আধ কপালে রবি ॥
আধ শিরে শোভে ময়ূর-শিখণ্ড
আধ শিরে দোলে বেণী ।
কনক কমল করে ঝলমল
ফণী উগারয়ে মণি ॥

মন্দ পবন মলয় শীতল
কুন্তল উড়য়ে বায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতারে
ডুবল শেখর রায়॥ ১৩॥ ৩০০॥

সম্ভোগ।

কেদার।

রতি রসে অতিশয় মাতল নাহ।
অমিয়া-সরোবরে দুহুঁ অবগাহ॥
সহজে নিরঙ্কুশ নাগররাজ।
তাহে মনমথ-নৃপ-কৌতুক কাজ॥
দৃঢ় পরিরম্ভনে ঘন সীতকার।
অনুক্ষণ কিঙ্কিণী করয়ে ফুকার॥
করগহি রাখিও যুগ চকেবা।
দংশইতে সরসিজ বারব কেবা॥
কহ হরিবল্লভ সহচরীকুলে।
দেখই নিভৃতে উলাসই ফুলে॥ ১৪॥ ৩০১॥

কেদার।

রতি-রস-ছরমে শ্যাম হিয়ে শুতলি
শরদ-ইন্দু-মুখী বালা।
মরকত-মদনে কোই জনু পূজল
দেই নব কাঞ্চন-মালা॥

শ্যাম বয়ানপর বয়ান বিরাজই
উরপর কুচ যুগ সাজে ।
কনক-কুম্ভ জনু উলটি বৈসায়ল
মদন-মহোদধি মাঝে ॥

জোড়ল তনুমন ভুজে ভুজে বন্ধন
অধরহি অধর মিশান ।
বেঢ়ল মৃণালে হেম নীলমণি জনু
বান্ধিল যুগ একঠান ॥

ঘন সঞে দামিনী সাজে দুকূল জনু
দুহুঁজন এক পটবাস ।
চরণে বেড়িয়া চারু অরুণ সরোরুহ
মধুকর গোবিন্দদাস ॥ ১৫ ॥ ৩০২ ॥

তথারাগ ।

রতি অবসানে বৈঠি বর-নাগরী
উদসল আপক দেহা ।
হেরইতে অবনত বদন কমল পুন
কি করব না পাই থেহা ॥

রাই প্রেমরূপধারী ।
ইঙ্গিতে নিজবেশ- করণে নিয়োজল
রতিসুখ কুঞ্জবিহারী ॥

ঈষদবলোকনে মাধব হেরইতে
নয়নহি আনন্দ নীর।
জনু বর বিধু-মণি বিধু-কর দরশনে
তৈছন সকল শরীর॥
অলক সঙারিতে পহিরহি কাঁপই
বর-করে পরশিতে কান্ত।
কহ রাধামোহন বেশ কৈছে হোয়ব
চূড় চরণ পরিযন্ত॥ ১৬॥ ৩০৩॥

ইতি সংকীর্ত্তনানুসারেণ রূপাভিসারাদি সর্ব্বকালোচিতগীতং।
ইতি তৃতীয়-পল্লবঃ॥

অথ বসন্তকালোচিত-বাসকসজ্জোৎকণ্ঠিতাদিপর্য্যায়ো গীয়তে।
আদৌ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

সিন্ধুড়া।
বা
বসন্ত।

পদতলে ভকত কল্পতরু সিঞ্চিত
প্রেমরস মকরন্দ।
যাকর ছায়ার সোসর নব নব
পরমানন্দ নিরদন্দ॥
পেখলু গৌরচন্দ্র নটরাজ।
জঙ্গম হেম- ধরাধর উয়ল
কিয়ে নবদ্বীপমাঝ॥ ধ্রু॥

নব নীরদ জিনি কত মন্দাকিনী
ত্রিভুবন ভরল তরঙ্গে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র অভিরাম দিনমণি
ভ্রমই প্রদক্ষিণ রঙ্গে॥
যাকর চরণ সমাধয়ে শঙ্কর
চতুরানন করু আশে।
সেপহুঁ পতিত কোরে ধরি কান্দই
কি কহব গোবিন্দদাসে॥ ১॥ ৩০৪॥

তত্র শুক্লাভিসার।

ধানশী।

কুন্দ-কুসুমে ভরু কবরীক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার॥
চন্দনে চরচি তনু রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর॥
চাঁদনী রজনী উজোরল গোরী।
হরি অভিসার রভস-রসে ভোরী॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বলই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গপুতলী কিয়ে রসমাহা বুর॥
পুরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার।

মূরতি শিঙ্গারকি রীতি সম ভাষ।
মিললি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দদাস ॥ ২ ॥ ৩০৫ ॥

তথা রাগ।

শূন্যকুঞ্জ হেরি রসবতী রাই।
নাগর-শেখর না মিলল আই ॥
মধু-ঋতু রজনী চন্দ্র উজোর।
কোকিল ভ্রমর ডাকে আনন্দে বিভোর ॥
মলয় পবন বহে কুসুম সুগন্ধ।
দ্বিজ-কুল-শব্দ কতহুঁ পরবন্ধ ॥
ঐছে সময়ে যব মিলল কান।
দাস অনন্ত তোহারি গুণ গান ॥ ৩ ॥ ৩০৬ ॥

অথ বাসকসজ্জা।
তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

কি লাগিয়া মোর গৌর-সুন্দর
বসিয়া গৃহের মাঝে।
বসন আসন রতন ভূষণ
সাজয়ে অঙ্গের মাঝে ॥
আপন বপুর ছাহ হেরিয়া
চমকি উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবহুঁ না মিলল পহুঁ
এতনা বিলম্ব কেনে ॥

কহে নরহরি মোর গৌরহরি
ভাবিয়ে রাইয়ের দশা ।
সজল নয়ানে চাহে পথ পানে
কহে গদ গদ ভাষা ॥ ৪ ॥ ৩০৭ ॥

ধানশী ।

বাসিত বারি কর্পূরিত তাম্বূল
কুসুমিত মদন-শয়ান ।
উজোর দীপ সমীপহি জারহ
বিরচহ চারু বিতান ॥

সখি হে কহই না যায় আনন্দ ।
ঋতু-পতি রাতি অবহুঁ আই নাগর
মিলবহুঁ শ্যামর চন্দ্র ॥ ধ্রু ॥

কুসুমিত মৌলি রসালক পরিমলে
ভ্রমরী ভ্রমর রহু ভোর ।
মদন মনোরথে সগরহি যামিনী
সুখে বঞ্চিব হরি-কোর ॥

বিহিপায়ে লাগি মাগি নিব এহি বর
চেতন রহু মঝু দেহ ।
গোবিন্দদাস কহই হরি-পরশহি
সো পুন হোত সন্দেহ ॥ ৫ ॥ ৩০৮ ॥

কামোদ।

উজোর রাতি শেজ নব কিশলয়
বাসিত তাম্বূল বারি।
এহি উপচারে আজ হরি ভেটব
ঐছন মরম হামারি॥

সজনি কি ফল বেশ বনান।
কানু পরশ-মণি- পরশক বাধন
আভরণ সৌতিনী মান॥ ধ্রু॥

দুহুঁ কুণ্ডল দুহুঁ কঙ্কণ কিঙ্কিণী
দুহুঁ নূপুর রাখি।
মৃগমদ সিন্দুর লোচনে কাজর
পদ যাবক রতি-সাথী॥

সো তনু পরশে পুলকে তনু বাধত
ইথে লাগি চমকে পরাণ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনি ধনি
কানু মরম তুহুঁ জান॥ ৬॥ ৩০৯॥

কেদার।

অনুপম মন অভিলাষ।
সঙ্কেত কুঞ্জহি শেজ বিছাইনু
কানু মিলব প্রতি আশ॥ ধ্রু॥

মৃগমদ চন্দন গন্ধ সুলেপন
বিকসিত-চম্পক দাম।
কর্পূর তাম্বূল সম্পুট ভরি রাখয়ে
পূরব মনোরথ কাম॥
মঙ্গল কলসপর দেই নব পল্লব
রম্ভা শোভে অছু ঠাম।
রতন প্রদীপ সমীপহি জারল
চামর বীজন অনুপাম॥
কত উপহার কুঞ্জমাহা করলহি
কানু মিলব প্রতি আশ।
ঘর বাহির কত আওত যাওত
কি কহব বলরামদাস॥ ৭॥ ৩১০॥

বিহাগড়া।

ধনি সহজে রাজার ঝি।
ঘরের বাহির কখন না হও
আমরা দেখিয়াছি॥ ধ্রু॥
তাহাতে রজনী কানন মাঝারে
করিয়ে কমল-শেজ।
মিনতি করিয়া প্রিয়-সখীগণে
কানুর উদ্দেশে তেজ॥
সবহুঁ রজনী নিঁদ যায়ে ধনী
রতন-পালঙ্কোপরে।
সে যে কমলিনী জাগয়ে যামিনী
নিমিখ না দেই ডরে॥

ক্ষর পদতল ও থল-কমল
নবনীর পুতলী দেহ।
সে যে সুকুমারী কাঙ্গয়ে গুমরি
এতনা সহিবে কেহ॥

এ ঘর বাহির করে বারে বার
কপট শঠের আশ।
এতহুঁ বিপদ সহিতে না পারি
ধায় কানুরাম দাস॥ ৮॥ ৩১১॥

অথোৎকণ্ঠিতা।

সা স্যাদুৎকণ্ঠিতা যস্যা বাসং নৈতি দ্রুতং প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনে হেতুং চিন্তয়ন্তী শুচা ভৃশং॥

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গান্ধার।

কি লাগিয়া গৌর মোর।
নিজ-রসে ভেল ভোর॥
অবনত করি মুখ।
ভাবয়ে পূরুব দুখ॥
বিহি নিকরুণ ভেল।
আধ নিশি বহি গেল॥
জ্ঞানদাস কহে গোরা।
নিজ-রসে ভেল ভোরা॥ ৯॥ ৩১২॥

সুহই।

মধু-ঋতু রজনী উজোরল হিমকর
মলয় সমীরণ মন্দ।
কানু আশোয়াশে চপল মনোভবে
মনহি বিথারল দ্বন্দ্ব॥

সজনি পুন যাই সম্বাদহ কান।
কালিন্দী কূলে অবহুঁ বিরহানলে
তেজব দগধ পরাণ॥

কিশলয় দহন- শেজ অব সাজহ
আহুতি চন্দন পঙ্কা।
দ্বিজ-কুল-নাদ- মন্ত্রে তনু জারব
দূরে যাউ প্রেম-কলঙ্কা॥

চিত-রতন মঝু কানু পাশে রহল
অবহুঁ না মিলিল যোই।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ
আপহি মিলব সোই॥ ১০ ॥ ৩১৩॥

শ্রীগান্ধার।

ঋতু-পতি রাতি উজোরল চন্দ্র।
মলয় সমীরণ কুসুম সুগন্ধ॥
যামিনী আধ অধিক বহি গেল।
যতহুঁ মনোরথ অনরথ ভেল॥

এ সখি হরি সঞে কি করব দ্বন্দ্ব ।
আপন মনহি মনোভব মন্দ ॥
সো মুখ হেরইতে না রহ মান ।
তাকর রসে ভেল কঠিন পরাণ ॥
যাকর বচনে নাহি বিশোয়াশ ।
তাহে কি সম্বাদব গোবিন্দদাস ॥ ১১ ॥ ৩১৪ ॥

তথা রাগ ।

মাধব কি কহব ধনীক সন্তাপ ।
চিতহিঁ তোহারি দরশ দুরাপ ॥
বিরহক বেদনে সো বর-নারী ।
নিরজনে বিরচই মূরতি তোহারি ॥
দারুণ দৈবত তহিঁ নাহি গেল ।
লিখইতে আন আন ভৈগেল ॥
লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ্র ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়লহি ধন্দ ॥
ভাঙ ধনুয়া ভেল লোচন বাণ ।
অঙ্গে অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান ॥
পুন কিয়ে লিখব যতন করু তোয় ।
ভীতক চিত পুতলী ভেল সোয় ॥
গোবিন্দদাস কহই করি সেবা ।
শুনইতে সো ভেল মরকত-দেবা ॥ ১২ ॥ ৩১৫ ॥

যস্যা দূতীং স্বয়ং প্রেষ্য সময়ে নাগতঃ প্রিয়ঃ ।
শোচন্তী তং বিনা দুঃস্থা বিপ্রলব্ধাতু সা স্মৃতা ॥

মালব রাগ ।

কথিতসময়েঽপি হরি রহহ ন যযৌ বনং ।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপ-যৌবনং ॥
যামিহে কমিহ শরণং সখী-জন-বচন-বঞ্চিতা ॥ধ্রু॥
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতং ।
তেন মম হৃদয়মিদমসম-শর-কীলিতং ॥
মম মরণমেব বরমতিবিতথ-কেতনা ।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা ॥
অহহ কলয়ামি বলয়াদি-মণি-ভূষণং ।
হরি-বিরহ-দহন-বহনেন বহুদূষণং ॥
মামহহ বিধুরয়তি মধুর-মধু-যামিনী ।
কাপি হরিমনুভবতি কৃত-সুকৃত-কামিনী ।
কুসুম-সুকুমার-তনুমতনু-শর-লীলয়া ।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষম-শীলয়া ॥
অহমিহ নিবসামি নগণিত-বন-বেতসা ।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা ॥
হরি-চরণ-শরণ-জয়দেব-কবি-ভারতী ।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমল-কলাবতী ॥১৩॥৩১৮॥

ধানশী ।

মাধব মনোরথ ফিরত অহেরা ।
একলি নিকুঞ্জে ধনী ফুলশরে জর জর
পন্থ নেহারত তেরা ॥

উজোর শশধর　　দীপ জারল
　　অলিকুল ঘাঘর রোল।
হনইতে হরিণী-　　নয়নী দরশায়ই
　　তুহি তহি পিক বোল॥

তুহু অতি মন্থর　　গমন দুরন্তর
　　মধুর যামিনী অতি ছোটি।
সো ঘর বাহির　　করত নিরন্তর
　　নিমিখে মানয়ে যুগ কোটি॥

আশা পাশে　　লেই গলে বৈঠল
　　প্রেম কল্পতরু মূল।
কিয়ে অমিয়া কিয়ে　　ধরব গরল ফল
　　গোবিন্দদাস কহ ফুর॥ ১৪॥ ৩১৭॥

বিহাগড়া।

হরিণ-নয়ানী　　তেজি নিজ মন্দির
　　আওয়ে সঙ্কেত ঠামা।
তৈখনে চাঁদ　　উদয় ভেল দারুণ
　　পশারল কিরণক দামা॥

　　মাধব তোহে কি বলব আন।
বিষম-কুসুম-শরে　　পাঁজর জর জর
　　ধনি যদি তেজই পরাণ॥

মোতিম হার ভার হিয়ে জারই
কর-কঙ্কণ ভেল ঝঙ্ক ।
সহচরী কোরে ভোরে তনু মোড়ই
লোরে ধরণী করু পঙ্ক ॥

কিশলয়-শয়নে থির নাহি বান্ধই
চন্দন পবনে মূরছাই ।
গোবিন্দদাস কহই হরি অভিসর
যদি থনে জীবই রাই ॥ ১৫ ॥ ৩১৮ ॥

গুর্জ্জরী ।

ঋতু-পতি রাতি বিরহ জ্বরে জাগরি
দোতী উপেখলি রামা ।
প্রিয় সহচরী বলি মোরে পাঠাওলি
অতয়ে আয়নু তুয়া ঠামা ॥

শুন মাধব কর জোড়ি কহলমো তোয় ।
মনমথ-রঙ্গ- তরঙ্গিত লোচন
তুহুঁ না হেরবি মোয় ॥

দূরে কর লালস আনহি লালসী
চাতুরী বচন বিভঙ্গ ।
বরু জীবন হাম তোহে নিরমঞ্ছব
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ ॥

যাহে শির সোঁপি কোয়পর শুতিয়ে
সো যদি করু বিপরীতে।
পিরীতিক রীত ঐছে তব মীটব
গোবিন্দদাস চিত ভীতে॥ ১৬॥ ৩১৯॥

ধানশী।

শুন শুন মাধব বিদগধ-রাজ।
ধনী যদি দেখবি না সহে বেয়াজ॥
নব কিশলয়-দলে শুতলি নারী।
বিষম-কুসুম-শর সহই না পারি॥
হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি।
জীবন ধরয়ে দরশন লাগি॥
অনেক যতনে কহ আখর আধ।
না জানিয়ে অব কিয়ে ভেল পরমাদ॥
নরোত্তম দাস পহুঁ নাগর কান।
রসিক কলা-গুরু তুহুঁ সব জান॥ ১৭॥ ৩২০॥

তথা রাগ।

চলিলা নাগর-রাজ ধনী দেখিবারে।
অথির চরণ-যুগ আরতি বিথারে॥
সোঙরিতে সো প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে বাঢ়ল মদন-তরঙ্গ॥
সুশীতল কুঞ্জবনে শুতিয়াছে রাধে।
ধনী মুখচাঁদ হেরই পুন সাধে॥

অধর কপোল আঁখি ভুরুযুগ মাঝ।
পুন পুন চুম্বই বিষগধ-রাজ॥
অচেতন ছিল রাই সচেতন ভেল।
মদন জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
নরোত্তম দাস পহুঁ আনন্দে বিভোর।
দুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ ওর॥ ১৮॥৩২১॥

ললিত।

দুহুঁ দোহাঁ দরশনে পুলকিত অঙ্গ।
দূরে গেও রজনীক বিরহ-তরঙ্গ॥
যৈছে বিরহ-জরে লুঠল রাই।
তৈছনে অমিয়া-সাগরে অবগাই॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি।
আনন্দে দুহুঁজন করু নানা কেলি॥
সুখময় যামিনী চাঁদ উজোর।
কুহরত কোকিল আনন্দ বিভোর॥
বিকসিত কুসুম মলয় সমীর।
ঝলমল করত কুঞ্জ-কুটীর॥
বিহরয়ে রাধামাধব রঙ্গে।
নরোত্তম দাস হেরি পুলকিত অঙ্গে॥ ১৯॥৩২২॥

কেদার।

সরস বসন্ত সুধাকর নিরমল
পরিমল বকুল রসাল।
রসের পসার পসারল রসবতী
গাহক মদন গোপাল॥

বৃন্দাবনে কেলি কলা-নিধি কান।
হাস বিলাস গমন দিঠি মন্থর
হেরি মূরছয়ে পাঁচবাণ॥

নব যুবরাজ পরশি তরল মণি
পুছই মূলকি বাত।
তরল-নয়ানী হাসি মুখ মোড়ই
বৈঠই হাতহি হাত॥

দুহুঁ রসে ভোর ওর না পাওই
রস চাকই মদন দালাল।
দাস অনন্ত কহই রস-কৌতুক
তরুকুল কহে ভালি ভাল॥ ২০ ॥ ৩২৩ ॥

ললিত।

কিশলয়-শয়নে শুতলি ধনী গোরী।
নাগর-শেখর শুতলি ধনীকোরি॥
চন্দন চর্চ্চিত দুহুঁ জন অঙ্গ।
দুহুঁ ফুলহার লম্বিত জঙ্ঘ॥
বদনে বদন দুহুঁ চরণে চরণ।
প্রিয়-নর্ম্ম-সখীগণে করয়ে সেবন॥
পূরল দুহুঁ জন মন অভিলাষ।
দুহুঁ গুণ গাওত নরোত্তম দাস॥ ২১ ॥ ৩২৪ ॥

ইতি চতুর্থ পল্লবঃ॥

অথ হিম-সময়োচিতাভিসারিকা-বাসকসজ্জাদি-পর্য্যায়ো গীয়তে ॥

তত্রাদৌ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

ধানশী।

বিমল হেম জিনি তনু অনুপামরে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব কেশর জিনি একটী পুলকরে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥
চলিতে না পারে গোরা- চাঁদ গোসাঞিরে
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবে অবশ হৈয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল ॥
গমন মন্থর-গতি জিনি মদমত্ত হাতী
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসন ছবি জিনি প্রভাতের রবি
গোরা অঙ্গে লহরী খেলায় ॥
এহেন সম্পদ কালে গোরা না ভজিনু হেলে
তুয়া পদে না করিনু আশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ঠাকুর নিত্যানন্দ
গুণ গান বৃন্দাবন দাস ॥ ১ ॥ ৩২৫ ॥

ভূপালী।

পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিমকর হিম কর বন্ধ ॥

মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে শয়ন করু ঝাঁপ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই॥ ধ্রু॥
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ-কুচ-কঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললহি কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহিঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘন যাহা নবীন সুলেহ॥ ২॥ ৩২৬॥

কেদার।

হিম-কর-কিরণ হিম অনিবার।
দিশি দিশি হিম-গিরি-পবন বিথার॥
চলিলা রমণী ধনী আকুল চিত।
সঙ্কেত কেলি-নিকুঞ্জে উপনীত॥
না দেখিয়া তহিঁ বর-নাগর কান।
কাতর অন্তর আকুল পরাণ॥
গুরুজন-নয়ন পাপগণ বারি।
আয়লু কুলবতী চরিত উঘারি॥
ইথে যদি না মিলল সো বর কান।
কহ সখি কৈছনে ধরব পরাণ॥

কহ কবিশেখর সুন্দরি রাই।
ধৈরজ ধর হাম আনব যাই ॥ ৩ ॥ ৩২৭ ॥

অথ বাসকসজ্জা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ ॥

মঙ্গলরাগ।

সুরধুনী তীরে তরুণতর-তরুতল
তলপিত মালতী মালে।
বৈঠি বিনোদবর বাসিত কুঙ্কুমে
তিলক ঘনায়ত ভালে ॥
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস।
গোকুল-নায়ক বিহরই নবদ্বীপে
তরুণী-ভাব পরকাশ ॥ ধ্রু ॥
চমৎকৃত-চারু- চন্দ্রযুত চন্দন
চিত্রই চিত্রিত অঙ্গে।
নিজ বর-ভাব- বিভাবিত অন্তর
ঐছে ভকতগণ সঙ্গে ॥
রাকা রজনী রজনীকর-রমণ
কল্পাঙ্ক পদনখ ফান্দে।
রাধামোহন- দুষ্ট-দ্বিরেফ-চিত
দমন দাস করি বান্ধে ॥ ৪ ॥ ৩২৮ ॥

স্পষ্ট-রূপেণ যথা ॥

ভূপালী।

সুরধুনী-তীরে বর ভাণ্ডীর-তলে।
বসিয়াছে গোরাচাঁদ নিজগণ মেলে ॥

রজনী কৌমুদী আর হিম-ঋতু তায়।
হিম সহ পবন বহয়ে মৃদু বায়॥
তাহি রচয়ে পহুঁ ললিত শয়নে।
হেরয়ে ঘন ঘন চকিত নয়ানে॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়া উঠয়ে।
বাসকসজ্জার ভাব জ্ঞানদাস কহে॥ ৫॥ ৩২৯॥

কামোদ।

নিকুঞ্জ মন্দিরে শেজ বিছাইয়া
সঘনে কাঁপয়ে দেহ।
নীল নিচোল সে তনু ঝাঁপল
পবনে না রহে সেহ॥

সুকুমারী কতনা সহিবে দুখ।
মন্দিরে রচিত তূল পরিযঙ্ক
তেজিয়া সে সব সুখ॥ ধ্রু॥

অকপট কানু- পিরীতি লাগিয়া
আয়েত সঙ্কেত গেহ।
কোন কলাবতী সঙ্গে বিলসয়ে
তেজিয়া এ হেন লেহ॥

এ ঘর বাহির করিতে কতই
চমকিত হৈয়া চাহে।
খন বসি উঠে দেখি প্রাণ কাটে
শিবরাম দাস কহে॥ ৬॥ ৩৩০॥

সুহিনী।

সে যে বৃষভানু-সুতা।
মরমে পাইয়া ব্যথা॥
সজল নয়ন হৈয়া।
রহে পথপানে চাঞা॥
ফুল শেজ বিছাইয়া।
রহয়ে ধেয়ানী হৈয়া॥
উজোর চান্দনী রাতি।
মন্দিরে রতন বাতি॥
কহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলল কান॥
সকল বিফল হৈল।
আধ রজনী গেল॥
শ্যাম-বন্ধুর পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডীদাস॥ ৭॥ ৩৩১॥

ধানশী।

পবনক পরশহি বিচলিত পল্লব
শবদহি সজল নয়ান।
সচকিতে সঘনে নয়নে ধনী নিরখয়ে
জানল আওল কান॥
মাধব সমুখল তুয়া চতুরাই।
তমালক কোরে আপন তনু ছাপসি
অব কৈছে রহবি ছাপাই॥

পুনহি বিলম্বে ফিরয়ে সব কাননে
পুন অনুমানয়ে চিতে।
ভুলল পন্থ অন্ত নাহি পাওল
না বুঝিয়ে নাগর রীতে॥

নূপুর রণিত কলিত নব মাধুরী
শুনইতে শ্রবণ উল্লাস।
আগুসরি রাই কাননে অবলোকই
কহতহি কানুরাম দাস॥ ৮ ॥ ৩৩২ ॥

অথোৎকণ্ঠিতা॥

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ॥

কেদার।

দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার।
যছু গুণ-গানে গরাসল গণসঞে
গরবহি পাওল পার॥ ধ্রু॥

গোপীগণ-প্রাণ- বল্লভ যো জন
সো শচীনন্দন হোই।
গোপী-গুণ-গাম গৌর পুন গাবই
রজনী উজাগরি রোই॥

চৌদিকে চাঁদ- চাঁদনী চাহি চমকিত
চিতে অতি পাই তরাস।
কাঁপি কহয়ে কাঁহে কানু নাহি মিলল
কি ফল কার-বিলাস॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করতহিঁ কীর্ত্তন
কান্তক কামন মর্ম্ম ।
ভণ রাধামোহন ভাবে ভোর রহুঁ
কলি-যুগ-পাবন ধর্ম্ম ॥ ৯ ॥ ৩৩৩ ॥

তথা রাগ ।

ধানশী ।

রসের হাটেতে আইলাম সাজাইয়া পসার ।
গাহক না আওল যৌবন ভেল ভার ॥
বড় দুঃখ পাই সখি বড় দুঃখ পাই ।
শ্যাম অনুরাগে নিশি জাগিয়া পোহাই ॥
বিষ লাগে হিমকর কিরণে পোড়ায় ।
হিম-ঋতু-পবনে মোর হিয়া চমকায় ॥
দারুণ কোকিল মোর প্রাণ নিতে চায় ।
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীত গায় ॥
ফুলশরে জর জর হিয়া চমকায় ।
কানুরাম দাসের তনু ধুলায় লোটায় ॥১০॥৩৩৪॥

গান্ধার ॥

তোহারি সঙ্কেতে কুঞ্জে কুসুমশর-
পুঞ্জে রহল একেশ্বরিয়া ।
তনু-বন বিরহ- দহনে ধনী দগধই
প্রাণ-হরিণ যায় জরিয়া ॥

মাধব ধৈরজ গমন তোহারি ।
ও খণ লাখ কলপ করি মানই
তলপ ভরয়ে দিঠ-বারি ॥

তোহারি সন্দেশ- আশে ধনী কুলবতী
খোয়ল কুল-তনু-কাঁতি ।
নিকরুণ মদন বেদন নাহি জানই
হানই খরশান পাঁতি ॥

পরাণ প্রেম- আশ-গুণে বান্ধল
ভাষ না নিকসই বদনে ।
ভণে যদুনন্দন সো জনি টুটয়ে
অতয়ে চলহ সোই সদনে ॥ ১১ ॥ ৩৩৫ ॥

কেদার ।

হিম-ঋতু যামিনী যামুন তীর ।
তরল-লতা-কুল কুঞ্জ-কুটীর ॥
তহিঁ তনু থির নহে তুহিন-সমীর ।
ইথে কৈছে বঞ্চসি শ্যাম-শরীর ॥
ধনি তুহুঁ মাধব ধনি তুয়া লেহ ।
ধনি ধনি সো ধনী পরিহরি গেহ ॥
কুলবতী-গৌরব কঠিন কপাট ।
গুরুজন-নয়ন সকণ্টক বাট ॥
যো জলে এতহুঁ বিঘিনি অবগাই ।
ঐছন সময়ে মিলল ধনী রাই ॥

ইথে যো পূরল তুহুঁ মনকাম ।
তাকর চরণে হামারি পরণাম ॥
গোবিন্দদাস তবহুঁ হিয়ে জাগ ।
তুহুঁ যদি তেজহ নব অনুরাগ ॥ ১২ ॥ ৩৩৬ ॥

বালা ধানশী ।

সখী মুখে শুনইতে শুনয়লি দুখ ।
কি কহব কানু কছু না কহত মূক ॥
নয়নক নীর নয়নসঞে বারি ।
চলইতে টলমল চলই না পারি ॥
ধাঁধসে চলল সুন্দর শ্যাম ।
সব দুঃখ দূরে গেল পূরল কাম ॥ ১৩ ॥ ৩৩৭ ॥

ভূপালী ।

হিম-ঋতু নিশি দিশি দিশি বাত ।
হিমকর-শীকর-নিকর নিপাত ।
মদন-জলধি-তলে তহি দেহ ঝাঁপ ।
মিলল শ্যাম-তনু থরহরি কাঁপ ॥
সুন্দরি দূরে কর কপট শয়ান ।
নীল নিচোলে নিচল ভেল কান ॥
ঝলমল মন্দির মণিময় বাতি ।
সুখময় শেজ বিদীঘল রাতি ॥
তুহুঁ হেন নাগরী হরি হেন নাহ ।
ধনি ধনি মনসিজ-রস নিরবাহ ॥
শুনইতে ঐছন সহচরী বোল ।
মধুরিম হাসি গোরী তনু মোড় ॥

হরি পরিপূরল মানসকাম।
গোবিন্দ দাস গাওয়ে গুণগাম ॥ ১৪ ॥ ৩৩৮ ॥

তথা রাগ।

হেরইতে দুহুঁ জন দুহুঁ মুখ-ইন্দু।
উছলল দুহুঁ মন মনোভাব-সিন্ধু ॥
দুহুঁ পরিরম্ভনে দুহুঁ তনু এক।
শ্যামর গোরী কিরণ রহ রেখ ॥
দুহুঁ দুহুঁ জীবন মিলল একঠাম।
আনন্দ-সাগরে হরল গেয়ান ॥
দুহুঁ প্রেম পূরল দুহুঁ মনসাধ।
হেরি যদুনন্দন ভেল উনমাদ ॥ ১৫ ॥ ৩৩৯ ॥

ইতি সংকীর্ত্তনানুসারেণ হিমর্তু সময়োচিত পর্য্যায়ো গীতঃ ॥

ইতি পঞ্চম-পল্লবঃ ॥

অথ বর্ষাকালোচিতাভিসারিকা-বাসকসজ্জাদি-পর্য্যায়ো গীয়তে।

তত্রাদৌ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

তুড়ী।

চিত্ত-চোর গৌর মোর
প্রেমে মত্ত মগন ভোর
অকিঞ্চন জন করই কোর
পতিত অধম বন্ধুয়া।
ভুবন তারণ নাম
জীব লাগিয়া তেজল ধাম
প্রকট হইলা নদীয়া নগরে
যৈছে শরদ ইন্দুয়া ॥

অসীম মহিমা কে করু ওর
যুবতী-জীবন করই চোর
বিধি নিরমিল কি দিয়া গৌর
বড়ই রসের সিন্ধুয়া ॥
দেখিতে দেখিতে নাগর মুখ
হরল সকল মনের দুখ
বাসুঘোষ কহে কিবা সেরূপ
নিরখি চিত সানন্দিয়া ॥ ১ ॥ ৩৪০ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণাভিসারঃ ।

কামোদ বা কানড়া ।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর-ইন্দু ।
উছলল মনহি মনোভব-সিন্ধু ॥
অব জানি সজনি করহ বিচার ।
শুভক্ষণ ভেল বাদল-অভিসার ॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর ।
তহি পহিরায়হ নীল নিচোল ।
কি ফল উচ-কুচ-কঞ্চুক ভার ।
দূর কর সৌতিনী মোতিম-হার ॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলী লাগি ।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি ॥
চলইতে দিগ-ভরম জানি হোয় ।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয় ॥ ২ ॥ ৩৪১ ॥

তথা রাগ।

মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার॥
ঝলকত যামিনী দশদিশ আপি।
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গহি মেল।
নব অনুরাগ-ভরে চলি গেল॥
বরিখত ঝর ঝর খরতর মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেত-গেহ॥
না হেরিয়া নাহি নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলুঁ যাহাঁ নাগর-রাজ॥ ৩॥ ৩৪২॥

অথ বাসকসজ্জা।

তথা রাগ।

গগনে গরজে ঘন নিশি আন্ধিয়ারি।
কুঞ্জহি শেজ রচয়ে বর-নারী॥
মিলব নাগর-বর অভিলাষে।
অঙ্গহি রচয়ে বিভূষণ বাসে॥
তাম্বূল কর্পূর গন্ধ অপার।
মৃগমদ চন্দন করু ফুল-হার॥
মনহি মনোরথ করি অনুমান।
চিন্তয়ে কাহে না মিলল কান॥ ৪॥ ৩৪৩॥

অথোৎকণ্ঠিতা ।

তথা রাগ ।

এ ঘোর রজনী মেঘ-গরজনি
কেমনে আওব পিয়া ।
শেজ বিছাইয়া রহিনু বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া ॥

সই কি করব কহ মোরে ।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইনু
নব অনুরাগ-ভরে ॥

এহেন রজনী কেমনে গোঞাব
বন্ধুর দরশন বিনে ।
বিফল হইল মোর মনোরথ
প্রাণ করে উচাটনে ॥

দহয়ে দামিনী ঘন-ঝনঝনি
পরাণ মাঝারে হানে ।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
মিলবি বন্ধুর সনে ॥ ৫ ॥ ৩৪৪ ॥

তথা রাগ ।

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ পথে শত
আর কত বিঘিনি বিথার ।
কুলবতী-গৌরব বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে কয়লু অভিসার ॥

সজনি কি ভেল পাপ পরাণ।
যামিনী আধ অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মিলল কান॥

যতয়ে মনোরথ সব ভেল অনরথ
কানু-পিরীতি অভিলাষে।
না জানিয়ে কোন কলাবতী বান্ধল
ভাণ্ড-ভুজঙ্গিনী-পাশে॥

দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন গারি।
গোবিন্দদাস কহয়ে তুহুঁ সংশয়
নিরসল রসিক মুরারি॥ ৬॥ ৩৪৫॥

উৎকণ্ঠিতান্তে বিপ্রলব্ধা॥

সুহই।

কানুর লাগিয়া জাগি পোহাইনু
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এত দিনে সই নিশ্চয় জানিনু
নিঠুর পুরুষ জাতি॥

মেঘ-ডুর-ডুর দাদুরীর বোল
ঝিঁঝা ঝিনি ঝিনি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরী ছটা
হিয়ার পুতলী দোলে॥

যতনে সাজাসু ফুলের শেজ
গন্ধে মোহ মোহ করে।
অঙ্গ ছটফটি সহনে না যায়
দারুণ বিরহ জ্বরে॥

মনের আগুনি মনে নিভাইতে
যেমন কর্‌য়ে প্রাণে।
কানুর এমন নিঠুর চরিত
এ দাস অনন্ত ভণে॥ ৭॥ ৩৪৬॥

অত্র "কথিত সময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনং"
ইত্যাদি পদানি গেয়ানি॥ ৮॥৩৪৭॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনং যথা।
গরজয়ে গগনে সঘন ঘন ঘোর।
ঐছে সময়ে চলু নন্দকিশোর॥
পন্থ বিপথ কিছু লখই না পারি।
দামিনী চমকে চলয়ে অনুসারি॥
পাওল সঙ্কেত কুঞ্জক মাঝ।
জানল রাই আওল যুবরাজ॥
কুঞ্জ মন্দিরে ধনী দেওল কপাট।
কানু না জানল ঐছন নাট॥
অন্তরে ভাবয়ে শ্যাম-শরীর।
আজু দুরদিনে ধনী না ভেল বাহির॥

আয়নু বিফল ভেল মনসাধ।
আকুল নাগর করয়ে বিষাদ॥
রোই রোই পরশল দ্বারে কপাট।
কো ইহ মুদল কুঞ্জ-কবাট॥
শুনি ধনী রাইক দরবে হৃদয়।
কহতহি কোন দ্বার-মাহা রোয়॥
তবহি জানল নব নাগর কান।
অব ঘনশ্যাম লহয়ে পরমাণ॥ ৯॥ ৩৪৮॥

গান্ধার।

কো ইহ পুন করত হুঙ্কার।
হরিনাম জানি না কর পরচার॥
পরিহরি সো গিরি-কন্দর মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওল মৃগ-রাজ॥
সো নহুঁ ধনি মধুসূদন হাম।
চল কমলালয় মধুকরী ঠাম॥
শ্যাম মূরতি হাম তুহুঁ কি না জান।
তারা-পতি ভয়ে বুঝি অনুমান॥
ঘরহুঁ রতন দীপ উজিয়ার।
কৈছন পৈঠব ঘন আন্ধিয়ার॥
রাধারমণ হাম কহি পরচার।
রাকা রজনী নহে ঘন আন্ধিয়ার॥
পরিচয়-পদ যবে সবে ভেল আন।
তবহিঁ পরাভব মানল কান॥

তৈখনে উপজল মনমথ শূর।
অব ঘনশ্যামর মনোরথ পূর ॥ ১০ ॥ ৩৪৯ ॥

বিহাগড়া।

করে ধরি রাই মন্দির-মাহা আনল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
আগমন জনিত সকল দুখ কহতহিঁ
মধুর বচন অনুপাম ॥
দুহুঁ জন মনোরথ ভোর।
দুহুঁক অধর মধু দুহুঁ জন পিবই
দুহুঁ দোঁহে কোরে আগোর ॥ ধ্রু ॥
কুসুম-শেজ-মাহা বিলসই দুহুঁ জন
পূরল সব অভিলাষ।
নিধুবন-সমরে দুহুঁ পরবেশল
কহ ঘনশ্যামর দাস ॥ ১১ ॥ ৩৫০ ॥

ইতি বর্ষাকালোচিত গীতং।

ষষ্ঠ পল্লবঃ ॥

অথাষ্টনায়িকা-প্রকরণং সর্ব্বকালোচিতং গীয়তে ॥
অথাভিসারিকা বাসসজ্জাপ্যুৎকণ্ঠিতা তথা।
বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতাচ কলহান্তরিতাপরা ॥
প্রোষিত-প্রেয়সী প্রোক্তা তথা স্বাধীনভর্ত্তৃকা।
ইত্যষ্টৌ নায়িকা-ভেদা রসতন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
অভিসারিকা-প্রকরণং বহুবিধং তত্র গান-নির্ব্বাহার্থে এক-
দিনস্থ লীলা-পর্য্যায়ো গীয়তে ॥

তহুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ ॥

ব্রজ অভিসারিণী- ভাবে ভাবিত
নবদ্বীপ-চাঁদ বিভোর।
অভিনয় তৈছন করত পুলকি-তনু
নয়নহি আনন্দ লোর ॥

দেখ দেখ প্রেম-সিন্ধু অবতার।
তহিঁ পুন নিমগন নাহি জানে রাতি দিন
বুঝি সো মহাভাব-সার ॥ ধ্রু ॥

নিশবদ মণ্ডন অঙ্গহি পহিরল
গতি অতি ললিত সুধীর।
বৃন্দাবন পানে চকিত বিলোকনে
পাওল সুরধুনী তীর ॥

কেবল কৃষ্ণ- নাম গুণ কীর্ত্তন
করতহিঁ পরম আনন্দে।
রাধামোহন দাস আশ রাখত জানি
সো প্রভু-চরণারবিন্দে ॥ ১ ॥ ৩৫১।

আদৌ সঙ্কেত।

তুড়ী।

এক দিন বর নাগর শেখর
কদম্বতরুর তলে।
বৃষভানু-সুতে সখীগণ সাথে
যাইতে যমুনা জলে ॥

রসের শেখর নাগর চতুর
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া বচনের ছলে
সঙ্কেত করল তাতে ॥
গোধন চালাঞা শিশুগণ লৈয়া
গমন করিল ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে সখীগণ সঙ্গে
রাই আইলা গৃহ মাঝে ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে
শুনল রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত বন্ধুর সঙ্কেত
না ছাড় আপন হিয়ে ॥ ২ ॥ ৩৫২ ॥

মঙ্গল রাগ।

ঐছন সঙ্কেত ভাবিয়া রাই।
সব সখীগণ বদন চাই ॥
আবেশে কহত মনের কথা।
কবহুঁ হরিষি বিষাদে ব্যথা ॥
সঙ্কেত করল নাগর রায়।
কি করব সখি কহ উপায় ॥
গুরু দুরুজন বঞ্চনা করি।
কেমনে যাইব রহিতে নারি ॥
এতহুঁ ভাবিয়া চলিলা ধনী।
সবহু বিঘিনী কিছু না গণি ॥

সখীগণ মেলি সঙ্কেত গেহে।
আওল তরুণী রমণ কহে ॥ ৩ ॥ ৩৫৩ ॥

ভূপালী।

চাঁদ-বদনী ধনী চলুঁ অভিসার।
নব নব রঙ্গিণী রসের পাথার ॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
মালতী-মাল হিয়ে বনি সাজ ॥
চাঁদনী রজনী ফিরণ বন-মাহ।
হাসিতে কুন্দ কুসুম গলি যাহ।
মোতিম-হার করে কঙ্কণ সাজ।
ঐছন আওল নিকুঞ্জক মাঝ ॥
বৈঠলি হৃদয়ে আরতি বলবন্ত।
শ্যাম পাশে চলুঁ দাস অনন্ত ॥ ৪ ॥ ৩৫৪ ॥

অথ বাসকসজ্জা।
তদুচিত শ্রীমহাপ্রভুঃ ॥

সুহই।

অরুণ নয়নে ধারা বহে।
অবনত মাথে গোরা রহে ॥
ছায়া দেখি চমকিত মনে।
ভূমে গড়ি যায় ক্ষণে ক্ষণে ॥
কমল পল্লব বিছাইয়া।
রহে পহুঁ ধেয়ান করিয়া ॥

বিরলে বসিয়া একেশ্বরে ।
বাসকসজ্জার ভাব করে ॥
বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়া ।
বোলে কিছু চরণে ধরিয়া ॥ ৫ ॥ ৩৫৫ ॥

কল্যাণী ।

কুসুমাবলিভিরুপস্কুরু তল্পং ।
মাল্যঞ্চামল-মণিসরকল্পং ॥
প্রিয়সখি কেলি-পরিচ্ছেদ-পুঞ্জং ।
উপকল্পয় সত্বরমধিকুঞ্জং ॥ ধ্রু ॥
মণি-সম্পুটমুপনয় তাম্বূলং ।
শয়নাঞ্চলমপি পীত-দুকূলং ॥
বিদ্ধি সমাগতমপ্রতিবন্ধং ।
মাধবমাশু সনাতন-সন্ধং ॥ ৬ ॥ ৩৫৬ ॥

সাজল কুসুম- শেজ পুন সাজই
জারই জারল বাতি ।
বাসিত কপূরে কপূরে পুন বাসই
ভৈগেল মদন-ভরাঁতি ॥

আজু রাই সাজল বাসক-শেজ ।
মনোরথে লাথ মনমথ ধারই
অঙ্গে অঙ্গ নাহি তেজ ॥ ধ্রু ॥

ঘন ঘন আভরণ অঙ্গে জড়ায়ই
ক্ষণে ক্ষণে তেজই হাই।
চকিত বিলোকনে চমকিত উঠই
হেরইতে নিজ তনু ছাই॥

কাতর বচনে সম্ভাষই সহচরী
কাহে বিলম্বত কান।
গোবিন্দদাস কহই অব না শুনিয়ে
সঙ্কেত মুরলী-নিসান॥ ৭॥ ৩৫৭॥

গুর্জ্জরী।

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তং।
ত্বদধর-মধুর-মধূনি পিবন্তং॥
নাথ হরে সীদতি রাধা বাস-গৃহে॥ ধ্রু॥
ত্বদভিসরণ-রভসেন বলন্তী।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী॥
বিহিত-বিশদ-বিস-কিশলয় বলয়া।
জীবতি পরমিহ তব রতি-কলয়া॥
মুহুরবলোকিত-মণ্ডন-লীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারং।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারং॥
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পং।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পং॥

ভবতি বিলম্বিনি বিগলিত-লজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতং।
রসিকজনং তনুতামতি মুদিতং॥ ৮॥ ৩৫৮॥

অথোৎকণ্ঠিতা।
তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ॥

মল্লার।

এ হেন সুন্দর বেশ কেন বনাইনু।
নিরূপম গোরা-রূপ দেখিতে নারিনু॥
অকাজে রজনী যায় কিবা মোর হৈল।
নিশ্চয়ে জানিনু মোরে বিধি বিড়ম্বিল॥
সুবাসিত গন্ধ আদি অগুরু চন্দন।
গৌর বিনু কার অঙ্গে করিব লেপন॥
কর্পূর তাম্বূল গুয়া দিব কার মুখে।
বাসুঘোষ কহে নিশি যায় বড় দুখে॥ ৯॥৩৫৯॥

কামোদ।

কানুক সন্দেশে বেশ বনি আয়নু
সঙ্কেত-কেলি-নিকুঞ্জ।
মাধবী পরিমলে ভোরি মঝু তনু
ঝাঁয়ই মধুকর-পুঞ্জ॥
অবহুঁ না মিলল দারুণ কান।
নিলজ চিত পিরীতি-অনুরোধ
ইথে নাহি যাত-পরাণ॥ ধ্রু॥

কানুক বচন- অমিয়া-রস সেচনে
বেচনু তনু মন জাতি।
নিজ-কুল-দূষণ ভূষণ করি মানলু
তেঞি ভেল ঐছন শাতি॥
হিমকর-কিরণে গমন অবরোধল
মন্দিরে চলত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহ যাই সতি জানহ
কানু কি তেজল লেহ॥ ১০॥ ৩৬০॥

তথা রাগ।

কতহুঁ প্রেম-ধন হিয়া মাহা সাঁচি।
দুরজন-নয়ন পহরী-কর বাঁচি॥
হাম রহু সঙ্কেত আনত রহু কান।
একলি নিকুঞ্জে কুসুম-শর হান॥
এ সখি হৃদয়ে জ্বলত মঝু আগি।
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি॥
যাকর লাগি মনহি মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ না চঢ়ল সোই॥
কুলবতী চরিত পিরীতি লাগি খোই।
হা হা হরি করি কাননে রোই॥
পন্থ নেহারি নয়ন রয় লাগি।
টুটত রজনী বাঢ়ত অনুরাগি॥
অবহুঁ না মিলল শ্যামর-কাঁতি।
গোবিন্দদাস কহ দীঘল রাতি॥ ১১॥ ৩৬১॥

পাহিড়া ।

বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই
সাধে নিরমিনু আশা-ঘর ।
কোন কুমতিনী মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর ॥

বন্ধুর সঙ্কেতে আমি এ বেশ বনানু গো
সকল বিফল ভেল মোয় ।
না জানি বন্ধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোয় ॥

গগন উপরে চান্দ- কিরণ উদয় গো
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি ।
এমন রজনি আমি কেমনে পোহাব গো
পরাণ না হয় তার সাথী ॥

কর্পূর তাম্বূল গুয়া খপুর পূরিল সই
প্রিয় বিনা কার মুখে দিব ।
এমন মালতী-মালা বৃথাহি গাঁথিনু গো
কেমনে রজনী গোঙাব ॥

এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো
এখনে আছয়ে কার আশে ।
ধৈরজ ধর ধনি ধাইয়া চলিল গো
কহি ধায় নরোত্তম দাসে ॥ ১২ ॥ ৩৬২ ॥

কেদার।

কিমু চন্দ্রাবলিরনয়গভীরা।
অরুণদমুং রতি-বীরমধীরা॥
অতিচিরমজনি রজনিরতিকালী।
সঙ্গং বিন্দতি নহি বনমালী॥
কিমিহজনে ঘৃত-পক্ব-বিপাকে।
বিস্মৃতিরস্তু বভূব বরাকে॥
কিমুত সনাতন-তনুরলঘিষ্ঠং।
রণমারভত মুরারিরভীষ্টং॥ ১৩॥ ৩৬৩॥

অথ বিপ্রলব্ধা।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্র।

কেদার।

আজু রজনী হাম কৈছে বঞ্চবরে
মোহে বিমুখ নট-রাজ।
নব অনুরাগে আশ না পূরল
বিফল ভেল সব কাজ॥
সজনি কাহে বনায়লু বেশ।
আধ পলকে কত যুগ বহি যাওত
ভাবিতে পাঁজর ভেল শেষ॥ ধ্রু॥
গুরুজন-গৌরব দূরহি ডারলু
গৌর-প্রেমরস লাগি।
দুর্লভ প্রেম মোহে বিহি বঞ্চল
মঝু ভালে দেওল আগি॥

প্রেম-রতন-ফল জগ ভরি বিথারল
হাম তাহে ভেল নৈরাশ।
নব অনুরাগ- ভরমে হাম ভুলল
বাসুঘোষ না পূরল আশ॥ ১৪॥ ৩৬৪॥

ধানশী।

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে
অধর নীরস ঘন শ্বাস।
করতলে বদন সঘনে অবলম্বই
গুণি গুণি জীবন নৈরাশ॥
মাধব কাহে আশোয়াসলি রামা।
সগরিহ যামিনী জাগি পোহায়ল
কামিনী সঙ্কেত ঠামা॥ ধ্রু॥
হরি হরি বলি ধরণী ধরি উঠই
বোলত গদ গদ ভাখ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরম-ভরে
বিহি সএ মাগয়ে পাখ॥
কি করব চন্দ্র চন্দন-ঘন-লেপন
কিশলয় কুসুম শয়ান।
আন বেয়াধি আন পায়ে ঔখদ
গোবিন্দদাস নাহি মান॥ ১৫॥ ৩৬৫॥

বিহাগড়া।

ভেল সখি কানু-আগমন-আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ॥

তাম্বূল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহি ডারহ যামুন পার॥
কিশলয় শেজ মণি-মোতিক মাল।
জল মাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল॥
অব কি করব সখি কহ না উপায়।
কানু বিনু জীউ কাহে নাহি বাহিরায়॥
ধিক ধিক রে বিধি তোহারি বিধান।
এহেন রজনী মোহে বঞ্চল কান॥
শুনইতে ঐছন রাইক ভাব।
দ্রুত চলি আওল বলরাম দাস॥ ১৬॥ ৩৬৬॥

ললিত।

শুন শুন মাধব নিরদয়-দেহ।
কি করহুঁ ঐছন তোহারি সুলেহ॥
কাঁহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেত-বাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ॥
কপট লেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস॥
কো কহে রসিক-শেখর বর-কান।
তুহুঁ সম মুরুখ জগতে নাহি আন॥
মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ।
সুধা-সিন্ধু তেজি থাঁড়ে পিয়াস॥
ক্ষীর-সিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ॥

বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান ॥ ১৭ ॥ ৩৬৭ ॥

তথা রাগ।

উত্তর না পাই যাই সখী কুঞ্জহি
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
তোহারি সম্বাদ কহিতে ভেল গদ গদ
হেরি চমকিত ভেল চিত ॥
সুন্দরি কানু মিলন ভেল ধন্দ।
নিশি-পতি-কাঁতি মলিন অব হেরিয়ে
টুটল সব পরবন্ধ ॥ ধ্রু ॥
এত শুনি রাই পাই মন-দুখচয়
চললহি অব নিজ গেহ।
রজনী উজার নাহ পন্থ পর
মিলল ঝামর দেহ ॥
দূর সঞে নাগর রাই বদন হেরি
চমকি হেরি ভেল ভীত।
গোবিন্দদাস ভণ ওহে নন্দ-নন্দন
ইহ কিয়ে পিরীতিক রীত ॥ ১৮ ॥ ৩৬৮ ॥

অথ খণ্ডিতা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ বা তুড়ী।

আজি কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
কি ভাব পড়েছে মনে সজল নয়ান ॥

মুখচাঁদ সুখাঞাছে কিসের কারণে।
অরুণ অধর কেন হৈয়াছে মলিনে॥
অলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে বাড়াইতে পায়॥
বাসুঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
কিবা রস আশে নিশি জাগি পোহাইল॥১৯॥৩৬৯॥

গান্ধার।

শুন মাধব কোন কলাবতী সোই।
প্রেম-হেম গহি আপন রঙ্গ দেই
এহেন সাজাওলি তোয়॥ ধ্রু॥

নয়নক অঞ্জনে অধর ভেল রঞ্জিত
নয়নহি তাম্বূল দাগ।
সিন্দুর-বিন্দু চন্দন-ইন্দু ঝাঁপল
উর পর যাবক-রাগ॥

বদন সোণার ভোরি রূপ লালসে
তাহে দেওল নথ-রেহ।
কোন গোঙারী তোহে অব পরশব
হেরি তুয়া ঝামর দেহ॥

অব রস-লালস কিয়ে দরশায়সি
নিলজ শোহ মৈলান।
গোবিন্দদাস কহ আপন পরশ দেহ
হেম ধরব নিজ বাণ॥ ২০॥ ৩৭০॥

বিভাষ ।

হৃদয়ান্তরমধিশয়িতং
রময় জনং নিজ-দয়িতং ॥
কিমকরুণমপরাধিকয়া ।
সম্প্রতি তব রাধিকয়া ॥
পরিহর কপট-তরঙ্গং ।
বেত্তি ন কা তব রঙ্গং ॥
আঘূর্ণতি তব নয়নং ।
যাহি ঝটিতি ভজ শয়নং ॥
অঙ্গুলেপং রচয়ালং ।
পশ্যতু নখ-পদ-জালং ॥
ত্বামিহ বিহসতি বালা ।
মুখর-সখীনাং মালা ॥
দেব সনাতন বন্দে ।
ন কুরু বিলম্বমলিন্দে ॥ ২১ ॥ ৩৭১ ॥

ভৈরবী ।

থির নয়নে ধনি তুয়া পথ হেরইতে
কুসুম পরাগ তহিঁ লাগি ।
নয়নক আরকত বাঢ়ল অতিশয়
তাহে পুন যামিনী জাগি ॥
মানিনি মিছুই বাঢ়ায়সি মান ।
কুঙ্কুম নখ-পদ বৈরী কয়ল কত
রোখে করসি সোই ভান ॥

তুয়া আগে পুন পুন করিয়ে নিবেদন
ইহ সব মিছই মান।
লহত পরীক্ষণ করতঁহি তুয়া আগে
সাঁচ কি মিছই জান॥
তুয়া বিনে শয়নে স্বপনে নাহি হেরিয়ে
তুয়া অনুগত হাম কান।
রাধামোহন পহুঁ তুয়া পায়ে নিবেদয়ে
ইথে নাহি জানহ আন॥ ২২॥ ৩৭২॥

সুহই।

মাধব কাহে কান্দায়সি হামে।
চলিয়াহ সো ধনী ঠামে॥
তোহারি হৃদয়ে অধিদেবী।
তাকর চরণ যাহ সেবি॥
যো যাবক তুয়া অঙ্গ।
তত্‌হি করহ পুন রঙ্গ॥
সোই পূরব তুয়া কাম।
কি ফল মুগধিনী ঠাম॥
এত কহ গদ গদ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস॥ ২৩॥ ৩৭৩॥

ধানশী।

সুন্দরি কাহে কহসি কটুবাণী।
তোহারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥

তুয়া আশোয়াসে জাগি নিশি বঞ্চনু
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগমদ-বিন্দু অধরে কৈছে লাগল
তাহে ভেল মলিন বয়ান ॥
হামারি মরম তুহুঁ ভাল রীতে জানসি
তব কাহে কহ বিপরীত ।।
ঐছন বচনে দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে
জ্ঞানদাস চিতে ভীত ।। ২৪ ।। ৩৭৪ ।।

গান্ধার।

আদরে বাদর করি কত বরিখসি
বচন অমিয়া-রস-ধারা।
যো রস-সাগরে ডুবি মরত জনু
পুণ-ফলে পায়নু পারা ।।
মাধব বুঝলু তোহে অবগাই।
নাগরী লাখ ভরল তুয়া অন্তর
কো পরবেশ বাতাই ।। ধ্রু ।।
কি ফল ইঙ্গিত নয়ন-তরঙ্গিত-
সঙ্গতি মনোরথ ফান্দে।
তুহুঁ নাগর-গুরু মোহে পরায়লি
কপট প্রেমময় বান্ধে ।।
দূর কর লালস রসিক-শিরোমণি
ব্রজ-রমণীগণ দেবা।
গোবিন্দ দাস কতহুঁ গুণ গাওব
তুয়া চরণে মঝু সেবা ।। ২৫ ।। ৩৭৫ ।।

ধানশী।

এতহুঁ বচন কহ মানিনী রাই।
কাতরে কানু মানায়ই তাই ॥
বাহু পাকড়ি কত সাধই কান।
ঝটকত কর-কঙ্কণ ঝনঝান ॥
সমুখে কহত কত কাতর বাণী।
বিমুখ ভেল তব কছু নাহি মানি ॥
পড়ইতে চরণে চলই করি রোখ।
বাহু পসারি মানাওত দোখ ॥
চরণে হেরি ঠেলি চললহি গোরী।
রোই নাগর চলু লোরে বিভোরি ॥
রোখে আওল ধনী আপন বাস।
নাগর চলি গেল হইয়া নৈরাশ ॥
কহে যদুনন্দন দাসক দাস।
গৌরদাস তহিঁ করু আশোয়াস ॥ ২৬ ॥ ৩৭৬ ॥

এতৎ সর্ব্বকালোচিতগীতং।

ইতি সপ্তম-পল্লবঃ।

অথ খণ্ডিতা।

ধীরামধ্যা-স্বভাবেন যথা।

ধীরাতু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসম্প্রিয়ং ॥

যথা।

স্বামিন্ যুক্তমিদং তবাঞ্জন-নবালক্ত-দ্রবৈঃ সর্ব্বতঃ
সংক্রান্তৈর্ধৃত-নীল-লোহিত-তনো র্যচ্চন্দ্র-রেখা-ধৃতিঃ।

একং কিন্ত্ববলোকয়াম্যনুচিতং হংহো পশূনাংপতে
দেহার্দ্ধে দয়িতাং বহন্ বহুমতামত্রাসি যন্নাগতঃ ॥

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভৈরবী।

পশ্য শচীসুতমনুপমরূপং।
কলিতামৃত-রস-নিরুপম-কূপং ॥
কৃষ্ণাগঃ-কৃত-মানস-তাপং।
লীলা-প্রকটিত-রুদ্রপ্রতাপং ॥
প্রকলিত-পুরুষোত্তম-সুবিষাদং।
কমলা-কর-কমলাঞ্চিত-পাদং ॥
রোহিত-বদন-তিরোহিত-ভাবং।
রাধামোহন-কৃত-চরণাশং ॥ ১ ॥ ৩৭৭।

অথ খণ্ডিতারসোচিত-শ্রীকৃষ্ণস্য চরণারবিন্দ-বন্দনং।

শ্রীরাগ।

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতং।
ব্রজ-বনিতা-কুচ-কুঙ্কুম-ললিতং ॥
বন্দে গিরি-বর-ধর-পদ-কমলং।
কমলা-কর-কমলাঞ্চিতমমলং ॥ ধ্রু ॥
মঞ্জুল-মণি-নূপুর-রমণীয়ং।
অচপল-কুল-রমণী-কমনীয়ং ॥
অতিলোহিত-মতিরোহিত-ভাবং।
মধু-মধুপীকৃত-গোবিন্দদাসং ॥ ২ ॥ ৩৭৮ ॥

ললিত।

দেখ সখি হেরি কিয়ে নাগর-রাজ।

বিপরীত বেশ বিভূষণ হেরিয়ে
কোন কয়ল ইহ কাজ॥

ঢুলি ঢুলি চলত খলত পুন উঠত
আওত ইহ মঝু কান্ত।

স্থল-পঙ্কজ-দল নয়ন-যুগল-বর
যামিনী জাগি নিতান্ত॥

মুখ বিধু-রাজ মলিন অব হেরিয়ে
অরুণ-কিরণ-ভয় লাগি।

অলক-নিকর-উড়ু ভাল-গগন পর
নিশি-অবসান ভয় ভাগি॥

বান্ধুলী অধরে হেরি জনু নীলম
কাজর করি অনুমান।

অপরূপ দরশন কাঁতি জনু দরপণ
সো অব রঙ্গিম ভান॥

উর পর নখ-পদ তনু তনু নিরমদ
অনুক্ষণ অলসে বিভোর।

যাবক-রাগ দাগ কিয়ে শোভন
ঘন ঘন ভুজ-যুগ মোড়॥

শ্যামর অঙ্গে নীল অম্বর কিয়ে
জলদে জলদ মিলি গেল।

দুরহি দিগ- বসন জনু হেরিয়ে
ঐছন মরমহিঁ ভেল॥

টল মল চরণ- যুগল মণি-মঞ্জীর
ঝনর ঝনর ঘন বাজে।
কহ বলরাম- দাস ইহ বিপরীত
হেরত নাগর-রাজে ॥ ৩ ॥ ৩৭৯ ॥

ধানশী।

শ্যামর-তনু কিয়ে তিমির বিরাজ।
সিন্দুর-চিহ্ন কিয়ে অরকত সাজ ॥
তরল তার কিয়ে চটুল হার।
নখ-পদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার ॥
ঐছে দশা কর হেরইতে কান।
প্রাতর পহিল রজনী ভেল ভান ॥ ৪ ॥ ৩৮০

রামকেলি।

উমত ঝুমত ঢরত ঢরত
ঢরল ঢরত থোর।
মধুর মূরতি পূজল যুবতী
শোণ কুসুম জোর ॥
সখি শ্যাম নাগর দেখ।
রজনী জাগরে অরুণ লোচন
হৃদয়ে নখর-রেখ ॥ ধ্রু ॥
কটি আভরণ নীল বসন
আন কহিঁ আন বেশ।
বকুল-মাল ভ্রমরী-জাল
সৌরভে ভুলল দেশ ॥

অধর অরুণ অমিয়া ঝরণ
রসবতী রস নেল।
নয়ন-কমলে মধু পিবইতে
ভ্রমর বরণ ভেল॥
কিঙ্কিণী-জাল অতি রসাল
ঝিমরি ঝিমরি বাজে।
নরহরি পহুঁ গিরত গিরত
রাই অঙ্গন মাঝে॥ ৫ ॥ ৩৮১ ॥

বিভাষ।

ডগ মগ অরুণ উজাগর লোচন
উরে নখ পরতীত রেখা।
রতি রণে রমণী পরাভব মানই
দেওল রতি-জয়-লেখা॥
মাধব অব কি কহব তুয়া আগে।
না জানিয়ে রতি-রস ও সুখ সম্পদ
কি ফল তুয়া অনুরাগে॥ ধ্রু॥
রতি-রসে অলস অবশ দিঠি মন্থর
নিরবধি নিঁদক সেবা।
কোন কলাবতী করি কত আরতি
পূজল মনোরথ দেবা॥
বচন রচন করি কিয়ে পরবোধসি
নিরবধি অন্তরে সোই।
গোবিন্দদাস কহ পরশ-তুল নহ
পরশনে রস নাহি হোই॥ ৬॥ ৩৮২॥

ধানশী ।

গগনহি এক চাঁদ নাহি দোসর
ধরু যাহে নীলম চিন্ ।
অরুণ উদয়ে পুন লাজে মলিন তনু
বেকত না হোয়ত দিন ॥
মাধব অপরূপ তোহারি বিলাস ।
তুয়া উর-অম্বরে চাঁদ ঘটাওল
দিনহি হোত পরকাশ ॥ ধ্রু ॥
বিহিক শকতি জিতি কোন কলাবতী
অরুণ ঘটাওল তায় ।
তছু সেবন বিনু প্রাতরে তোহে পুন
আনত গমন না যুয়ায় ॥
জানমু অতয়ে করমি হাম বহু পুণ
তাহে তুহুঁ আপনাহি আব ।
কহ ঘনশ্যাম- দাস হাম কৈছনে
ঐছন দরশন পাব ॥ ৭ ॥ ৩৮০ ॥

ললিত ।

ভাল হৈল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ ।
অব হাম বুঝল বিদগধ-রাজ্ ॥
নয়ন কি কাজর অধরহি শোভা ।
বান্ধি রহল অলি অতি মনোলোভা ॥
আজু ঝামর অতি শ্যামর অঙ্গ ।
যতনে গোপত রহু যামিনী-রঙ্গ ॥
ক্ষণে ক্ষণে নয়ন মুদসি আধ-তারা ।

কহইতে বচন, বচন আধ হারা ॥
যাবক আধক উর পর লাগ।
অনুক্ষণ সো ধনী করু অনুরাগ ॥
সুরঙ্গ সিন্দূর-বিন্দু ললিত কপালে।
ধরল প্রবাল জনু তরুণ তমালে ॥
ভাবে পুলকিত তনু রহল সমাধি।
জ্ঞানদাস কহে উপজল আধি ॥ ৮ ॥ ৩৮৪ ॥

ধানশী।

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
বিনি অপরাধে কহসি কেনে আন ॥
পূজল পশু-পতি যামিনী জাগি।
গমন-বিলম্ব ভেল তথি লাগি ॥
লাগল কুঙ্কুম মৃগমদ-দাগ।
উচ্চারিতে মন্ত্র অধরে নাহি রাগ ॥
রজনী উজাগরি লোচন ভোর।
তথি লাগি তুহুঁ মুঝে বোলসি চোর ॥
নব কবিশেখর কি কহব তোয়।
শপথি করহ তবে পরতীত হোয় ॥ ৯ ॥ ৩৮৫ ॥

ধানশী।

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত।
তুয়া কুচ হেম-ঘট　　হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত ॥ ধ্রু ॥

তোহে ছাড়ি হাম যদি পরশব কোয়।
তুয়া হার-নাগিনী কাটব মোয়॥
হামার বচনে যদি নহে পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত॥
ভুজ-পাশে বান্ধি জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥
উরু-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি॥ ১০॥ ৩৮৬

ভৈরবী।

যাং সেবিতবানিশি জাগরী।
তামভজৎ স্ম্রা নিশি নাগরী॥
কপটমিদং তব বিন্দতি হরে।
নাবসরং পুনরালিনিকরে॥
মা কুরু শপথং গোকুল-পতে।
বেত্তি চিরং কা চরিতং নতে॥ ধ্রু॥
মুক্ত-সনাতন-সৌহৃদ-ভরে।
ন পুনরহং ত্বয়ি রসমাহরে॥ ১১॥ ৩৮৭॥

বিভাষ।

তুহুঁ না পরশ যদি মোয়।
পিরীতি কৈছে তব হোয়॥
ইথে লাগি শরণ তোহারি।
মানহ পরশ হামারি॥

যদি জানসি মঝু দোথ।
মোহে হেরি সম্বর রোথ॥
এ তুয়া চরণ ধরি হাম।
কহি পদ-যুগ ধরু শ্যাম॥
তাহে না টুটল মান।
মানিনী উপেখি চলু কান॥
কুঞ্জ-অঙ্গনে কুঞ্জ-রাজ।
কাঁপি পড়ল ক্ষিতি মাঝ।
ফেরি নেহারত রাই।
মরি মরি করত কানাই॥
ভুজগে কাটল তনু ওর।
কপটহি মুরুছল ভোর॥
বজর পড়ল শুনি বোলে।
রাই ধরি বন্ধু করু কোলে॥
উঠল নাগর-বর শূর।
মান-গরব ভেল চুর॥
মন্ত্র-শিরোমণি ব্রজচাঁদ।
সো ইহ পড়ল পুন ফাঁদ॥
ধনী মুখ মোছল বাসে।
চুম্বন কয়ল বহু আশে॥
নিরসল হেরি বিহান।
সব রস করু সমাধান॥
কো সমুঝাব দুহুঁ লেহ।
দুহুঁ তনু বান্ধয়ে থেহ॥

কবি-শেখর রস গায়।
দুহুঁ জন প্রেম সহায়॥ ১২ ॥ ৩৮৮ ॥

ইত্যাদি মিলনং।

ইতি দ্বিতীয়-শাখায়াং অষ্টম-পল্লবঃ॥

পুনশ্চ খণ্ডিতা ধীরামধ্যা যথা।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

কি লাগিয়া আমার গৌরাঙ্গ রায়।
আবেশে শ্রীবাস মন্দিরে যায়॥
কিবা ভাবে গোরা জাগিল নিশি।
কি লাগি মলিন বদন-শশী॥
অলসে আউলাইয়া পড়িছে গা।
চলিতে না চলে কমল পা॥
গৌর বরণ ঝামর ভেল।
নিশি-শেষে কেবা এত দুখ দেল॥
কহয়ে রসিক ভকতগণ।
রাধার ভাবে বিভাবিত মন॥
পরসাদে কহে আমার গোরা।
কাহারে কি কহে প্রলাপ পারা॥ ১ ॥ ৩৮৯

ললিত।

আরে মোর আরে মোর সোণার বন্ধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দুর॥

বদন-কমলে কিবা তাম্বূল শোভিত।
পায়ের নখের ঘায়ে হিয়ায় বিদিত॥
না আইস না আইস বন্ধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিল তোমার এই সব রীত॥
সাধিলা মনের সাধ কি আর বিচার।
দূরে রহ দূরে রহ প্রণতি আমার॥
চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিলা কেমনে।
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে॥ ২ ॥ ৩৯০ ॥

রামকেলি।

শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত।
কহিলে প্রতীত নহে জগতে বিদিত॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি।
এতেক না কহ ধনি অসঙ্গত বাণী॥
সঙ্গতি হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গতি হইলে পাইব বড় দুখ॥
মিছা কথায় যত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যেই সেই ত পাপিনী॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সবে কেনে।
তাহার এমন বাদ হইবে তখনে॥
চণ্ডীদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কি যাবে॥৩॥৩৯১॥

বিভাষ।

হেদে হে নিলাজ বন্ধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস॥
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী আজি পাইয়াছিল লাগ॥
নখ-পদ বিরাজিত রুধিরে পুরিত।
আহা মরি কিবা শোভা করিলে ভূষিত॥
কপালে সিন্দুর-রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইহ তুমি, ইহার সব রঙ্গ জানি॥ ৪ ॥ ৩৯২ ॥

ধানশী।

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন॥
বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনে দিবা নিশি কিছু না জানিয়ে॥
ফাগু-বিন্দু দেখিয়া সিন্দুর-বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ-দাগ মিছাই ভাবহ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলিতে চায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর॥ ৫ ॥ ৩৯৩ ॥

সুহই।

ছল করি বাণী কতয়ে পরলাপসি
তোহারি বচন পরমাণ।
চারি প্রহর রাতি জাগিয়া পোহায়নু
আওলি রাতি-বিহান॥
মাধব আজি বড় দেয়লি দুখ।
আগে ইহ আরতি না বুঝিয়া অব তোহে
হেরি পাওল বড় সুখ॥
ভালহি সিন্দুর কাজরে পূরল
বদনহি দশ নখ-রেখ।
হেরইতে তোহে লাজ মোহে হোয়ত
যাবক-রাগ পরতেক॥
কমলিনী পাই সব রস ভুললি
না বুঝলি মালতী-গন্ধ।
কহই গোপাল- দাস নাহি সমুঝিলি
কি ফুলে কিয়ে মকরন্দ॥ ৬॥ ৩৯৪॥

তথা রাগ।

অন্তরে রাইক গোপন মান।
ইঙ্গিতে বচনহি সমুঝল কান॥
কত ছল বচনহি সাধল তায়।
তা কর শ্রবণহি কছু নাহি ভায়॥
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ল কোপ-তরঙ্গ।
কহইতে বদনহি বচন-বিভঙ্গ॥

বুঝল নাগর সো পরকার।
বিনতি বচন নাহি শুনব আর॥
চরণ যুগল ধরি ভাঙ্গিয়ে মান।
ঐছন মনহি বিচারল কান॥
তব ধনী মানিনী পরিহরি গেল।
কহ মোহন অব বিপরীত ভেল॥ ৭॥ ৩৯৫

তথা রাগ।

মন মাহা কোপ বেকত নাহি ভেল।
ঐছন মানিনী ঘর মাহা গেল॥
গুণি গুণি মাধব চলু নিজ বাস।
দ্বন্দ্ব পড়ল অব না পূরল আশ॥
মনহি বিচারয়ে রসময় কান॥
কৈছনে আজুক টুটব মান॥
নিরজনে বৈঠিয়া রহল মুরারি।
তেজল গোঠক গমন বিহারী॥
সুবল সথা সঞে যুকতি দঢ়াই।
যোই মনোরথ পূরব তাই॥
কি কহব মোহন ও পরসঙ্গ।
কত কত চাতুরী রভস-তরঙ্গ॥ ৮॥ ৩৯৬॥

তত্রান্তরে মিলনং।

কামোদ।

গোরথ জাগাই শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে
জটিলা ভিখ আনি দেল।
মৌনী যোগেশ্বর মাথ হিলায়ত
বুঝল ভিখ নাহি নেল॥

জটিলা কহত তব কাহা তুহুঁ মাগত
যোগী কহত বুঝাই।
তেরে বধূ হাত ভিখ হাম লেয়ব
তুরিতহি দেহ পাঠাই॥
পতি-বরতা বিনু ভিখ লেউ যব
যোগী-বরত হোয়ে নাশ।
তাকর বচন শুনিতে তনু পুলকিত
ধাই কহে বধূ পাশ॥
দ্বারে যোগীবর পরম মনোহর
জ্ঞানী বুঝল অনুমানে।
বহুত যতন করি রতন থালী ভরি
ভিখ দেহ তছু ঠামে॥
শুনি ধনী রাই আই করি উঠল
যোগী নিয়ড়ে হাম যাব।
জটিলা কহত যোগী নহ আন মত
দরশনে হোয়ব লাভ॥
গোধূম-চূর্ণ পূর্ণ থালী পর
কনক কটোরি ভরি ঘিউ।
কর যোড়ে রাই লেহ করি ফুকরই
তাহে হেরি থর হরি জিউ॥
যোগী কহত হাম ভিখ নাহি লেয়ব
তুয়া মুখ বচন এক চাই।
নন্দ-নন্দন পর যো অভিমান সো
মাফ করহ ঘর যাই॥

শুনি ধনী রাই চীরে মুখ ঝাঁপল
ভেখধারী নটরাজ।
গোবিন্দদাস কহ নটবর-শেখর
সাধি চলত মনকাজ ॥ ৯ ॥ ৩৯৭ ॥

ধানশী।

জটিলা পাশ ফুকরি তহিঁ বোলত
বহুরি বেরি কাহে থাড়ি।
ললিতা কহত অমঙ্গল শুনলু
সতী পতি-ভয় অতি গাঢ়ি ॥

শুনি কহে জটিলা ঘটল কি অকুশল
ঘর সঞে বাহির হোয়।
বহুরীক পাণি পাণি ধরি হেরই
কিয়ে অকুশল কহ মোয় ॥

যোগেশ্বর ফেরি বহুরীক পাণি ধরি
কুশল করব বলদেব।
ইহ এক অঙ্ক বঙ্ক বিশঙ্কউ
ধনহুঁ পশু-পতি সেব ॥

পূজক মন্ত্র তন্ত্র বহু আছয়ে
সো ইহ কছু নাহি জান।
জটিলা কহে আন দেব কাহে পাওব
তুহুঁ বীজ কর ইহ দান ॥

এত কহি দুহুঁক মন্দিরে পরবেশল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
মনমথ তন্ত্র পঢ়াওল দুহুঁ জনে
পূরল দুহুঁ মনকাম ॥
পুন দুহুঁ জন মন্দির সঞে নিকসল
জটিলা সনে কহি ভাখি।
যব ইহ গৌরী আরাধনে যাওব
বিধবা জনে ঘরে রাখি ॥
এত কহি সবহুঁ চলল নিজ মন্দিরে
যোগী চরণে পরণাম।
বিদ্যাপতি কহ নটবর-শেখর
সাধি চলল মনকাম ॥ ১০ ॥ ৩২৮ ॥

সবহুঁ আপন ভবনে চলি গেল।
সুবদনী চিতে চমক ভেল ॥
নাসা পরশি রহল ধন্দ।
ঈষত হাসয়ে বয়ান-চন্দ্র ॥
সখি হে অপরূপ বর কান।
কাহাঁ গেও মঝু সে হেন মান ॥
যো কিছু কহল রসিক-রাজ।
কহিতে সবহুঁ বাসিয়ে লাজ ॥
বিদ্যাপতি কহে ঐছন কান।
দাস গোবিন্দ এ রস ভাণ ॥ ১১ ॥ ৩২৯ ॥

ইতি নবম-পল্লবঃ ॥

পুনশ্চ খণ্ডিতা । প্রকারান্তরং যথা ।

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

বিভাব ।

সহজে গৌর প্রেমে গর-গর
ফিরাঞা যুগল আঁখি ।
দামিনী সহিতে সুন্দর জলদে
অরুণ কিরণ দেখি ॥
উঠিল ভাবের তরঙ্গের রঙ্গ
সম্বরি না পারি চিতে ।
কহে কি লাগিয়া কিবা সাজাইয়া
কেন কৈল হেন রীতে ॥
এ রাধামোহন কহে বৃষভানু-
সুতা-রসে ভেল ভোর ।
হেন ছলে বলে উদ্ধারে সকলে
কিছু না হইল মোর ॥ ১ ॥ ৪০০ ॥

তথা রাগ ।

মধু-ঋতু যামিনী উজাগরি নাগরী
নাগর মিলনক আশে ।
সো সব আনুত আনমত হোয়ল
ভৈগেল তবহি নৈরাশে ॥
অপরূপ প্রেমক রীত ।
নিজ মন্দিরে ধনী গমন করল পুন
নাহ রহে উপনীত ॥ ধ্রু ॥

হেরল নাহ- বদন যব সুবদনী
নাগর চমকিত ভেল ।
ধনী কহে শুন বর- নাগর-শেখর
আজু রজনী কাহা গেল ॥
সুন্দর সিন্দূর- বিন্দু ভালোপর
কিয়ে ভেল অপরূপ শোভা ।
অধর সুরঙ্গ রঙ্গ অব হেরিয়ে
তছু পর মৃগমদ আভা ॥
উরে যাবক হেরি দুঃখিত হৃদয় মরি
কোন রমণী অছু কেল ।
রাধামোহন দাস কিয়ে বোলব
পিরীতি-দ্বন্দ্ব অব ভেল ॥ ২ ॥ ৪০১ ॥

কেদার ।

ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে ।
প্রভাতে দেখিল মুখ, দিব যাবে ভালে ॥
বন্ধু তোমায় বলিহারি যাই ।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ মুখ চাই ॥
আই আই পড়েছে রূপ কাজরের শোভা ।
ভালে সে সিন্দূর তোমার মুনির মনোলোভা ॥
খর-নখ-দংশনে অঙ্গ জর জর ।
ভালে সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর ॥
নীল পটের শাটী কোঁচার বলনী ।
রমনী-মোহন হৈয়া বঞ্চিলা রজনী ॥

সুরঙ্গ যাবক-রঙ্গ উরেভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে॥
চারি পানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মোছে।
চণ্ডীদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে॥ ৩॥ ৪০২॥

রামকেলি।

কলধৌত-কান্তি-কলেবর গৌরী।
কান্তক কত দুখ না জানসি থোরি॥
কৈতব বচন না কহে তুয়া কান।
কোপে করসি তুহুঁ কত মত ভান॥
কুসুমিত-কাননে জাগলু তুয়া লাগি।
কেবল করল উচিত হিয়ে লাগি॥
কুসুমক হার করলু কত রাধে।
কণ্ঠে করসি যদি পূরয়ে সাধে॥
কপট না করইতে কোপিনী থোরি।
কাতর অন্তর না করহ মোরি॥
কামিনী-কুকরম কতয়ে হামারি।
কহ রাধামোহন পহুঁক বলিহারি॥ ৪॥ ৪০৩।

বিভাষ।

আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক
ভালহি সিন্দুর দহনা।
চন্দন-চন্দ্র মাহা লাগল মৃগমদ
তাহে বেকত তিন নয়না॥
মাধব অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা।
জাগর-পুণ্য-ফলে প্রাতয়ে ভেটনু
দূরেহি দূরে রহ সেবা॥ ধ্রু॥

চন্দন-রেণু- ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম-সম ভেল ।
তোহারি বিলোকনে মঝু মনে মনসিজ
মনোরথ সঞে জরি গেল ।
তবহুঁ বসন ধর কাঁহে দিগম্বর
শঙ্কর নিয়ম উপেখি ।
গোবিন্দদাস কহই পর অম্বর
গলইতে দেখি না দেখি ॥ ৫ ॥ ৪০৪ ॥

কামোদ বা সুহই ।

সহজই গৌরী রোখে তিন লোচন
কেশরী জিনিয়া মাঝ ক্ষীণ ।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে
শৈল-সুতা করি চিন ॥
সুন্দরি অব তুহুঁ চণ্ডী-বিভঙ্গ ।
যব মহাশঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর
দেয়বি মোহে আধ অঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
কালীয় কুটিল ভাঙ্গ ভুজঙ্গম
সম্বন্ধ তাকর দন্ত ।
পশুপতি দোখে রোখে নাহি সমুঝিয়ে
হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ ॥
দহন মনোভবে তুহুঁ জিয়ায়বি
ঈষত-হাস বর দানে ।
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডয়ে
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥ ৬ ॥ ৪০৫ ॥

ভূপালী।

রজনী গোঙায়লি রতি-সুখ সাধে।
বিহানে তেজলি তাহে কোন অপরাধে॥
সোই চণ্ডী তুহুঁ শঙ্কর দেব।
তনু আধ দেই তাহে যাই সেব॥
কি কহব যে সব কয়লি তুহুঁ কাজ।
লাজ পায়বি অব রঙ্গিণী সমাজ॥
ভাগল সহচরী না বোলই কোই।
পালটী চল মুখে আচল গোই॥
বসন হেরি অঙ্গ ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব।
পুন কি কহব তোহে কৈতব ছন্দ॥
গোবিন্দদাস চললি আগুসারি।
আওল মন্দিরে কোই লখই না পারি॥৭॥৪০৬॥

ইতি উত্তর-প্রত্যুত্তরপ্রকরণং।

দশম-পল্লবঃ॥

অথ অধীরা মধ্যাস্বভাবেন।

খণ্ডিতা।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
পূরব প্রেম ভরে মুছু চলি যায়॥
অরুণ নয়ন মুখ বিরস হইয়া।
কোপে কহয়ে পহুঁ গদ গদ হিয়া॥

জানমু তোহারে তোর কপট পিরীতি।
যা সঞ্চে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর নতি॥
এত কহি গৌরাঙ্গের গর গর মন।
ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি-জাগরণ॥
কহে নরহরি রাধা-ভাবে হৈল হেন।
পাই আশোয়াস বঞ্চিত হৈল যেন॥ ১॥ ৪০৭॥

তথা রাগ।

যামিনী জাগি অলস দিঠি-পঙ্কজে
কামিনী-অধরক রাগ।
বান্ধুলী অরুণ অধরে ভেল কাজর
ভালোপরি অলতক দাগ॥
মাধব দূর কর কপট সুলেহ।
হাতকি কঙ্কণ কিয়ে দরপণে হেরি
চল তুহুঁ তাকর গেহ॥ধ্রু॥
সো স্মর-সমরে সুধীর কলাবতী
রতি-রণে বিমুখ না ভেল।
নখর-কৃপাণে হানি উর অন্তর
প্রেম-রতন হরি লেল॥
প্রেম-ধন-বিহীন পুরুষে অব কো ধনী
জানি করব বিশোয়াস।
গুণ বিনু হার সাখী এক তুয়া হিয়ে
দোসর গোবিন্দদাস॥ ২॥ ৪০৮।

ললিত ।

কোপ হৃদয়ে যনু অঙ্গ না হেরসি
ভাঁতি আঁচরে পসারি ।
খল-জন-বচনহি কছু নাহি শুনসি
সাঁচহুঁ বচন হামারি ॥
মানিনি যব কোপ করবি অন্তরায় ।
গুণ অবগুণ ভাল মন্দ বিচারল
তবহি বুঝলু ভাল যায় ॥
ঐছন ভাতি পুন নয়ন-কোণে নিজ
হেরসি হামারি বয়ান ।
হামারি হৃদয়ে হৃদয় অব ধারিয়ে
নখ-পদ অছু অনুমান ॥
ইথে যদি দোষ- লেশ তুহুঁ পায়বি
তবহি করহি অপমান ।
রাধামোহন পহুঁ কহ নহ আন মত
যদি দুহুঁ একই পরাণ ॥ ৩ ॥ ৪০৯ ॥

সুহই ।

চল চল মাধব করহ পয়ান ।
জাগিয়া সকল নিশি আইলা বিহান ॥
হাম ব্রহ্মচারী রহি একেশরিয়া ।
চাতুরী না কর চলহ পাতরিয়া ॥
নিরছি পাণি না কর মোর আগে ।
কেমনে মিটাওবি ইহ রতিলাগে ॥

যাহ চলি চঞ্চল না কর জঞ্জাল।
দগধ পরাণ দগধ কত আর ॥
বিমুখ ভেল ধনী না কহই আর।
দাস অনন্ত অব কি কহিতে পার ॥ ৪ ॥ ৪১০ ॥

ধানশী।

মানিনি কর যোড়ে কহি পুন তোয়।
বিনি অপরাধে বাদ দেই ভামিনি
কাহে উপেখসি মোয় ॥ ধ্রু ॥
তুয়া লাগি সব নিশি জাগিয়া পোহাইনু
একলি নিকুঞ্জক মাহ।
তোহারি বিয়োগে হাম বন মাহা লুঠলু
তুহুঁ রতি-চিহ্ন কহ তাহ ॥
গোকুল-মণ্ডলে কতয়ে কলাবতী
হাম নাহি পালটি নেহারি।
নিশি দিশি তুয়া গুণ ভাবিয়ে এক মন
কি কহব কহই না পারি ॥
কোপে কমল-মুখি কছু নাহি শুনসি
তুয়া নিজ কিঙ্কর হাম।
বংশীবদন অব কতয়ে সমুঝায়ব
কোপিনী কামিনী ঠাম ॥ ৫ ॥ ৪১১ ॥

পঠমঞ্জরী।

দূরে কর মাধব কপট সোহাগ।
হাম সমুঝল সব তুয়া অনুরাগ ॥

ভান ভেল অলপে মিটল সব দ্বন্দ্ব ।
ভাল নহে কবহুঁ আশ-পরিবন্ধ ॥
তুহুঁ গুণ-সাগর সো গুণ জান ।
গুণে গুণে বান্ধল মদন পাঁচবাণ ॥
তুরিত চলহ তাঁহা না কর বেয়াজ ।
ভ্রমর কি তেজই নলিনী-সমাজ ॥
কৈতবিনী হামরা কৈতব নাহি তায় ।
তোহারি বিলম্ব অব নাহিক যুয়ায় ॥
বিমুখ ভেল ধনী গদ গদ ভাষ ।
বিনতি না শুনয়ে বলরামদাস ॥ ৬ ॥ ৪১২ ॥

তথা রাগ ।

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ ।
কর যোড়ে মাধব মাগে পরসাদ ॥
নয়নে গলয়ে লোর গদ গদ বাণী ।
রাইক চরণে পসারল দুহুঁ পাণি ॥
চরণ-যুগল ধরি করু পরিহার ।
রোই রোই বচন কহই নাহি পার ।
মানিনী না হেরই নাহ-বয়ান ।
পদ-তলে লুঠয়ে নাগর কান ॥
চরণ ঠেলি জনি যাওত রাই ।
বলরাম দাস কানুমুখ চাই ॥ ৭ ॥ ৪১৩ ॥

ভৈরবী ।

রজনী-জনিত-গুরু-জাগর-রাগ-কষায়িতমলস-নিমেষং ।
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিত-রসাভিনিবেশং ॥

হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতব-বাদং।
তামনুসর সরসীরুহ-লোচন যা তব হরতি বিষাদং॥
কজ্জল-মলিন-বিলোচন চুম্বন-বিরচিত নীলিম রূপং।
দশন-বসনমরুণন্তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপং॥
বপুরনুহরতি তব স্মর-সঙ্গর-খর-নখর-ক্ষত-রেখং।
মরকত-শকল-কলিত-কলধৌত-লিপেরিব রতি-জয়-লেখং॥
চরণ-কমল-গলদলক্তক-সিক্তমিদন্তব হৃদয়মুদারং।
দর্শয়তীব বহির্মদন-দ্রুম-নব-কিশলয়-পরিবারং॥
দশন-পদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদং।
কথয়তি কথ মধুনাপিময়া সহ তব বপোরেতদভেদং॥
বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনং।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসম-শরজ্বরদূনং॥
ভ্রমতি ভবানবলা কবলায়'বনেষু কিমত্রবিচিত্রং।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূ-বধ-নির্দ্দয়-বালচরিত্রং॥
শ্রীজয়দেব-ভণিত-রতি-বঞ্চিত-খণ্ডিত-যুবতি-বিলাপং।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপং॥৮॥৪১৪॥

ধানশী।

ধিক রহু মাধব তোহারি সোহাগ।
ধিক রহু যো ধনী তোহে অনুরাগ॥
চলহ কপট শঠ না কর বেয়াজ।
কৈতব বচনে অবহুঁ কিয়ে কাজ॥
অহজই আনলে দগধ অঙ্গ।
কাহে দেহ আহুতি কচন-বিভঙ্গ॥

সো ধনী কামিনী গুণবতী নারী।
হাম নিরগুণ রতি-রভসে কোঙারি॥
সোই পূরব তুয়া হিয়া অভিলাষ।
বঞ্চলি ইহ নিশি যো ধনী পাশ॥
পুন পুন কাহে ধরসি মঝু পায়।
তুহুঁ বহু-বল্লভ তোহে না যুয়ায়॥
সিন্দূর কাজর ভালহি তোর।
ছল করি চরণে লাগায়সি মোর॥
কহইতে রোখে অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ বলরাম ইহ প্রেম-তরঙ্গ॥ ৯॥ ৬১৫॥

সখ্যুক্তি।

গান্ধার।

সুন্দরি অব তুহুঁ তেজসি কান।
সুখময় কেলি- নিকুঞ্জে যব বৈঠবি
তব কাঁহা রাখবি মান॥
ইহ নাগর-বর রসিক-কলা-গুরু
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
লঘুতর দোখহি রোখ বাঢ়ায়সি
চরণহি ঠেলসি তায়॥
প্রেম-লছিমি হিয় ছোড়ল বুঝি অব
মান অলখি পরবেশ।
গুণ বিছুরাহ দোখি সব দোসই
আরতি ছোড়ল দেশ॥

ইহ অলখী যব তোহে ছোড়ি যাওব
তব গুণ-গণ সোঙরাব।
রোই পুন হামারি বাহু ধরি সাধবি
তব কোই নিয়ড়ে না যাব॥
সহচরী এতহুঁ বচন নাহি শুনয়ে
কোপ ভরল সব অঙ্গ।
কহ বলরাম চমক মোহে লাগল
সখীক বচন ভেল ভঙ্গ॥ ১০॥ ৪১৬॥

কৌ রাগিণী।

কানুক মিনতি না মান।
মন্দিরে করত পয়ান॥
কতহুঁ করত অনুরোধ।
কিছু না মানয়ে পরবোধ॥
সহচরী কতহুঁ বুঝাই।
তাহে বিমুখ ভেল রাই॥
রোখে চলয়ে নিজ বাস।
কি কহব মোহন দাস॥ ১১॥ ৪১৭॥

অত্রান্তরে দুর্জ্জয়-মানঃ।

তস্য মিলনং।

তিরোতা ধানশী।

কত রূপে মিনতি করল বর-নাহ।
গলে পীতাম্বর ঠাড়হিঁ কর যোড়ি
তব ধনী পালটি না চাহ॥

তবহুঁ রসিক-রাজে সিরজিয়া মনোমাঝে
গদ গদ কহে আধ বাত।
পাঁচ-বদন অহি মঝু মুখ দংশল
জর জর ভেল সব গাত॥
এত কহি নাগর কাঁপই থর থর
মূরছি পড়ল সোই ঠাম।
কি ভেল কি ভেল বলি রাই ধাই চলি
কোরে করল ঘনশ্যাম॥
শীতল সলিল লেই নয়নে বয়নে দেই
নীল-বসনে করু বায়।
চেতন পাইয়া হরি উঠল অঙ্গ মোড়ি
উদ্ধব দাস গুণ গায়॥ ১২ ॥ ৪১৮ ॥

তথা রাগ।

দূরে গেও মানিনী-মান।
রাইক কোরে মগন ভেল কান॥
অরুণ উদয় ভেল দেখি অতি ভীত॥
নাগর নাগরী চমকিত চিত॥
শ্যাম-করে ধরি ধনী কহে মৃদু বোল।
নিজ গৃহে চল অব নহ উতরোল॥
দেব আরাধনে আওব হাম।
পুন দরশন হোয়ব সোই ঠাম॥
রসিক-শেখর তুহুঁ বিদগধ কান।
হাম অবলা গুণ-হীন মতি বাম॥

কঠিন বচন হাম যে কহলু তোয়।
ইথে কিছু অপরাধ না লহবি মোয়॥
এত কহি দুহুঁ চলু নিজ গেহ।
মন্দিরে আওল লখই না কেহ॥
ঐছন রসময় দুহুঁক চরিত।
উদ্ধব দাস হেরি হরষিত চিত॥ ১৩ ॥ ৪১৯ ॥

ইতি একাদশ-পল্লবঃ॥

অথ ধীরাধীরা মধ্যা যথা

ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ং।

সৈব খণ্ডিতা।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ। প্রকারান্তরং যথা।

গান্ধার।

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া।
অবনত বদন করিয়া॥
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
রজনী জাগিল হেন সাখী॥
বিরস বদন কহে বাণী।
আশা দিয়া বঞ্চিল রজনী॥
কান্দিয়া কহয়ে গোরা রায়।
এ দুখ সহনে নাহি যায়॥
কাতরে করে সবিষাদ।
নরহরি মাগে পরসাদ॥ ১॥ ৪২০॥

ভৈরবী ।

পশ্য শচী-সুতমনুপমরূপং ।
কলিতামৃত-রস-নিরুপম-কূপং ॥
কৃষ্ণাগঃ-কৃত-মানস-তাপং ।
লীলা-প্রকটিত-রুদ্রপ্রতাপং ॥
প্রকটিত-পুরুষোত্তম-সবিষাদং ।
কমলা-কর-কমলাঞ্চিত-পাদং ॥
রোহিত-বদন-তিরোহিত-ভাষং ।
রাধামোহন-কৃত-চরণাশং ॥ ২ ॥ ৪২১ ॥

বিভাষ ।

নখ-পদ হৃদয়ে তোহারি ।
অন্তর জ্বলত হামারি ॥
অধরহি কাজর তোয় ।
বদন মলিন ভেল মোয় ॥
হাম উজাগরি রাতি ।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি ॥
কাঁহে মিনতি করু কান ।
তুহুঁ হাম একই পরাণ ॥
হামারি রোদন অভিলাষ ।
তুহুঁক গদ গদ ভাষ ॥
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ ।
হাম গোরী তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ ॥
অতয়ে চলহ নিজ বাস ।
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস ॥ ৩ ॥ ৪২২ ॥

তথা রাগ। কন্দর্প তাল।

কাহা নখ-চিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি
ইহ নব কুঙ্কুম-রেহ।
কাজর-ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্জসি
ঘন মৃগমদ-রস এহ॥
ভামিনি মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি
দিনহিঁ তরুণি দিঠি মন্দ॥ ধ্রু॥
গৈরিক হেরি বৈরী সম মানসি
উর পর যাবক-ভানে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দু-মুখি নিন্দসি
সিন্দুর করি অনুমানে॥
তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী
অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥ ৪॥ ৪২৩॥

ধানশী।

জানলু এ হরি তোহারি সোহাগ।
যাকর দেহলী রজনী গোঙায়লি
তাহি করহ অনুরাগ॥ ধ্রু॥
রতি-রণ-পণ্ডিত বেশ অখণ্ডিত
ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ।
অতয়ে অনুমানিয়ে বেকত উজাগরি
বিঘটন ভামিনী-সঙ্গ॥

অতি অনুরূপ গতি   এই বচন সতি
আজু দেখনু পরতেক ।
যো পরবঞ্চক   বিহি তারে বঞ্চউ
দুরজন দেখি না দেখ ॥
তুহুঁ রস-সাগর   বিদগধ নাগর
হাম মুগধী কুল-নারী ।
গোবিন্দ দাস   কহই অব হরি সঞে
অনুনয় বুঝই না পারি ॥ ৫ ॥ ৪২৪ ॥

তথা রাগ ।
তাল দশকুশী ।

রাইক চরিত   বুঝি বরনাগর
মন মাহা কয়ল উপায় ।
চরণ পাকড়ি   নিজ দোষ মানাইয়ে
তব কিয়ে ধনী রোখ যায় ॥
হরি হরি অপরাধ কিছুই না জান ।
যাহে লাগি শয়নে   স্বপনে নাহি হেরিয়ে
সোই করত অপমান ॥
এত কহি রাইক   চরণ ধরি বোলত
ক্ষেম ধনি মঝু অপরাধ ।
ঐছন দোষ   কবহুঁ হাম না করব
রোচন না করু ধনি বাদ ॥
তবহুঁ সুধা-মুখী   এতহুঁ নাহি শুনি
চরণ হেলি ঠেলি যায় ॥
ভণ ঘনশ্যাম   শ্যাম রোহি চলতহি
করবহি কোন উপায় ॥ ৬ ॥ ৪২৫ ।

তথা রাগ ।

করে কর যোড়ি মিনতি করু তো সঞে
চরণ-কমলে প্রণিপাত ।
কোপে কমল-মুখী নয়ানে না হেরসি
অভিমানে অবনত মাথ ॥

সুন্দরি ইথে কি মনোরথ পূর ।
যাচিত রতন তেজি পুন মঙ্গল
সো মিলন অতি দূর ॥ ধ্রু ॥

কোকিল-নাদ শ্রবণে যব শুনবি
তব কাঁহা রাথবি মান ।
কোটি কুসুম শর হিয়া পর বরিথব
তব কৈছে ধরবি পরাণ ॥

মঝু এত বচনে তোহার নাহি আরতি
হিত কহিতে কহ আন ।
দারুণ দথিন- পবন যব পরশব
তবহিঁ মিটব দূর মান ॥

গুণ-গণ ছোড়ি দোষ এক সোঙরসি
নিকটহিঁ কোই না যাব ।
দারুণ নয়ানে আরতি তব বাঢ়ল
অব ঘনশ্যাম দুখ লাভ ॥ ৭ ॥ ৪২৬ ॥

সখীগণ মেলি বহু বচন কেল ।
মানিনী শুনি কিছু উত্তর না দেল ॥

কোপে কহয়ে শুন নাগর কান।
এতহুঁ করায়সি কাঁহে অপমান॥
কাঁহে তুহুঁ পুন পুন দগধসি মোয়।
যাহ চলি তুহুঁ যাঁহা নিবসয়ে সোয়॥৮॥৪২৭॥

সুহই।

মাধব কাঁহে কান্দায়সি হামে।
চলি যাহ সো ধনী ঠামে॥
তোহারি হৃদয়ে অধিদেবী।
তাকর চরণ যাই সেবি॥
যো যাবক তুয়া অঙ্গ।
ততহি করহ পুন রঙ্গ॥
সোই পূরব তুয়া কাম।
কি ফল মুগধিনী ঠাম॥
এত কহি গদ গদ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস॥ ৯ ॥ ৪২৮ ॥

ধানশী।

রাইক হৃদয়- ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণী লোটাই।
দুহুঁ করে দুহুঁ পদ ধরি রহু মাধব
তবহি বিমুখ ভেল রাই॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত তুহুঁ ভালে জানত
কাহে দগধ মঝু প্রাণ॥

তুহুঁ যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি
হাম যাওব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ॥

এতহুঁ মিনতি কানু যব করলহুঁ
তব নাহি হেরল বয়ান॥

গোবিন্দ দাস মিছই আশোয়াসল
রোই চলত বরকান॥ ১০ ॥ ৪২৯ ॥

তিরোতা ধানশী।

রাই অনাদর হেরি রসিকবর
অভিমানে করল পয়ান।
নয়নক লোরে পথ লখই না পারই
পীত-বাসে মোছই বয়ান॥

হরি হরি নিজ অপরাধ নাহি জান।
সো হেন প্রেমিকহি কথি লাগি নিরসল
কাহে কয়ল মুঝে মান॥

মোরে উপেখি রাই কৈছে জীয়ব
সো দুখ করি অনুমান।
রসবতী-হৃদয় বিরহ-জ্বরে জারব
ইথে লাগি বিদরে পরাণ॥

রাই সম্বাদ সুধা-রস সিঞ্চনে
তনু তিরপিত করু মোয় ।
গোবিন্দ দাস যব যতনে মিলায়ব
তব যশ গাওব তোয় ॥ ১১ ॥ ৪৩০ ॥

ইত্যাদি খণ্ডিতা-গীত-পর্য্যায়ঃ ।
দ্বিতীয়-শাখায়াং দ্বাদশ-পল্লবঃ ॥

অথ কলহান্তরিতা ।

নিরস্তোমন্যুনা কান্তোনমন্নপি যয়া পুরা ।
সানুতাপযুতা দীনা কলহান্তরিতা ভবেৎ ॥

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র ।

তুড়ী ।

মান-বিরহ-ভরে পহুঁ ভেল ভোর ।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহিঁ লোর ॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চাঁদ ।
অখিল জীবের মনোলোচন-ফাঁদ ॥
প্রেম-জলে ডুবু ডুবু লোচন-তারা ।
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা ॥
কান্দিয়া কহে পুন ধিক মোর বুদ্ধি ।
অভিমানে উপেখনু কানু গুণ-নিধি ॥
যে হৈল মনের দুঃখ কি বলিব কায় ।
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায় ॥
এই রূপে উদ্ধারিলা সব নর নারী ।
এ রাধামোহন কহে কিছু নহিল হামারি ॥১॥৪

সুহই।

আকুল প্রেমে পহিলে নাহি হেরনু
সো বহু-বল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সহ
অহর্নিশি জ্বলত পরাণ॥
সজনি তোহে কহ মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনী রোখই
সো তাপিনী জগ মাহ॥ ধ্রু॥
যো হাম মান বহুত করি মানলু
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ- শরে ভেল জর জর
তাকর দরশ না দেখি॥
ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দ দাস কহই সতি ভামিনি
ঐছন কানুক লেহ॥ ২॥ ৪৩২॥

তথা রাগ।

কুলবতী কোই নয়ানে জানি হেরই
হেরত পুন যদি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই
প্রেম করই জনি মান॥
সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোষ।
মান-দগধ জীউ অব নাহি নিকসয়ে
কানু সঞে কি করব রোষ॥

যো মঝু চরণ- পরশ-রস-লালসে
লাখ মিনতি মুঝে কেল ।
তাকর দরশন বিনি তনু জর জর
পরশ পরশ-সম ভেল ॥
সহচরী মোহে লাখ সমুঝায়ল
তাহে না রোপনু কাণ ।
গোবিন্দ দাস সরস বচনামৃতে
পুন বাহুড়ায়ব কান ॥ ৩ ॥ ৪৩৩ ॥

শ্রীরাগ ।

শুনইতে কানু মুরলী-রব-মাধুরী
শ্রবণে নিবারনু তোর ।
হেরইতে রূপ নয়ান-যুগ ঝাঁপলু
তব মোহে রোখলি ভোর ॥
সুন্দরি তৈখনে কহল মু তোয় ।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়লি
জনম গোঙায়বি রোয় ॥
বিনি গুণ পরখি পরক রূপ-লালসে
কাঁহে সোঁপলি নিজ দেহ ।
দিনে দিনে খোয়াবি ইহ রূপ লাবণী
জীবইতে ভেল সন্দেহ ॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস আশে ।
সো অব নয়ন- নীর অব সিঞ্চহ
কহতহিঁ গোবিন্দ দাসে ॥ ৪ ॥ ৪৩৪ ॥

সুহই।

চরণে লাগি হরি হার পিন্ধায়ল
যতনে গাঁথি নিজ হাত।
সো নাহি পহিরলু দূরেহি ডারলু
মানিনী অবনত মাথ॥

সজনি কাহে মোর দুরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব
রোখে বিমুখ ভৈ গেল॥

গিরি-ধর নাহ বাহু ধরি সাধল
হাম নাহি পালটি নেহারি।
হাতক লছিমী চরণ পরে ডারলু
অব কি করব পরকারি॥

সো বহু-বল্লভ সহজই দুর্ল্লভ
দরশ লাগি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব
তবহি মনোরথ পূর॥ ৫॥ ৪৩৫॥

ধানশী।

কোমল মাখন জনু দেখল কান।
তুহুঁ অবিচারে বাঢ়ায়লি মান॥
রোখে বিমুখ যব চলু বরনাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাহ॥

সুন্দরি তুহুঁ সমুঝায়ব কোই ।
অব রহ নিরজনে মন মাহা রোই ॥
সহচরী লাখ বচন করি ভঙ্গ ।
হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ মান-ভুজঙ্গ ॥
কোন কুমতি দরশায়ল এহ ।
জানহু গরলে ভরল তুয়া দেহ ॥
মদন-কুমন্ত্রে অধীর ভেল মোই ।
চললহুঁ দংশি লখই নাহি কোই ॥
ইথে বিনু নাগ-দমন রসপান ।
গোবিন্দদাস মণি-মন্ত্র না জান ॥ ৬ । ৪০৬ ॥

শ্রীগান্ধার ।

কি কহসি মোহে নিদান ।
কহইতে দহই পরাণ ॥
তেজলু গুরু-কুল-সঙ্গ ।
পূরল দু কুল কলঙ্ক ॥
বিহি মোরে দারুণ ভেল ।
কানু নিঠুর ভই গেল ॥
হাম অবলা মতি বাম ।
না গণহু ইহ পরিণাম ॥
কি করব ইহ অনুযোগ ।
আপন করমক ভোগ ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ।
তুরিতে মিলায়ব কান ॥ ৭ । ৪০৭ ॥

ধানশী।

কৈছে চরণে কর- পল্লব ঠেললি
মানিনি মান-ভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জীউ জরি যব জাওব
তবহিঁ দেখব ইহ রঙ্গে॥

মাগো কিয়ে ইহ জীউ অপার।
কো অছু বীর ধীর মহাবল
পউরি উতারয়ে পার॥

আপনক মান বহুত করি মানসি
তাক মান করি ভঙ্গ।
সো তুলহ নাহ উপেখি তুহুঁ অব
বঞ্চবি কাহুঁক সঙ্গ॥

সখীগণ-বচন অলপ করি মানলি
চাহসি কাহে মঝু মুখ।
ভণ ঘনশ্যাম শ্যাম তুহুঁ উপেখলি
দেয়লি বহুতর দুখ॥ ৮। ৪৩৮॥

তথা রাগ।

তিল এক শয়নে স্বপনে যো মঝু বিনে
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে গাঢ় আলিঙ্গনে
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর॥

সজনি সো যদি করু নিঠুরাই ।
না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেয়ল
সো সুখ করি বিছুরাই ॥ ধ্রু ॥
তুহুঁ কাহে বিরস বচনে মোহে মারসি
ডারসি শোককি কূপে ।
মূরছিত জনকে ঘাত নহে সমুচিত
জগজনে কহব বিরূপে ॥
ভাঙ্গল মান আন জন-গঞ্জন
পিরীতে পিরীতি করি বাধা ।
রসিক শুনাহ আপনে সুখ পায়ব
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা ॥
সো মুখ-চাঁদ হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দী বিষ-হ্রদ-নীরে ।
পামরী গোবিন্দ- দাস মরি যায়ব
সাজি আনল তছু তীরে ॥ ৯ । ৪৩৯ ॥

গান্ধার ।

কি কহলি কঠিনি কালী-দহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা ।
ঐছন বচন কানু যব শুনব
জীবনে না বান্ধব থেহা ॥
তাহে তুঁহু বিদগধ নারী ।
অনুচিত মানে দেহ যদি তেজবি
মরমহি বিরহ বিথারি ॥

কানুক চিত রীত হাম জানত
কবহুঁ নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাক লাখ গারি দেয়সি
তবহুঁ রহত মুখ চাই॥

ঐছন বোল না বোলবি সুন্দরি
কাহে পরমাদসি এহ।
গোবিন্দদাস কহ শপতি তোহে শত শত
যদি উদবেগ বাঢ়াহ॥ ১০। ৪৪০।

পঠমঞ্জরী।

হাম মরইতে তুহুঁ মরইতে চাহ।
অনুখণ মঝু হিয়া তুষ-দহ দাহ॥
এ সখি কিয়ে করব পরকার।
সোঙরিতে নিকসয়ে জীবন হামার॥
হামার বচন-দৃঢ়-কণ্টকে জারি।
বিদগধ নাহ গেও মুঝে ছাড়ি॥
মুঞি অতি পাপিনী কলহি বিরাজ।
জানি মোহে তেজল নাগর-রাজ॥
দারুণ প্রাণ রহ কোন লাগি।
বুঝনু এহ মঝু পরম অভাগি॥
গৌরদাস কহ না কর সন্দেহ।
তুয়া প্রেমে মিলব রসময়-দেহ॥ ১১। ৪৪১॥

ধানশী।

সো বহু-বল্লভ সহজেই ভোর।
কৈছনে বেদন জানব মোর॥
চলইতে চাহি তাহাঁ আদর ভঙ্গ।
সহই না পারিয়ে বিরহ-তরঙ্গ॥
সখিহে কাহে উপেখলু কান।
না জানিয়ে দগধি চলব মোহে মান॥
সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
মঝু এত আরতি সো জনি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায় সোঁপলু পরাণ॥
অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয় নিরবন্ধ॥
জীবইতে মোহে মিলব যব কান।
গোবিন্দদাস তব তুয়া গুণ গান॥ ১২। ৪৪২

কামোদ।

রাইক বিনয় [illegible] বচন শুনি সো সখী
চললিহ শ্যামক আগে।
দূরহি তাক [illegible] বদন হেরি মাধব
মানল আপন সোহাগে॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
আদর বিনহি [illegible] সোই বহু-বল্লভ
দূতী নিয়রে উপনীত॥

দূতী কহত তুহুঁ কৈছন পিরীতি
রীত বুঝই নাহি পারি ।
সো যদি মান- ভরমে তোহে রোখল
তুহুঁ কাহে আয়লি ছাড়ি ।।

আপনক দোষ জানি যদি মন মাহা
কাঁহে বাঢ়ায়লি বাত ।
গোবিন্দদাস তোহারি লাগি সাধব
আপে চলহ মঝু সাথ ।। ১৩ । ৪৪৩ ।।

ধানশী ।

দূতীক বচন শুনি নাগর-রাজ ।
অন্তরে পাওল বহুতর লাজ ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস ।
মন মাহা হোয়ল বহুত উল্লাস ॥
তবহিঁ সফল করি জীবন মান ।
তাকর সঞে হরি করল পয়ান ॥
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর ।
ঐছনে পায়ল কুঞ্জক ওর ॥
দূরে সঞে নাগর নাগরী হেরি ।
বৈঠল তহিঁ পুন আনন ফেরি ॥
গদ গদ নাগর যুড়ি দুই পাণি ।
কহইতে বদনে না নিকসয়ে বাণী ॥১৪॥৪৪৪॥

সুহই।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
পরশিতে চাহি তুয়া চরণের ধূলি॥
অভিমান দূরে করি চাহ একবার।
দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আন্ধার॥
ইত্যাদি গীতং॥ ১৫॥ ৪৪৫॥

দেশ বরাড়ী।

অষ্ট তাল।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত-রুচি-কৌমুদী
হরতি দর-তিমিরমতিঘোরং।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন-চকোরং॥
প্রিয়ে চারু-শীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখ-কমল-মধু-পানং॥ ধ্রু॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর-নয়ন-শর-ঘাতং।
ঘটয় ভুজ-বন্ধনং জনয় রদ-খণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখ-জাতং॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব-জলধি-রত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নং॥

নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদ-রূপং।
কুসুম-শর-বাণ- ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং ॥

স্ফুরতু কুচ-কুম্ভয়ো- রুপরি মণি-মঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়-দেশং।
রসতু রসনাপি তব ঘন-জঘন-মণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথ-নিদেশং ॥

স্থল-কমল-গঞ্জনং মম হৃদয়-রঞ্জনং
জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগং।
ভণ মসৃণ-বাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরস-লস দলক্তক-রাগং ॥

স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনানলো
হরতু তদুপাহিত-বিকারং ॥

ইতি চটুল-চাটু-পটু চারু মুরবৈরিণো
রাধিকামধি বচন-জাতং।
জয়তি পদ্মাবতী- রমণ-জয়দেব-কবি-
ভারতী-ভণিতমতিশাতং ॥ ১৬ ॥ ৪৪৬ ॥

বালা ধানশী ।

নিজ অপরাধ মানি যব মাধব
কোরে আগোরত ধাব ।
সরস-বিরসময়ী ইঙ্গিতে রসবতী
অসমতি সমতি বুঝাব ॥

দেখ সখি রাই কি করয়ে নৈরাশে ।
মান-জলদ সঞে নিকসয়ে মুখ-শশী
কামুক দীঘল নিশাসে ।
কনয়াচল-রুচ উচ কুচ-চূচুক
সরসহি পরশিতে নাহ ।
মানক শেষ- লেশ-রস-সূচক
আধ মুদিত দিঠি চাহ ॥

অধর-সুধা-রস পিবইতে যব ধনী
বঙ্কিম করু মুখ আধা ।
জগদানন্দ ভণ তবহি সফল করু
হরি মন মনসিজ-বাধা ॥ ১৭ ॥ ৪৪৭ ॥

শ্রীরাগ ।

অনুনয় করি হরি পাণি পসারই
রাইক চরণক আগে ।
নিজ মুখে আপনক কহই দোষ শত
মানই করম অভাগে ॥

দেখ রাধামাধব প্রীত।
দুহুঁ কর নিজ নিজ গলহি বাঢ়াওত
দুহুঁ জন নিজ নিজ রীত ॥ ধ্রু ॥
সুমুখী কহয়ে কাহে মোহে বিড়ম্বহ
হাম তুয়া মুগধিনী নারী।
তুঁহুসে রসিক-বর বিদগধ নাগর
নাগরী-জন-মনোহারী ॥
কহইতে এতহুঁ নয়ন লোরে ঝাঁপল
কানু করল ধনী কোর।
ভাঙ্গল মান হেরি রাধামোহন
আনন্দে পুন ভেল ভোর ॥ ১৮ ॥ ৪৪৮ ॥

ধানশী।

দেখ দেখ রাধা মাধব ধারী।
রতি-রণ মান- বিরমে কৈছন
চরবন তপত কুশারি ॥
হরি-মুখ হেরইতে সুমুখী অবাঙ্গুই
চাহনী কুটিলহি ভাতি।
গদ গদ বচন অসূয়া কছু সূচন
ততহি মনোরথে মাতি ॥
নখ-শর-ঘাতে তৈছে সুখাবহ
চুম্বন কছু পরসাদ।
পরিরম্ভন শূল পুলক কণ্টক-বর
ভেদই রস-মরিযাদ ॥

ও সুখ-সিন্ধু মগন ভেল মাধব
কামিনী কছু কছু ঝুর।
ভণ রাধামোহন সম্ভোগ সঙ্কীরণ
দুহুঁক মনোরথ পূর ॥ ১৯ ॥ ৪৪৯ ॥

এতদ্গীতং সর্ব্বকালোচিতং।
ইতি দ্বিতীয়শাখায়াঃ ত্রয়োদশ-পল্লবঃ ॥
পুনশ্চ কলহান্তরিতা ॥
তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

পঠমঞ্জরী।

মঝু মনে লাগল শেল।
গৌর বিমুখ ভৈগেল ॥
জনম বিফল মোয় ভেল।
দারুণ বিহি দুখ দেল ॥
কাহে কহব এহ দুখ।
কহইতে বিদরয়ে বুক ॥
আর না হেরব গোরা মুখ।
তব জীবনে কিয়ে সুখ ॥
বাসুদেব ঘোষ রস গান।
গোরা বিনে না রহে পরাণ ॥ ১ ॥ ৪৫০ ॥

ধানশী।

চরণ নখর-মণি-রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল চাঁদ ॥

চরকি চরকি পড়ু লোচন-লোর।
কত রূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর॥
লাগল কুদিন কয়ল হাম মান।
অবহুঁ না নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
রোথ-তিমির এত বৈরী কি জান।
রতনক ভৈগেল গৈরিক ভান॥
নারী জনমে হাম না করিনু ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে কহ ভালে সমুঝাই॥ ২॥ ৪৫১॥

সুহই।

যাকর চরণ- নখ-রুচি হেরইতে
মুরুছয়ে কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায়ল
পালটি না হেরলু হাম॥

সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজ-কুল-নন্দন চাঁদ উপেখলু
দারুণ মানকি লাগি॥

কাতর দিঠে মিঠে বচনামৃতে
কত রূপে সাধল নাহ।
হাম শ্রবণ- সীম নাহি আনল
অব হিয়া তুষ-দহ দাহ॥

সে হেন রসিক পিয়া কাঁহা করু
সোঙরি মঝু মন ঝুর।
গোবিন্দদাস কহ শুন বর-নাগরি
সো পহুঁ তোহারি অদূর॥ ৩॥ ৪৫২।

একে তুহুঁ নাগরী নব গুণে আগরি
বৈঠসি চতুরী-সমাজ।
আপনক বাত আপনহি সমুঝসি
হঠে নট কৈলি সব কাজ॥
মানিনি নাহক কি করসি রোখ।
নিকটে আনি বাত দুই পুছিয়ে
বুঝিয়ে গুণ কিয়ে দোখ॥ ধ্রু॥
অপরাধ জানি গারি দশ দেয়বি
পিরীতি ভাঙ্গবি কাঁহে লাগি।
পিরীতি ভাঙ্গিতে যো উপদেশল
তাকর মুখে দেই আগি॥
যো তুয়া চরণ পরশি মহী লুঠল
নিজ গৌরব করি দূর॥
অব কাহে তাক চরিত কহি ঝুরসি
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥ ৪॥ ৪৫৩॥

সো মুখচাঁদ নয়ানে নাহি হেরনু
নয়ন-দহন ভেল চন্দ্র।
সোই মধুর বোল শ্রবণে না শুনলু
মধুকর-ধ্বনি ভেল বন্ধ॥

সজনি কাহে বাঢ়ায়লু মান।
প্রেম-ভঙ্গ ভয়ে অব জীউ কাতর
তুহুঁ পরবোধবি কান ॥ ধ্রু ॥

সো কর-কিশলয় পরশ উপেখলু
অব কিশলয়ে তনু ভোর।
নব নব লেহ সুধা-রস নিরসল
গরলে ভরল তনু মোর ॥

সো কর-বিরচিত হার উপেখলু
হার ভুজঙ্গম ভেল।
গোবিন্দদাস কহ সো অতি দুরজন
যো ঐছন মতি দেল ॥ ৫ ॥ ৪৫৪ ॥

ভূপালী।

শুন শুন মানিনি না কহব তোয়।
অনুচিত মানে গোঞায়বি রোয় ॥
অব নাহি শুনলি সহচরী বোল।
ফেরি রহলি মুখ ঝাঁপি নিচোল ॥
রোই রোই মাধব সাধল তোয়।
কাঁহে কাতর দিঠে চাহসি মোয় ॥
অব হাম যাইয়া কি কহব তায়।
যাচিত রতন ত্যাগ না যুয়ায় ॥
সো বিনু অব কোই পূরব আশ।
কি কহব অব ঘনশ্যামর দাস ॥ ৬ ॥ ৪৫৫ ॥

ধানশী ।

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয় ।
মরমক বেদন জানসি মোয় ॥
বৈঠহে নাহ চতুরগণ মাঝ ।
ঐছে কহবি যৈছে না হোয় লাজ
সখীগণ মাঝে চতুরী তোহে জানি ।
আদর রাখি মিলায়বি আনি ॥
অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ ।
কানুক যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ ॥
জীবন রহিতে নাহ যদি পাব ।
গোবিন্দদাস তব তুয়া যশ গাব ॥ ৭ ॥ ৪৫৬ ॥

তথা রাগ ।

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী ।
নাহ নিকটে সখী করল পয়ানি ॥
দূর সঞে সো সখী নাগর হেরি ।
তোড়ই কুসুম নেহারই ফেরি ॥
হেরইতে নাগর আয়ল তাঁহি ।
কি করহ এ সখি আওলি কাঁহি ॥
হামারি বচন কছু কর অবধান ।
তুহুঁ যদি কহসি মানিনী ঠাম ॥
শুনি কহে সো সখী নাগর পাশ ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ ॥ ৮ ॥ ৪৫৭ ॥

শ্রীগান্ধার।

শুন বহু-বল্লভ কান।
ভালে তুহুঁ রসিক সুজান॥
পামরী-পিরীতি উপেখি।
আওলি কুলবতী দেখি॥
তোহারি রসিক-পণ জানি।
কহইতে আওল বাণী॥
দেখি তুয়া এ সব কাজ।
হাস যুবতী সমাজ॥
যো পদ পরশক আশে।
করসি কতহুঁ অভিলাষে॥
সো পদ-পঙ্কজ ছোড়ি।
কৈছে রহলি মুখ মোড়ি॥
কোন শিখায়লি নীতে।
ধিক ধিক তোহারি পিরীতে॥
ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে।
যাক হৃদয়ে যত সাধে॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দ।
হেরইতে ভৈগেল ধন্দ॥ ৯॥ ৪৫৮॥

শ্রীরাগ।

দোতী বচন শুনি রসিক-শিরোমণি
আওল তাকর সাথ।
দূর সঞে হেরি সোই বর-নাগরী
অবনত করি রহ মাথ॥

কর যোড়ি সাধয়ে কান।
হাম তুয়া কিঙ্কর পড়িয়ে চরণ তল
তেজ ধনি নিদারুণ মান ॥ ধ্রু ॥

এত কহি নাগর অন্তর গর গর
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোর।
হেরি সুধা-মুখী আকুল ভেল অতি
সো মুখ হেরি বিভোর ॥

ছল ছল নয়ানে শ্যাম কর-কিশলয়
ধরি কহে গদ গদ ভাষ।
জলদে গোপন বিধু যৈছে উদয় ভেল
কহ যতুনন্দন দাস ॥ ১০ ॥ ৪৫৯ ॥

ধানশী।

রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ-সিন্ধু ॥
ভাঙ্গল মান রোদনহি ভোর।
কানু কমল-করে মোছাইল লোর ॥
মান-জনিত দুখ সব দূর গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুই জন ॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি বিলাস।
দূরহি দূরে রহু নরোত্তম দাস ॥ ১১ ॥ ৪৬০

তথা রাগ ।

রাইকানু বিলসই নিকুঞ্জ-ভবনে ।
নয়ানে নয়ানে দুহুঁ বয়ানে বয়ানে ॥
দুখ সঞে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর ।
হের দেখ এ সখি রাই শ্যাম-কোর ॥ ১২ ॥ ৪৬১ ॥

ইত্যাদি গীতং ।

ইতি কলহান্তরিতাপ্রকরণং ॥ চতুর্দ্দশ-পল্লবঃ ॥

সৈব কলহান্তরিতা প্রকারান্তরং যথা ।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ ।

সুহই ।

মোহে বিহি বিপরীত ভেল ।
অভিমানে মোহে উপেখি পহুঁ গেল ॥
কি করব কহ না উপায় ।
কেমনে পাইব সেই মোর গোরা রায় ॥
কি করিতে কি না জানি হৈল ।
পরাণ-পুতলী গোরা মোরে ছাড়ি গেল ॥
কে জানে যে এমন হইবে ।
আঁচলে বান্ধিতে ধন সাগরে পড়িবে ॥
চৈতন্যদাসের সেই হৈল ।
পাইয়া গৌরাঙ্গ চাঁদ না ভজি তেজিল ॥১॥৪৬২॥

কৌ রাগিণী।

একতাল ধরা।

সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরং।
যদভজমিহ নহি গোকুল-বীরং ॥
মাকর্ণয়মতিসুহৃদুপদেশং।
মাধব-চাটু-পটলমপি লেশং ॥
নালোকয়মর্পিতমুরু-হারং।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারং ॥
হন্ত সনাতন-গুণমভিযান্তং।
কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তং ॥২॥৪৬৩॥

শ্রীরাগ।

পরবশ দেহ থেহ নাহি বান্ধে।
নিলাজ জীউ লেহ লাগি কান্দে ॥
শঠ সঞে হঠ না করয়ে কেহ আন।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ ॥
এ সখি ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাজ।
শুনি উপহাসব যুবতী সমাজ ॥
পরজন কিয়ে পিরীতি অনুরোধ।
পুরজন সুজন কিয়ে পরবোধ ॥
কুলবতী-বরজ নাগর কান।
গোবিন্দদাস ইহ রস পরমাণ ॥ ৩ ॥ ৪৬৪ ॥

ধানশী।

পরিহরি সো গুণ-রতন-নিধান।
যতনে হিয়ে হাম রাখলু মান॥
সো অব কাল অনল সম হোয়।
দগধই নীরস দারুণ হিয়া মোয়॥
এ সখি যতহুঁ মিনতি পহুঁ কেল।
সো সব অব তহিঁ আহুতি ভেল॥
মুখরিত পিক-কুল আচারয তায়
তহিঁ মলয়ানিল রচয়ে সহায়॥
জানলু দৈব বিমুখ যাহে হোয়।
তাকর তাপ না মিটই কোয়॥
ভরমহুঁ মঝু নাহি এমত ভান।
রোখি চলব কিয়ে নাগর কান॥
শুনইতে ঐছন রাইক ভাষ।
কহ জয় জয় ভেল ঘনশ্যাম দাস॥ ৪॥ ৪৬৫॥

তথা রাগ।

যুবতী-নিকর মাঝে বাস।
অনুক্ষণ নব নব যছু অভিলাষ॥
ঐছন জন তুয়া পরশক লাগি।
বিপিনে গোঙায়ল যামিনী জাগি॥
তরহুঁ প্রাতে নিজ গৌরব ছাড়ি।
তোহারি নিয়ড়ে আওল কর-যোড়ি॥

আওল যব নব-নাগর কান ।
তৈখনে ভেল তোহে দারুণ মান ॥
অনুনয় বচন না শুনবি জানি ।
চরণে পসারল সো নিজ পাণি ॥
লোচন-কোণে তবহি নাহি হেরি ।
বৈঠল তহিঁ পুন আনন ফেরি ॥
অবনত মুখ যব চলু নিজ বাস ।
কি কহব অব ঘনশ্যামর দাস ॥ ৫ ॥ ৪৬৬ ।

তথা রাগ ।

কৈছে চরণে কর- পল্লব ঠেললি
মিললি মান-ভুজঙ্গে ।
কবলে কবলে জীউ জরি যব যাওব
তবহি দেখব ইহ রঙ্গে ॥

মাগো কিয়ে ইহ জীব অপার ।
কো অছু বীর ধীর মহাবল
পাউরি উতারয়ে পার ॥ ধ্রু ॥

শ্যামর ঝামর মলিন নলিন-মুখ
ঝরই নয়নক নীর ।
পীতাম্বর গলে পরহি লোটায়ল
হিয়া কৈছে বান্ধলি থির ॥

সাধি সাধি ছুরমি ঘরমি মহাবিকল
ঘন ঘন দীরঘ নিশাস।
মনমথ-দাহ- দহনে মন ধসি গেও
রোখে চললি নিজ বাস॥
অবিরোধি প্রেম- পন্থ তুহুঁ রোধলি
দোষ-লেশ নাহি নাহ।
বৃন্দাবন কহ নিষেধ না মানলি
হামারি জোরে নাহি চাহ॥ ৬॥ ৪৬৭॥

গান্ধার।

রোখে দোখলু পিয়া বিনি অপরাধে।
না জানিয়ে এত কি পড়ব পরমাদে॥
রজনী প্রভাতে পূরব পরকাশ।
যামিনী জাগি আওল মঝু পাশ॥
শীতল ছলহ কর দেয়ল পায়।
মানে মুগধ মুই উপেখল তায়॥
কত রূপে বচন কহল সব মিঠ।
বদন ঝাঁপি হাম দেয়ল পীঠ॥
পালটি হেরি হেরি পহুঁ মোর গেল।
গোবিন্দদাস কহ মরমক শেল॥ ৭॥ ৪৬৮॥

শ্রীগান্ধার।

হরি যব হরিখে বরিখে রস-বাদর
সাদরে পুছয়ে বাত।
নিরখি বদন তোরি আকুল সো হরি
নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত॥

মানিনি কিয়ে কঠিন তুয়া মান ।
ছলে বলে দিঠি জলে তোহে কত সাধল
পালটি না হেরলি কান ॥ ধ্রু ॥
তছু গুণে গুণিগণ ঝুরয়ে রাতি দিন
তুয়া গুণে উনমত সোই ।
বিনি অপরাধে তাহে উপেখলি
জনম গোঙায়বি রোই ॥
তাকর বচন শ্রবণে নাহি শুনলি
রোখি চলল যব নাহ ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ হেরসি
পাই মনোভব-দাহ ॥
বিহি তোহে বাম মান-ধনে বঞ্চল
নাহ বিমুখ ভৈগেল ।
গোবিন্দদাস কহই চিতে মানই
ইহ বড় দারুণ শেল ॥ ৮ ॥ ৪৬৯ ॥

সুহই ।

সখি নাহি বোলহ আর ।
হাম ফল পায়লু তার ॥
সহজেই মতি গতি বাম ।
তৈছন ইহ পরিণাম ॥
যৈছে গরবে হিয়া পূর ।
সো অব হোয়ল চূর ॥

অবহুঁ না রহ পরাণ।
সমুচিত কয়লহিঁ মান॥
যৈছে রহত মধু দেহ।
সোই করহ অব থেহ॥
তুহুঁ যদি না পূরবি আশ।
কি কহব বলরাম দাস॥ ৯ ॥ ৪৭০ ॥

কামোদ।

সুন্দরি কত সমুঝায়ব তোয়।
পায়লি রতন যতন করি তেজলি
অব পুন সাধসি মোয়॥

কত কত গোপ- সুনাগরী পরিহরি
যব তুয়া বন্দে বর-কান।
তবহুঁ মান পরম ধন পাওলি
না হেরলি কমল-বয়ান॥

বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব
না বুঝলি আপন কাজ।
না জানিয়ে কোন কলাবতী-মন্দিরে
অব রহুঁ নাগর-রাজ॥

যাহে বিনু পল এক রহই না পারই
তাহে কি হেন ব্যবহার।
গোবিন্দদাস কহ অব ধনি সমুঝলি
পুন হেন না করবি আর॥১০॥৪৭১॥

তিরোতা ধানশী ।

হরি বড় গরবী গোপমাঝে বসই ।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হাসই ॥
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই ।
আজু বুঝব হাম তুয়া চতুরাই ।
পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি ॥
বচন না বান্ধবি শুনহ সেয়ানি ॥
হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয় ।
ইঙ্গিতে বেদনা জানায়বি মোয় ॥
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভাণ ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ ॥ ১১ ॥ ৪৭২ ॥

ভূপালী ।

টুটল রাইক মান ।
হেরি সখী কয়ল পয়ান ॥
যাহা বহু-বল্লভ কান ।
তুরিতে মিলল সোই ঠাম ॥
রাইক সহচরী গেল ।
নাগর হরষিত ভেল ॥
গদ গদ কহ বর-কান ।
রাই কি তেজল মান ॥
পুন কিয়ে মিলব মোয় ।
ঐছে সফল দিন হোয় ॥

সো মুখে সুধাময় বাত।
শুনি কি জুড়ায়ব গাত ॥
বঙ্কিম লোচন হেরি।
মোহে জীয়ায়ব ফেরি ॥
তুহুঁ সখি করহ সহায়।
তব হাম মিলব তায় ॥
যবহুঁ কয়ল ধনী মান।
তব্‌ ধরি আকুল পরাণ ॥
শুনি সখী কহে মৃদু বোল।
অব তুহুঁ নহ উতরোল ॥
তুরিতে চলহ মঝু সাথ।
বংশী মানাওব তাথ ॥ ১২ ॥ ৪১৩।

তথা রাগ।

সখীর বচনে অথির কান।
বুঝল সুন্দরী তেজল মান ॥
অরুণ নয়ানে ঝরয়ে লোর।
গদ গদ স্বরে বচন বোল ॥
কেমনে সুন্দরী মিলব মোয়।
অনুকূল যদি বিধাতা হোয় ॥
এত কহি হরি সখীর সঙ্গে।
মিলল রাই আনন্দ রঙ্গে ॥
হেরি বিধু-মুখী বিমুখী ভেল।
কানুরে সো সখী ইঙ্গিত কেল ॥

চরণ-কমলে পড়ল কান ।
সখীর বচনে তেজল মান ॥
ধনী মুখ-শশী হেরি চকোর ।
হেরিতে দুহুঁক গলয়ে লোর ॥
হৃদয় উপরে ধরল রাই ।
প্রেমদাস তব জীবন পাই ॥ ১৩ । ৪৭৪ ॥

ইতি ত্রিধা কলহান্তারিতা ।
ইতি দ্বিতীয়-শাখায়াং পঞ্চদশ-পল্লবঃ ॥

অথ মানপ্রকরণং ।

তত্র সহেতুমানঃ ।
নায়কাঙ্গে ভোগচিহ্নে দৃষ্টে সতি দুর্জ্জয়-মানঃ ॥
তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ ।

বরণ কাঞ্চন দশবাণ ।
অরুণ বসন পরিধান ॥
অবনত মাথে গোরা রহে ।
অরুণ নয়ানে ধারা বহে ॥
ক্ষণে শির করতল রাখি ।
ক্ষণে করতল নখে লিখি ॥
কান্দিয়া আকুল গোরা রায় ।
সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায় ॥
বাসুদেব ঘোষে গুণ গায় ।
নিশি দিশি আন নাহি ভায় ॥ ১ ॥ ৪৭৫ ॥

ধানশী।

মদন কুঞ্জ পর বৈঠল মোহন
বৃন্দাসখী মুখ চাই।
যোড়ি যুগল-কর মিনতি করত কত
তুরিতে মিলায়বি রাই॥

হাম পর রোখি বিমুখ ভৈ সুন্দরী
যবহুঁ চলিল নিজ গেহা।
মদন-হুতাশনে মঝু মন জারল
জীবনে না বান্ধই থেহা॥

তুহুঁ অতি চতুরী- শিরোমণি নাগরী
তোহে কি শিখায়ব বাণী।
তুহুঁ বিনে হামারি মরম নাহি জানত
কৈছে মিলায়বি আনি॥

চন্দন চাঁদ পবন ভেল রিপু-সম
বৃন্দাবন বন ভেল।
ময়ূর কোকিল কত ঝঙ্কার দেওত
মঝু মনে মনমথ শেল॥

ছল ছল নয়ান বয়ান ভরি রোয়ত
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
হা হা সো ধনী হামে না হেরব
সিংহভূপতি রস গায়॥ ২॥ ৪৭৬॥

শ্রীগান্ধার।

মাধব নিপট কঠিন মন তোর।
হাত হাত হাম বাত শিখায়ল
বাত না রাখলি মোর॥

সো বর নাগরী সহজেই সুন্দরী
কোমল অন্তর রামা।
বহুত যতন করি তোহে মিলায়লু
কাহে উপেখলি বামা॥

তুহুঁ অতি লম্পট করলহি বিপরীত
প্রেমক রীত না জানি।
হাতক লছমী চরণ পরে ডারসি
কৈছে মিলায়ব আনি॥

বাসর জাগি আগি সম উপজল
রজনী গোঙায়ল জাগি।
তোহারি বচনে হাম এক বেরি যায়ব
মিলন তুয়া নিজ ভাগি॥

মোহন-মানস বুঝি দোতী আওল
মিলল রাইক পাশ।
ভূপতিনাথ দেখি অতি কৌতুক
অন্তরে উপজল হাস॥ ৩॥ ৪৭৭॥

ধানশী।

মদন কুঞ্জ তেজি চললি চতুর দূতী
পবনক গতি সম গেল।
ক্ষিতি নখে লেখি দেখি মুখ ঝাঁপল
রাই উত্তর নাহি দেল॥

চতুর দূতী তব মনহি বিচারল
কহত ললিতা সঞে বাত।
কাহে বিমুখ ভই বৈঠলি ভুবরি
কি ভেল আজুক বাত॥

হেরি ললিতা সখী মৃদু মৃদু বোলত
হামারি করম মতি ভেলি।
নাগর কিশোর কুঞ্জে নিশি বঞ্চল
চন্দ্রাবলী সঞে কেলি॥

হাসি হাসি নিয়ড়ে যাই দূতী বৈঠল
কহতহি মধুরিম বাণী।
ইহ লঘু দোখ রোখ যব মানসি
কো কহে তোহে সিয়ানী॥

উঠ উঠ সুন্দরি মান দূর করি
বাহু পসারি করু কোর।
ফটকি হাত বাত নাহি শুনল
কোপে ভরল তনু জোর॥

রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী
কোপে ভরল সব গাত।
ভূপতিনাথ রোখে তব কৌলত
যবহুঁ ফটকল হাত ॥ ৪ ॥ ৪৭৮ ॥

শ্রীরাগ।

অখিল-লোচন-তম- তাপ-বিমোচন
উদয়তি আনন্দ কন্দে।
এক নলিন মুখ মলিন করয়ে জানি
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দ্রে ॥
সুন্দরি বুঝল তুয়া প্রতিভাতি।
গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি
অন্তে আহীরিণী জাতি ॥
সকল জীব-জন- জীব সমীরণ
মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।
দীপক জ্যোতি পরশে যদি নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দ মারুতে ॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
সুখ দেয়ে সকল শরীরে।
কাগজ পত্র পরশে যব নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দহ নীরে ॥
খেনে খেনে সকল কুসুম-মন তোষয়ে
নিশি রহু কমলিনী সঙ্গে।
চম্পক এক যদপি নাহিঁ চুম্বই
ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে ॥

পাঁচ পঞ্চগুণ দশগুণ চৌগুণ
আট দ্বিগুণ সখী মাঝে ।
চন্দ্রতিপতি অতি আকুল তো বিনু
বিষাদ না পায়সি লাজে ॥ ৫ ॥ ৪৭৯ ॥

কামোদ ।

সখী হে কাহে কহসি কটুভাষা ।
ঐছন বহুগুণ একদোষে নাশই
একগুণ বহুদোষ নাশা ॥ ধ্রু ॥
কি করব জপ তপ দান ব্রত নৈষ্টিক
যদি করুণা নাহি দীনে ।
সুন্দর কুল শীল ধন জন যৌবন
কি করব লোচন-হীনে ॥
গরল-সহোদর গুরু-পত্নী-হর
রাহু বমন তনু কারা ।
বিরহ-হুতাশন বারিজ-নাশন
শীলগুণে শশী উজিয়ারা ॥
পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজসুতে
কাক-উচ্ছিষ্ট রস পানী ।
সো সব অবগুণ সগুণ এক পিক
বোলত মধুরিম বাণী ॥
কানুক পিরীতি কি কহব রে সখি
সব গুণ মূল অমূলে ।
বাদী পরশি শপথি করে শত শত
তবহিঁ প্রতীত নাহি বোলে ॥

পর-পরিরম্ভন চুম্বন আলিঙ্গন
সঙ্কেত করি বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নৈরাশে॥
সুন্দর সিন্দূর নয়নক অঞ্জন
সঞ্চরু দশ নখ-রেখা।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
প্রাত সময়ে দিল দেখা॥
দশগুণ অধিক অনলে তনু দাহিল
রতিচিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।
চম্পতি পৈড় কপূর যব না মিলব
তবহুঁ মিলব হরি সঙ্গে॥ ৬॥ ৪৮০॥

কামোদ।

রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী
মিলল কানুক পাশ।
পন্থক শ্রম-ভরে বচন কহে গদ গদ
থরতর বহই নিশাস॥
মাধব দুর্জ্জয় মানিনী জানি।
বিপরীত চরিত হেরি ভেল চমকিত
না ফুরয়ে এক আধ বাণী॥
“কা” বোল বোলইতে শুনিতে না পারই
শ্রবণ মুদয়ে দুই পাণি।
জৈমিনি জৈমিনি পুন পুন ফুকরই
বজর শবদ সম মানি॥

তুয়া গুণ নাম শ্রবণে নাহি শুনয়ে
তুয়া রূপ রিপু-সম জানি।
তুয়া নিজ জন সঞে সম্ভাষ না করয়ে
কৈছে মিলায়ব আনি ॥
নীল বসন বর কাচক চুড়ি কর
পুঁতিক মাল উতারি।
করি-রদ-চুড়ি কর মোতি-মাল বর
পহিরল অরুণিম শাড়ী ॥
অসিত চিত্র কর- উর পর আছল
মিটায়লি চন্দন লাগাই।
মৃগমদ-তিলক ধোই দৃগঞ্চল
কুচ-মুখ চন্দনে সাজাই ॥
চারু চিবুক পর এক তিল আছল
নিন্দি মধুপ-সুত শ্যামা।
তৃণ অগ্রে করি মলয়জ রঞ্জন
সবহুঁ ছাপায়লি রামা ॥
জলধর হেরি চন্দ্রাতপ ঝাঁপল
শামরী সখী নাহি পাশ।
তমাল তরুগণে চূণে লেপায়ল
শিখী পিক দূরে নিবাস ॥
তুয়া গুণ বোলত এক শুক পণ্ডিত
শুনি তহিঁ উঠি রোষই।
পঞ্জর ঝটকি ফটকি কর পটকিতে
ধাই ধরল হাম যাই ॥

মধুকর ভরে ধ্বনী চম্পক-তরুতলে
লোচনে জল ভরিপূর।
শ্যাম চিকুর হেরি মুকুর করে পটকল
টুটি ভৈগেল শতচুর॥
মেরু-সম মান কোপ সুমেরু-সম
দেখি ভেল রেণু সমান।
চম্পতিপতি অব রাই মানাইতে
আপ সিধারহু কান॥ ৭॥ ৪৮১॥

তথা রাগ।

বর-নাগর সাজই নাগরী বেশা।
মুকুট উতারি শিখী সোঙারল
বেণী বিরচিত কেশা॥
চন্দন ধোই সিন্দুর ভালে রঞ্জই
লোচনে অঞ্জন অঙ্কা।
কুণ্ডল খোলি কর্ণ-ফুল পহিরল
ভরি তনু কেশর পঙ্কা॥
বেশর খচিত শতেশ্বরী পহিরল
চূড়ি কনক কর-কঞ্জে।
চরণ-কমল খাশে যাবক রঞ্জন
তা পর মঞ্জরী গঞ্জে॥
কাঁচুলী মাঝে কদম্ব-কুসুম ভরি
আরচল কুচ-আভা।
অরুণাম্বর বর শাটী পহিরল
বঙ্ক বিলোকন শোভা॥

ধরি পরিবাদিনী শ্যাম সুমিলনে
শুভ অনুকূল পয়ানে।
পহিলহিঁ বাম চরণ তুলি মোহন
ত্রিয়া-গতি-লচ্ছণ ভানে ॥
ঐছন চরিতে মিলল যাহা সুন্দরী
পুরহি একলি ঠারি।
করে করি যন্ত্র তন্ত্র সোঙারত
কো ইহ লখই না পারি ॥
রাইক নিকটে বাজাওত সুন্দরী
শুনইতে ভৈগেল সাধা।
এ নবযৌবনী নবীন বিদেশিনী
আও ফুকারই রাধা ॥
শুনইতে শ্যাম হরখি চিতে আপন
উঠি ধনী আদর কেল।
বাহু পাকড়ি নিজ আসনে বৈসায়ল
কত কত হরখিত ভেল ॥
তহিঁ বাজাওত বীণা সুমাধুরী
রিঝি দেয়ল মণি-মাল।
ঐছে বাজাওত হামারি যন্ত্রিয়া
মোহন যন্ত্র রসাল ॥
সুর অপসরী কিয়ে নাগ-কুমারী তুহুঁ
স্বরূপে কহবি তুহুঁ মোয়।
আজুক দিবস সফল করি মানলু
দুর্ল্লভ দরশন তোয় ॥

নাম গ্রাম উহ কুল-অবলম্বন
ব্রজে আগমন কিয়ে কাজা।
সুখময়ী নাম মথুরা পুর যদু কুল
গুণি-জনে পীড়ই রাজা॥

ধনী কহে তুয়া গুণে রিঝি প্রসন্ন ভেল
মাগহ মানস ষোয়।
মনোরথ কর্ম্ম যাচলি যদি সুন্দরী
মান-রতন দেহ মোয়॥

হাসি মুখ মোড়ি পীঠ দেই বৈঠল
কানু কয়ল ধনী কোর।
টুটল মান বাঢ়ল যত কৌতুক
ভূপতি কো করু ওর॥ ৮॥ ৪৮২॥

ভূপালী।

অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী-মান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাই বয়ান।
হেরই মুখ-শশী সজল নয়ান॥
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুঁ জন মন মাহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁ জন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥ ৯॥ ৪৮৩।

ইতি ষোড়শ-পল্লবঃ।

পুনশ্চ মানঃ। প্রকারান্তরং।
তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

সুহই।

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া ;
অবনত বদন করিয়া ॥
পদ-নখে ক্ষিতি পর লেখি।
নয়ন লোরে নাহি দেখি ॥
মানে মলিন মুখচাঁদ।
হেরি সহচর-মন কাঁদ ॥
কাহে না কহ কছু বাত।
প্রেমদাস শিরে দেই হাত ॥ ১ ॥ ৪৮৪ ॥

পঠমঞ্জরী।

মানে মলিন বদন-চাঁদ।
হেরি সহচরী-হৃদয় কাঁদ ॥
অবনত করি আপন শির।
সঘনে নয়নে বহয়ে নীর ॥
ক্ষিতি-তল নখে লিখই রাই।
থির নয়নে রহয়ে চাই ॥
সখীগণে কছু না কহে বাত।
অরুণ বসন খসয়ে গাত ॥
ফুয়ল কবরী না বান্ধে তায়।
কাতরে শেখরে দাঁড়াঞা চায় ॥ ২ । ৪৮৫ ॥

কৌ রাগিণী ।

সকালে অমনি বৃন্দা ঠাকুরাণী
আইল ললিতা-বাস ।
কহিলা সকলি কান্থর বিকলি
মধুর বিনয় ভাষ ।।

শুনিয়া ললিতা মনে পাইয়া বেথা
দুজনে চলিলা ধাই ।
সজল নয়ানে মলিন বয়ানে
যেখানে বসিয়া রাই ।।

ললিতা যাইয়া তারে উঠাইয়া
করিলা আপন কোরে ।
আপন বসন অঞ্চলে তখন
মোছয়ে নয়ন-লোরে ।।

তুহুঁ রসবতী জগতে খেয়াতি
রূপে গুণে নাহি সীমা ।
সে বহু-বল্লভ আনের দুর্ল্লভ
জানিয়া না দেহ ক্ষমা ।।

শত গুণ যার এক দোষ তার
ছাড়িতে উচিত হয় ।
সে তোর কারণে কান্দয়ে কাননে
এ কবিশেখর কয় ।। ৩ । ৪৮৩ ।।

বৃন্দোক্তি।

জয়জয়ন্তী।

বিমোহে ব্যাকুল বকুল-তরু-তলে
পেখলু নন্দকুমার।
নীল নীরজ নয়ন নাহক
করই নীর অপার ॥

লেপি মলয়জ- পঙ্ক মৃগ-মদ
তামরস ঘন-সার।
নিজ পাণি-পল্লবে মুদল লোচন
ধরণী পড়ু অসম্ভার ॥

বহই মন্দ সুগন্ধি শীতল
মন্দ মলয় সমীর।
(জনু) প্রলয় কালক প্রবল পাবক
দহই দ্বিগুণ শরীর ॥

অধিক বেপথু টুটি পড়ু ক্ষিতি
মসৃণ মুকুতা-মাল।
অনিল-ভরে জনু তমাল তরুবর
মুঞ্চ কুসুম-জাল ॥

মান-মতি তেজি চলহ সুন্দরি যাঁহা
রসিক রায় রসাল।
সুখদ শ্রুতি অক্ষি সরস দণ্ডক
কবি ভূপতি কণ্ঠহার ॥ ৪ ॥ ৪৮৭ ॥

শ্রীগান্ধার।

সুন্দরি আর কত সাধসি মান।

তোহারি অবধি করি, নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি
কানু ভেল বহুত নিদান ॥ ধ্রু ॥

কি রসে ভুলালি ও নব নাগর
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।

রাধা-নাম কহই যব পন্থিক
শুনইতে আকুল কান ॥

পুরুখ বধের হেতু তুয়া অভিমান
কোন শিখায়ল রীত।

লেহ-বিচ্ছেদ পুন সহই না পারিয়ে
গোবিন্দদাস কহ নীত ॥ ৫ ॥ ৯৮৮ ॥

শ্রীরাগ।

তেজল তুয়া সঞে অঙ্গ সঙ্গহি
শয়নে স্বপনেহি ভোর।

চমকি উঠি যব কাঁপি মূরছল
আধ নাম লেই তোর ॥

মানিনি সো কি হিয়া নাহি জাগ।

কতহুঁ সকরুণে তোহে পরবোধলি
অবহুঁ ঐছে বিরাগ ॥ ধ্রু ॥

সো তনু সুন্দর ধূলি-ধূসর
সো মুখ নিরসল ভেল।

সো দুহুঁ লোচনে নীর নিকসয়ে
এ দুখ কোনহি দেল ॥

হরিকি রীতি নহি বিরহে জীবতি
তেজি ওদন পান।
তুহুঁ সে সুন্দরি ভেলি তুবরী
এ বড়ি সংশয় মান॥
দেহ তেজবি তাহে পেখবি
তেজবি ও নব লেহ।
মাধব উনমত অতয়ে না মানত
দাস গোবিন্দ থেহ॥ ৬ ॥ ৪৮৯ ॥

সুহই।

ঘোর তিমির অতি ঘন ঘন কাজর
নিবসই বিপিনে একান্ত।
পিক-কুল বোলে সমাধি সমাপই
চমকি নেহারই পন্থ॥
মানিনি ইথে কিয়ে নাহি অবধান।
নিমিখ বিমুখ যছু জীবন সংশয়
কি ভেল তা সঞে মান॥
যাক শয়ন পুন শিরীষ-কুসুম-সম
অতি সুখময় পরিযঙ্ক।
সো বিরহানলে লুঠই মহীতলে
লোরে ততহি করু পঙ্ক॥
পেখলু সো পুন তোহারি পরশ বিনু
পানী-বিহীন জনু মীন॥
কহ ঘনশ্যাম- দাস নাহি জগ মাহা
যৈছন প্রেম কঠিন॥ ৭ ॥ ৪৯০ ॥

ধানশী।

নয়ানের নীর নিঝরে ঝরয়ে
চাঁদ নিরখিয়ে তায়।
তোহারি বদন সোঙরি তখন
মূরছিত গড়ি যায়॥
রামাহে তেজহ কঠিন মান।
পুরুখ-বিরহ দুঃসহ কঠিন
এবার রাখহ প্রাণ॥ ধ্রু॥

কুসুম-লতা ধরি আলিঙ্গয়ে হরি
তুয়া কলেবর ভানে।
পরশে বিরস ভৈগেল মাধব
মূরছে মদন-বাণে॥

শিরীষ-কুসুমে শেজ বিছাইয়া
কাম-শরে অগেয়ান।
গরল অধিক চন্দন-লেপন
তেজিতে চাহে পরাণ॥ ৮॥ ৪৯১॥

কামোদ।

দিবস তিন আধ রাখবি যৌবন
বহই দিবস নব যাব।
ভাল-মন্দ দুই সঙ্গে চলি যারব
পর উপকার সে লাভ॥

সুন্দরি হরি-বধে তুহুঁ ভেলি ভাগী।
রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই
কাল বিরহ তুয়া লাগি ॥ ধ্রু ॥
বিরহ-সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে
তুয়া কুচ-কুম্ভ নামি দেই।
তুহুঁ ধনি গুণবতী উধার গোকুল-পতি
ত্রিভুবন ভরি যশ লেই।
লাখ লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভদিন করি মান।
তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল
ভেল কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৯ ॥ ৪৯২ ॥

শ্রীমত্যুক্তিঃ।

ধানশী।

সখি হে না বোল বচন আন।
ভাল ভেল হাম অলপে চিহ্নু
যৈছন কুটিল কান ॥ ধ্রু ॥
কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়।
কনয়া-কলস বিখে পূরাইয়া
উপরে দুধক পূর॥
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাহার বচনে যাই।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই ॥

দোষ নাহি মানে গুণ না বিচারে
সহজে চপল কান ॥
ফটিক যোগেশ্বরে যে ফুলে পূজয়ে
সে ফুলে ধরয়ে বাণ ॥
যাহার হৃদয়ে যেমন স্বরূপ
তাহা ছাপি নাহি রয়।
এ সব চাতুরী বুঝিতে না পারি
কবি বিদ্যাপতি কয় ॥ ১০ ॥ ৪৯৩ ॥

তিরোতা ধানশী।

সজনি না কর কানু পরসঙ্গ।
পানী না সেচহ দগধল অঙ্গ ॥
ভালে হাম কলাবতী ভালে তুহুঁ দোতী।
ভালে মনমথ ভালে কানুক পিরীতি ॥
ভাল জন-বচন কয়লু হাম আন।
সো ফল ভুঞ্জল ইহ পরিণাম ॥
গ্রছিলহি কি কহব আরতি-রাশি।
সুকপট প্রেমে সব পরিজনে হাসি।
ভাল ভেল অলপে কয়ল সমাধান।
পূরুবক পুণ-ফলে পায়লু পরাণ ॥
চন্দন-তরু বলি বিখ-তরু ভেল।
অতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল ॥
মরম না জানি কয়লু অনুরাগ।
জ্ঞানদাস কহ শুরুজা অভাগ ॥ ১১ ॥৪৯৪॥

পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি।
ঝাঁপল শৈল-শিখরে এক পাণি॥
অব বিপরীত ভেল সব কাল।
বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল॥
না বোলহ সজনি না বোল আন।
কি ফল আছয়ে ভেটব কান॥ ধ্রু॥
অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পানী তৈল নহ গাঢ় পিরীত।
হিয়া জনু কুলিশ বচন মধু-ধার।
বিষ-ঘট উপরে দুধ উপহার॥
চাতুরী বেচহ গাহক ঠাম।
গোপত প্রেম-সুখ ইহ পরিণাম॥
তুহুঁ কিয়ে শঠ নিকপটে কহ মোয়।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হোয়॥১২॥৪৯৫॥

গান্ধার।

কাঞ্চন জ্যোতি কুসুম পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ॥
তাকর মূলে দিনু দুধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝনঝনি সার॥
জাতি গোয়ালিনী হাম মতি-হীনা।
কুজনক পিরীতি মরণ অধীনা॥
হা হা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক কি লাগি মূল ডুবি গেল॥

কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল নহত সমান ॥১৩॥৪৯৬॥

কেদার।

সজনি তুহুঁ সে কহসি মঝু হিত।
হিত অহিত সবহুঁ হাম বুঝিয়ে
আনে হোয়ত বিপরীত ॥
লঘু উপকার করয়ে সব গুণি-জনে
মানয়ে শৈল সমান।
অচল হিত করয়ে মুরুখ জনে
মানয়ে সরিষ প্রমাণ ॥
কানুক রীত ভীত মঝু চিতহিঁ
না জানি কি হয়ে পরিণাম।
ঐছন পিরীতক বশ নাহি হোয়ত
যৈছন কীর সমান ॥
কি কহব রে সখি কহি কহি দেখলু
অতয়ে চাহি সমাধান।
যাকর যো গুণ কবহুঁ না যাওত
জ্ঞানদাস পরমাণ ॥১৪॥৪৯৭॥

ঐছন মানে বিমুখ ভৈ রাই।
করে ধরি দোতী মানায়ই তাই ॥
রোখে চলই যব করে কর বারি।
চরণে পড়ল তব বাহু পসারি ॥

তবহুঁ মলিন-মুখী সুমুখী না ভেল।
হোই নৈরাশ তব সখী চলি গেল॥
একলি বন মাহা যাঁহা বর কান।
আওল সখী তাহাঁ বিরস বয়ান॥
কি কহব মাধব মানিনী মান।
জ্ঞানদাস তাহা কি কহিতে জান॥১৫॥৪৯৮॥

তথা রাগ।

মাধব রাধা স্বাধীনা ভেল।
বহুত যতন পরকার বুঝায়লু
তব ধনী উত্তর না দেল॥
তোহারি কেশ কুসুম তৃণ তাম্বূল
ধরলহি রাইক আগে।
কোপে কমল-মুখী পালটি না হেরল
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে॥ ১৬॥ ৪৯৯॥

ইত্যাদি গীতং জ্ঞেয়ং।

কেদার।

না মিলল সুন্দরী শুনি ভৈ ক্ষীণ।
রোয়ত মাধব অব নিশি দিন॥
দোতীক কর ধরি করু পরিহার।
কহইতে নয়নে গলয়ে জল-ধার॥
বাউর সম কত করু পরলাপ।
শতগুণাধিক মনে মনসিজ-তাপ॥

"রা" "রা" "ধা" ধরি আথর এক।
গদ গদ কণ্ঠ না হয় পরতেক॥
মানিনী-মান মানায়ব হাম।
কহি এত ধাবয়ে মানিনী ঠাম॥
পুন ফেরি আওত সহচরী সাথ।
ঐছে গতাগতি নাহিক মোরাথ॥
কত পরবোধি কয়ল সখী থির।
জ্ঞানদাস হেরি ভেল অথির॥ ১৭ ॥৫০০॥

দূত্যুক্তি।

গগনক চাঁদ হাত ধরি দেয়লু
কত সমুঝায়লু রীত।
যত কিছু কহল সবহুঁ ঐছন ভেল
চিত-পুতলী-সম রীত॥
মাধব বোধ না মানই রাই।
বুঝাইতে অবুজ অবুজ করি মানই
কতয়ে বুঝায়ব তাই॥
তোহারি মধুর গুণ কত পরথাপলু
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনীকর
কমলিনী না সহে পরাণে॥
যতনহিঁ বহু চরণ ধরি সাধলু
রোখে চলল সখী পাশ।
সরস বিরস কিয়ে তাকর সহচরী
সো না বুঝল জ্ঞানদাস॥ ১৮ ॥ ৫০১ ॥

নিজ উক্তি।

গান্ধার।

সজনি না বুঝিয়ে এ মঝু ভাগ।
আকুল চিত মঝু তাহি সজাগ॥
বচনহি নিজ করি না বোলয়ে রাই।
মুঞি জীবত বিনু না বোলহ তাই।
মঝু পরসঙ্গে সে না দেই কান।
তাহা বিনু মঝু মুখ না ফুরয়ে আন॥
সমাধান চাহি না হয় সমাধান।
তৈঁ অতিরেকে হানয়ে পাচ-বাণ॥
শেখরে কহয়ে প্রিয় মন কর থির।
সহজেই নায়রী ভাব-গভীর॥ ১৯॥ ৫০২॥

ভাটিয়ারি।

সহচরী-বচনহি বিদগধ নাগর
আকুল অথির পরাণ।
তুরতহি গমন করল যাঁহা মানিনী
ঢল ঢল সজল নয়ান॥
কহ সখি কৈছে মিটায়ব মান।
মোহে পরিবাদ করয়ে যত রঙ্গিণী
হাম যৈছে উহ পরমাণ॥ ধ্রু॥
তাহে বিনু নিশি দিশি আন নাহি হেরিয়ে
ও মুখ সতত ধেয়ান।
ও মধুর বোল শ্রবণে মঝু লাগি রহুঁ
সো গুণ অহনিশি গান॥

এত কহি মাধব মিলল রাই পায়ে
ঠাড়ি রহল তঁহি যাই ।
অবনত বয়ানে রহল রব মানিনী
জ্ঞানদাস মুখ চাই ॥ ২০ ॥ ৫০৩ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিহারঃ ।

রামা হে ক্ষম অপরাধ মোর ।
মদন-বেদন না যায় সহন
শরণ লইনু তোর ॥
ও চাঁদ মুখের মধুর হাসনি
সদাই মরমে জাগে ।
মুখ তুলি যদি ফিরিয়া না চাহ
আমার শপথি লাগে ॥
তোমার অঙ্গের পরশে আমার
চিরজীবী হউ তনু ।
জপ তপ তুহুঁ সকলি আমার
করের মোহন বেণু ॥
দেহ-গেহ-সার সকলি আমার
তুমি সে নয়ান-তারা ।
আধ তিল আমি তোমা না হেরিলে
সব বাসি আন্ধিয়ারা ॥
এত পরিহার করিয়ে তোমার
মনে না ভাবিহ আন ।
কয়জ লিখিয়া লেহয়ে আমার
দাস করি অভিমান ॥

জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
এ কোন ভাব যুবতি।
কানু সে কাতর সদয় হইয়া
কেন না করহ প্রীতি ॥ ২১ ॥ ৫০৪ ॥

বরাড়ী।

শুন শুন মাধব না বোলহ আর।
কি ফল আছয়ে এত পরিহার ॥
পাওল তুয়া সঞে প্রেমক মূল।
খোয়লু সরবস নিরমল কুল ॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ।
দূরে কর কৈতব ভ্রম রতি-আশ ॥
অলপে বুঝলু হাম তুহাঁকে চরিত।
নামহি যৈছে অন্তর সেই রীত ॥
কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দিব।
আছয়ে জীবন সেই কিয়ে নিব ॥
জ্ঞানদাস কহ কর অবধান।
তুয়া নিজ-জনে কাঁহে এত অপমান ॥২২॥৫০৫॥

সুহই।

অনুনয় করইতে অবগতি না কর
না বুঝিয়ে অন্তর তোর।
কুটিল নেহারি গারি যব দেয়বি
তবহিঁ ইন্দ্র-পদ মোর ॥

মানিনি অব কি করব দুরদিনে ।
মনমথ গরল গুরুয়া হিয়ে বাঢ়ল
তোহারি পরশ-রস বিনে ॥ ধ্রু ॥
অনুগত জানি পাণি পসারয়ে
বিপদে বুঝিয়ে উপকার ।
তব হাম জনম সফল করি মানিয়ে
জগতে রহয়ে যশোভার ॥
সময় জানি অব কোপ নিবারহ
বেরি এক কর অবধানে ।
জ্ঞানদাস কহ নিজ-জন জানিয়া
অতয়ে করিয়ে সমাধানে ॥ ২৩ ॥ ৫০৬ ॥

তথা রাগ ।

চাঁদ-বদনী তুহুঁ রামা ।
কাঁহে ভেলি অতি বামা ॥
হাম চকোর তুয়া আশে ।
পিবইতে করু অভিলাষে ॥
তুহুঁ ধনি-ভেলি বিপরীতে ।
দূরে গেল বিহি-বরনিতে ॥
অনুগত-কিঙ্কর-দোখে ।
তুহুঁ নাহি সমুঝসি রোখে ॥
যরহুঁ উপেখবি মোহে ।
মঝু বধ লাগব তোহে ॥
জগ ভরি অপযশ গাব ।
গোবিন্দদাস মরি যাব ॥ ২৪ ॥ ৫০৭ ॥

শ্রীরাগ।

গুরুজন-বচন শ্রবণে তুহুঁ ধারলি
কোপহি রোখলি মোয়।
তুয়া বিনে শয়নে স্বপনে নাহি জানিয়ে
স্বরূপে কহল সব তোয়॥

মানিনি মোহে চাহি কর অবধান।
দারুণ শপথি করিয়ে তুয়া গোচরে
যাহে তুহুঁ পরতীত মান॥ ধ্রু॥

কুচ-যুগ কনক মহেশ সম জানিয়ে
তাপর ধরি হাম পাণি।
নহে জানি ধরম- ঘটহি করি পরীথহ
উচিত কহিয়ে এই বাণী॥

মনমথ-অনল অন্তর মাহা জ্বলতহি
তুহুঁ জনু কাঞ্চন-গোরী।
আনলে হেম সাহসে উঠায়ব
সাঁচি জানব তব মোরি॥

তোহারি লোমাবলী কাল-ভুজঙ্গিনী
হার তরঙ্গিণী জানি।
গোবিন্দদাস ভণি পরশ করহ ফণী
নহে জানি ডুবহ পানী॥২৫॥৫০৮॥

ধানশী ।

পীন কনয়া কুচ কঠিন কঠোর ।
বঙ্কিম নয়নে চিত হরি নিল মোর ।
পরিহর সুন্দরি দারুণ মান ।
আকুল ভ্রমর করব মধুপান ॥
এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর ।
হঠ নাহি করহ মহত রাখ মোর ॥
পুন পুন কত যে বুঝাব বারে বার ।
মদন-বেদন হাম সহই না পার ॥
ভণহ বিদ্যাপতি তুহুঁ সব জান ।
আশা-ভঙ্গ-দুখ মরণ সমান ॥ ২৬ ॥ ৫০৯ ॥

শ্রীরাগ ।

কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরি
হরল চেতন মোর ।
পুরুখ বধের ভয় না করহ
এ বড়ি সাহস তোর ॥
মানিনি আকুল হৃদয় মোর ।
মদন-বেদন সহিতে না পারি
শরণ লইনু তোর ॥ ধ্রু ॥
কিয়ে গিরিবর কনয়া-কটোর
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ ।
হিয়ার উপরে শম্ভু পূজিত
বেড়িয়া বালক-চন্দ ॥

এ কর-কমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইবে রামা॥
চঞ্চল দেখিয়া আকুল হইনু
ব্যাকুল হইল চিত্ত।
কহে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
কানুর করহ হিত॥ ২৭॥ ৫১০॥

সুহই।

কত কত অনুনয় করু বর-নাহ।
ও ধনি মানিনি পালটি না চাহ॥
বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান॥
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে চমকিত চিত॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর যোড়ি ঠাড়ি বদন পুন জোয়॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর-কান।
কি করবি তুহুঁ অব দুর্জ্জয় মান॥২৮॥৫১১॥

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দৈন্যোক্তিঃ।

শ্রীরাগ।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতলী॥

পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি-পুতলী॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥২৯॥৫১২॥

তথা রাগ।

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার।
অনুগত জনেরে পরাণে কেনে মার॥
যে চাঁদের সুধা-দানে জগত জুড়াও।
সে চাঁদ-বদনে কেন আমারে পোড়াও॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ-পরশে।
সোণা শতবাণ হৈয়া কাহে নাহি তোষে॥
সে চরণ ধূলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরসাদ॥৩০॥৫১৩॥

ততঃ সখ্যুক্তিঃ।

ভিয়োতা ধানশী।

সুন্দরি আর কিয়ে সাধবি মান।
চরণ লাগিয়ে তোহে সাধয়ে কান॥

ইত্যাদি জ্ঞেয়ং॥

সুন্দরি উলটি নেহারহ নাহ।
চাঁদ-অমিয়া বিনু চকোর না জীবয়ে
জানি করহ নিরবাহ॥
কতয়ে কলাবতী পশুপতি-পদযুগ
সেবইযাকর আশে।
সো বহু-বল্লভ তোহারি পরশ বিনু
দগধল মদন-হুতাশে॥
শ্যাম সুধাকর নিকটহি রোয়ত
কুরু চিত-কুসুম বিকাশ।
চঞ্চল অন্তর মান-তিমির রহু
লোচন পড়ল উপাস॥
সো সুখ-সম্পদ তুহুঁ বিনু সুন্দরি
হাসি হাসি আপনে বোলাই।
জ্ঞানদাস কহ অলপ ভাগি নহ
দূতীক পরশ না পাই॥ ৩১॥ ৫১৪॥

গান্ধার।

রামা হে কি আর বলসি আন।
তোহারি চরণ- শরণ সো হরি
অবহুঁ না মিটে মান॥
গোবর্দ্ধন গিরি বাম করে ধরি
যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ করের কঙ্কণ
মানয়ে গুরুয়া ভার॥

কালী দমন করল যে জন
চরণ-যুগল-ভরে।
এবে সে ভুজঙ্গ- ভরমে ভুলল
হৃদয়ে না ধরে হারে॥
সহজে চাতক না ছাড়য়ে ব্রত
না বৈসে নদীর তীরে।
নব জলধর বরিখণ বিনু
না পিয়ে তাহার নীরে॥
যদি দৈব-দোষে অধিক পিয়াসে
পিয়য়ে হেরিয়া থোর।
তবহুঁ তাহারি নাম সোঙরিয়া
গলয়ে শতগুণ লোর॥ ৩২॥ ৫১৫॥

কামোদ।

কত কত ভুবনে আছয়ে কত নাগরী
কত না করয়ে অভিলাষে।
যো পুরুষ-রতন যতনে নাহি পাইয়ে
সো তুয়া দাসক আশে॥
সুন্দরি কহ কৈছে সাধসি মান।
রসময় রসিক- মুকুট বর নাগর
চরণেহি সাধয়ে কান॥
কি তোর কঠিন মন বুঝই না পারিয়ে
গুরুতর কৌশল মোর।
যাখ লছিমী যৈছে চরণে লোটায়ই
তাহে এত বিরকতি তোর॥

জীবন যৌবন সফল না মানয়ে
কানু হেন বিদগধ নাহ।
জ্ঞানদাস কহে কতিহুঁ না শুনিয়ে
পিরীতিক ইহ নিরবাহ॥ ৩৩॥ ৫১৬॥

বরাড়ী।

চলইতে চাহি চরণ নাহি ধাবয়ে
রহিতে নাহিক প্রতিআশ।
আশ নৈরাশ কছুহ নাহি সমুঝিয়ে
অন্তরে উপজে তরাস॥
সজনি বচন না বোলসি আধা।
তুহুঁ রসবতী উহ রসিক-শিরোমণি
হঠে রস না করহ বাধা॥ ধ্রু॥
প্রেম-রতন জনু কনয়া-কলস পুন
ভাগ্যে যো হোয় নিরমাণ।
মোতিম-হার বার শত টুটয়ে
গাঁথিয়ে পুন অনুপাম॥
হরক কোপানলে মদন দহন ভেল
তুয়া উরে যুগল মহেশ।
পরিহর মান কানু-মুখ হেরহ
জ্ঞান কহয়ে সবিশেষ॥ ৩৪॥ ৫১৭॥

ভূপালী।

তোহারি কোর পর যো হরি ভোর।
তুয়া নাম লেই যবহুঁ ভেল ভোর॥

কতিহুঁ গেলি বলি মুরছল সেহ।
তুহুঁ পুন ভোরী না বান্ধহ থেহ॥
এ ধনি বিছুরলি সো দিন তোই।
কৈছে রহলি এত মানিনী হোই॥
তোহে না হেরি তিল যুগ ছিল যাক।
সো বিরহানলে পড়ল বিপাক॥
ফুল পর তুয়া সঞে শুতল যেই।
তুয়া আগে ধূলি লোটায়ই সেই॥
অঙ্গে না সহ ফুল মালতী দাগ।
বিন্ধয়ে মদন-বাণ তহি লাখে লাখ॥
কবহুঁ নাহ তুয়া দুঃখ না জান।
গোবিন্দদাস কহ তেজহ মান॥ ৩৫ ॥ ৫১৮ ॥

নাটিকা রাগিণী।

মানিনি হাম কহিয়ে তুয়া লাগি।
নাহ নিকটে পাই যো জন বঞ্চয়ে
তাকর বড়ই অভাগি॥ ধ্রু॥
দিনকর-বন্ধু কমল সবে জানয়ে
জল তহিঁ জীবন হোয়।
পঙ্ক-বিহীন তনু ভানু শুথায়ত
জলহি পঁচায়ত সোয়॥
নাহ সমীপে সুখদ যত বৈভব
অনুকূল হোয়ত যোই।
তাকর বিরহে সকল সুখ-সম্পদ
ক্ষেণে দগধই সোই॥

তুহুঁ ধনি গুণবতী বুঝি করহ রীতি
পরিজন ঐছন ভাষ।
শুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদ গদ
অনুমতি করল প্রকাশ ॥ ৩৬ ॥ ৫১৯ ॥

বরাড়ী।

তুহুঁ যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখী করি খত লেখি দেহ ॥
ছোড়বি কেলি-কদম্ব বিলাস।
দূরে করবি নিজ গুরুজন-আশ ॥
মো বিনে স্বপনে না হেরবি আন।
হামার বচনে করবি জল পান ॥
রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর ॥
ঐছন করজ ধরব যব হাত।
তবহি তুয়া সঞে মরমক বাত ॥
ভণহ বিদ্যাপতি শুন বর-কান।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ ॥ ৩৭। ৫২০ ॥

কামোদ।

সুন্দরি বেরি এক কর অবধান।
ক্ষেম অপরাধ প্রেম-বাদ করবি
যব কৈছে ধরব পরাণ ॥ ধ্রু ॥

লেখি লহ করজ দাস করি সুন্দরি
জীবন যৌবন রহু ভাগি।
তুয়া গুণ-রতন শ্রবণে মণি-কুণ্ডল
এবে ভেল ত্রিভঙ্গ বৈরাগী ॥
পীতাম্বর গলে করি কর-যুগলে
মিনতি করহুঁ তুয়া আগে।
হাম যৈছে লাখ লাখ শ্যাম লুটত
তুয়া ধূলি চরণ সোহাগে ॥
মনসিজ-করে ধনু হেরি কাতর তনু
বিছুরল ধন জন মায়া।
তছু ভয় লাগি শরণ হাম লেয়লু
দেহ পদ-পঙ্কজ ছায়া ॥
ঐছন মিনতি করল যব নাগর
ধনী লোচন জল পূর।
হেরইতে বদন রোদন করু দুহুঁ জন
অব ঘনশ্যাম মন পূর ॥ ৩৮। ৫২১।

ইত্যাদি সংকীর্ণ-সম্ভোগঃ।

ভূপালী।

রাই যবে হেরল হরি-মুখ ওর।
তৈখনে ছল ছল লোচন জোর ॥
যবহুঁ কহলহি লহু লহু বাত।
তবহুঁ কয়ল ধনী অবনত মাথ ॥

যব হরি ধরলহি অঞ্চল পাশ।
তৈখনে ঢর ঢর তনু পরকাশ॥
যব পহুঁ পরশল কঞ্চুক সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পূরল সব অঙ্গ॥
পূরল মনোরথ মদন উপদেশ।
কহ কবিশেখর পিরীতি বিশেষ॥ ৩৯। ৫২২।

সুহিনী।

দূরে গেল মানিনী-মান।
অমিয়া-সরোবরে ডুবল কান॥
মাগয়ে তব্ পরিরম্ভ।
প্রেম-ভরে সুবদনী-তনু জনু স্তম্ভ॥
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরী গদ গদ দীরঘ নিশাস॥
কোরে আগোরল নাহ।
করু সঙ্কীরণ রস নিরবাহ॥
লহু লহু চুম্বই বয়ান।
সরস বিরস হৃদি সজল নয়ান॥
সাহসে উরে কর দেল।
মনহি মনোভব তব্ নাহি গেল॥
তোড়ল যব নীবি-বন্ধ।
হরি-সুখে তবহিঁ মনোভব মন্দ॥

তব কছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ ॥ ৪০ ॥ ৫২৩ ॥
ইতি দ্বিতীয়-শাখায়াং সপ্তদশ-পল্লবঃ ॥

অথ মানঃ প্রকারান্তরং ॥
তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রঃ ॥

সুহই।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়ানে ॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায়।
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোঙায় ॥
ক্ষণে চমকিত অঙ্গ ধরণ না যায়।
নানা ভাব গোরাচাঁদের বাসু ঘোষ গায় ॥ ১॥৫২৪॥

সখী-বচনে ন মানো যথা।

প্রিয় সখী নিকটে যাই কহে দ্রুত-গতি
শুন ধনি চতুরিণি রাধে।
চন্দ্রাবলী সঙ্গে কানু রজনী আজু
কামে পূরায়ল সাধে ॥
ঐছন শুনইতে বাত।
অরুণিত লোচন গর গর অন্তর
রোখে পূরল সব গাত ॥ ধ্রু ॥

আপনক কামে কামী যেই কামিনী
রসিক-মরম নাহি জান।
সো মঝু বিদগধ নাহক বলে ছলে
কত না করল অপমান॥
চঞ্চল মনহি থির নাহি হোয়ত
কামে লুবধ-চিত কান।
ঐছন নাহক বদন না হেরব
উদ্ধব দাস পরমাণ॥ ২ ॥ ৫২৫ ॥

শ্রীরাগ।

দুর সঞে নয়নে না হেরবি নিয়ড়ে
রহবি শির নামাই।
পরশিতে শিরসি করহি কর বারবি
যতনে রোথ নিরমাই॥
সুন্দরি অতয়ে শিথায়ব তোয়।
বিনহি মানে ধনি সো বহু-বল্লভ
আপন বশ নাহি হোই॥
পুছইতে গোরি চমকি মুখ মোড়বি
হসইতে জনি তুহুঁ হাস।
করইতে মিনতি শুনই নাহি শুনবি
কহবি আনহি ভাষ॥
পড়ইতে চরণে বারি দিঠি-পঙ্কজে
পূজবি সো মুখ-চন্দ।
গোবিন্দদাস কহ যাক হৃদয়ে রহ
তা সঞে এত পরবন্ধ॥ ৩ ॥ ৫২৬।

সিন্ধুড়া।

অবনত-বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যো কহে শ্যামনাম তাহে না পেখি॥
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥
নীরস অরুণ কমল-বর-বয়নী।
নয়ন-লোরে বহি যাওত ধরণী॥
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী।
কহয়ে চলহ ধনি ভানুক সেবি॥
অবনত বয়নে উত্তর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহে সো চলি গেল॥ ৪। ৫২৭।

কামোদ।

মাধব অপরূপ পেখলু রামা।
মানিনী মানে ধরণী পর লেখই
নয়ানে না হেরই শ্যামা॥
শুনইতে বিদগধ নাগর-শেখর
আকুল গদ গদ বোল।
কি করব যবে হাম রজনী বঞ্চল
তবহি হৃদয় মঝু দোল॥
হামারি শপতি তোহে শুন শুন সহচরি
তুরিতে গমন করু তাই।
বহুত যতন করি তাহে মানায়বি
যৈছে সদয় হোয়ে রাই॥

শপতি বচনে সোই কিছু নাহি বোলল
আওল মানিনী পাশ।
হেরইতে রাই বিমুখ ভই বৈঠল
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ৫ । ৫২৮ ।

গান্ধার ।

তোহারি বিরহ- বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
ক্ষণে অচেতন ক্ষণে সচেতন
ক্ষণে নাম ধরু তোর॥

রামা হে তো বড়ি কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজলি
জগত-দুলহ লেহ॥

তোহারি কাহিনী কহিতে জাগল
শুনই দেখই ভোর।
এ ঘর বাহিরে ধৈরজ না ধরে
পথ নিরখয়ে তোর॥

কত পরবোধি না মানে রহসি
না করে ভোজন-পান।
কাঠ-মূরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥৬ । ৫২৯ ॥

জয়জয়ন্তী।

তো বিনু সুখময় শয়ন তেজল
নিন্দই চন্দন চন্দ।
শুতল ভূতলে ফুয়ল কুন্তল
কাম-চামর-বন্ধ॥

তেজহ দারুণ মান মানিনি
নাহ গাহক তোরি।
তুহে সে মরকত- মুরতি মানই
কাঁচা কাঞ্চন গোরি॥

নীল-উতপল- দাম-শ্যামর-
ধাম ঝামর দেহ।
কুসুম-শর জর বরিখে ঝর ঝর
নয়ন সাঙল মেহ॥

বিরহ-মোচন এ তুয়া লোচন-
কোণে হেরবি কান।
রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভান॥ ৭॥ ৫৩০॥

কামোদ।

সো বর শঠ গুণ গুরুবর গুরুতর
যছু গুণ জলনিধি-সার।
হাম অবলা জাতি তাহে দুঃখিত মতি
কৈছনে পাওব পার॥

সজনি আর কত করু পরলাপ।
সো মুঝে যৈছন করলহিঁ অপমান
সো বড় হৃদয়ক তাপ॥
যো বর-নারী সার করি লেওল
সো পদ সেবউ আনন্দে।
তাকর লাগি জাগি দিন যামিনী
পিবউ সো মকরন্দে।
তাহে লাগি অন্ন পাণী সব তেজউ
জপ করু তাকর নাম।
চম্পতি পতি কয় সেই যুবতী বর
গায়ত তছু গুণ গাম॥ ৮। ৫৩১॥

ধানশী।

তব চঞ্চল-মতিরয়মঘহন্তা।
অহমুত্তম-ধৃতি-দিগ্ধ-দিগন্তা॥
দূতি বিদূরয় কোমল-কথনং।
পুনরভিধাস্যে নহি মধু-মথনং॥ ধ্রু॥
শঠ-চরিতোঽয়ং তব বনমালী।
মৃদু-হৃদয়াহং নিজ-কুলপালী॥
তব হরিরেষ নিরঙ্কুশ-নর্ম্মা।
অহমনুবদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মা॥ ৯॥ ৫৩২॥

তিরোতা।

শুন মাধব রাধা স্বাধীনা ভেল।
যতনহি কত পরকার বুঝায়লু
তবু সে সমতি নাহি দেল॥

তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী
শ্রবণ মুদয়ে দুই পাণি।
তোহারি পিরীতি যো নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী।
তোহারি কেশ কুসুম তাম্বূল তৃণ
ধরলহি রাইক আগে।
কোপে কমল-মুখী পালটি না হেরই
বৈঠল বিমুখ বিরাগে॥
হেন বুঝি কুলিশ- সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপে সিধারসি কান॥ ১০॥ ৫৩৩॥

বালা ধানশী।

শুনি সখী বচন মনহি অনুমান।
নাগরী বেশ বনাওল কান॥
আগু পদ বাম বাম গতি চাহনী
বামে কুন্তল অনুপামা।
বাম ভুজে বসন ঢুলায়ত ঘন ঘন
যৈছন পেখলু শ্যামা।
পট-অম্বর পরি অভিনব নাগরী
ঐছনে কয়ল পয়ান।
চারু সিথোপরি কাম সিন্দুর পরি
লখই না পারই আন॥

এমন চতুরবর　　কবহুঁ না পেখলু
　　এ মহী-মণ্ডল মাঝে।
মণিময় কঙ্কণ　　দুহুঁ ভুজে সাজল
　　শঙ্খ শোভয়ে তহু মাঝে॥

পদতলে অরুণ-　　কিরণ মণি পেখলু
　　তেঞি হোয়ত অনুমান।
জ্ঞানদাস কহে　　রাইক মন্দিরে
　　নাগর করল পয়ান॥ ১১ ॥ ৫৩৪ ॥

কামোদ।

কানু উপেখি　　রাই মহী লিখই
　　মানিনী অবনত মাথ।
নিরুপম নারী-　　বেশ ধরি সো হরি
　　আওল সহচরী সাথ॥

　　শুন সজনি কি ফল মানিনী-মানে।
টাট কানাই　　কত ভঙ্গী জানত
　　কো করু কত অবধানে॥

শ্যামরী হেরি　　সখীক রাই পুছত
　　সো কহ ব্রজ-নব-রামা।
তুয়া সখী হোয়ত　　যতনে চলি আওত
　　কোরে করহ ইহ শ্যামা॥

করইতে কোরে পরশে ধনী জানল
কানুক কপট বিলাস।
নাসা পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত
হেরত গোবিন্দদাস ॥ ১২ ॥ ৫৩৫ ॥

ইতি অষ্টাদশ-পল্লবঃ ॥

অথ মানঃ প্রকারান্তরং যথা।

পুনর্দূত্যুক্তিঃ ॥

গান্ধার।

তুয়া বিনে কান আন নাহি জানত
ফুল-শরে জর জর দেহ।
তুহুঁ বিনে মান আন নাহি জানসি
অপরূপ তোহারি সুলেহ ॥
সুন্দরি দূরে কর বচন-বিভঙ্গ।
তোহারি বিরহ- জরে গিরিবর-ধর
ধরই না পারই অঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
কি কহব তোহে অতি তোহারি চরণে নতি
কহইতে কথন না ফুর।
এতহুঁ বিপতি যব শুনইতে তুহুঁ অব
চাতুরী না করহ দূর ॥
হেরইতে রীত ভীত মনু চিতহি
কঠিন হৃদয় হেন জানি।
কহ ঘনশ্যাম যাব তুয়া নামহি
অন্তরে লেওল প্রাণী ॥ ৩ ॥ ৫৩৬ ॥

বিহাগড়া।

প্রেম আগুনি মনহি গুণি গুণি
এ দিন যামিনী জাগি।
মদন-কুঞ্জর কুঞ্জে রোয়ই
তোহারি রসক লাগি॥
কি ফল মানিনি মান মানসি
কানু জানসি তোরি।
তুহুঁ সে জলধর- অঙ্গে শোভিত
যৈছন দামিনী গোরী॥
নওল কিশলয় বলয় মলয়জ-
পঙ্ক পঙ্কজ-পাত।
শয়নে ছট ফট লুটই মহীতলে
তো বিনু দহই গাত।
জানহ পুন পুন সো পিয়া পরীখন
সোই পুজে পাঁচ বাণ।
রায় চম্পতি ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভাণ॥ ২॥ ৫৩৭॥

সুহই।

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কানাই॥
কিশলয়-শয়ন উপেখি।
ভুমি উপরে নথে লেখি॥

তেজ ধনি অনুনয় মান।
কানুক তুহুঁ সে নিদান॥
তুয়া মুখ হৃদি অবগাই।
বিলপয়ে অবধি না পাই॥
সো জগ-জীবন জান।
তাকর জলত পরাণ॥
ভূপতি কি কহব তোয়।
তোহে সে পুরুখ-বধ হোয়॥ ৩॥ ৫৩৮॥

তথা রাগ।

শুন শুন সুন্দরি রাধে।
কানু সঞে প্রেম করসি কাহে বাধে॥
অনুক্ষণ যো জন তুয়া গুণে ভোর।
তুহুঁ কৈছে তেজবি তাকর কোর॥
নিশি দিশি বয়ানে না বোলই আন।
আন জন বচনে না পাতয়ে কান॥
তুয়া লাগি তেজল গুরুজন-আশ।
কাহে লাগি তুহুঁ তারে তেজি উদাস॥
ঐছন পুরুখ কতিহুঁ নাহি দেখি।
আপন দিব্ তোরে হরি না উপেখি॥
এ সব বচনে যদি রাখহ মান।
না জানিয়ে কৈছে কঠিন তুয়া প্রাণ॥
জ্ঞানদাস কহ হিত উপদেশ।
ঐছন নাগরে না কর আবেশ॥ ৪॥ ৫৩৯॥

সুহিনী।

শ্রীমত্যুক্তি।

না কহ রে সখি উহার কথা।
দ্বিগুণ হৃদয়ে না দেহ ব্যথা॥
যৈছন চতুর শঠের পহুঁ।
তৈছন তাহার দূতী সে তুহুঁ॥
নিকুঞ্জে হৃদয়ে ধরি লয়ে।
তাহারে সেবউ না কহ এ॥
সোই কলাবতী নিবসে যাঁহা।
তুরিতে গমন করহ তাহা॥
এমতি তাহারে সাধহ যাই।
যে সুখ পাওবি অবধি নাই॥
পুন না আসিহ আমার পাশ।
শুনিয়া চলল রসিকদাস॥ ৫ ॥ ৫৪০ ॥

তথা রাগ।

রাইক ঐছন অকরুণ ভাষ।
শুনি সখী আওল কানুক পাশ॥
কহইতে ঐছন সকল সম্বাদ।
গদ গদ মাধব করই বিষাদ॥ ৬ ॥ ৫৪১ ॥

ইত্যাদি গীতং।

ধানশী।

মাধব বোধ না মানয়ে রাই।
নিভৃত নিকুঞ্জ- গৃহে ধনী নিবসই
তুরিতে গমন করু তাই॥

এত শুনি নাগর নাগরী-বেশ ধরি
সখী সঙ্গে চলু বনমালী ।
যোই নিকুঞ্জে আছয়ে বর-মানিনী
তাহা যাই উপনীত ভেলি ॥ ৭ ॥ ৫৪২

মঙ্গলা ।

পটাম্বর পরি অভিনব নাগরী
ঐছন করল পয়ান ।
শির পর সিথি করি কাম সিন্দূর পরি
লখই না পারই আন ॥
দেখ সখি অদ্ভুত রঙ্গ ।
রসিক-শিরোমণি রমণী-বেশ ধরি
আওত দোতীক সঙ্গ ॥
আগু পদ বাম বাম গতি ধাবই
মোহিনী চাহনী বামা ।
ভানুসুতা পাশে উপনীত ভেলহিঁ
শ্যামরী পেখল রামা ॥
মণিময় কঙ্কণ দুই ভুজে শোভই
শঙ্খ শোভই তছু মাঝ ।
এহেন চাতুরীপণা কবহুঁ না পেখলু
এ মহী-মণ্ডল মাঝ ।
অরুণ-কিরণ শ্যামা- পদতলে পেখলু
তেঞি করিয়ে অপমান ।
বংশীবদন কহই রাই নিকটহি
ঐছন করল পয়ান ॥ ৮ ॥ ৫৪৩ ॥

ধানশী।

নাগরী বেশ হেরি হরষিত সহচরী
করে ধরি আদর কেল।
কোপে কমল-মুখী চরণে ঠেলয়ে সখী
তাক সমুখে লই গেল ॥

সুন্দরি হেরহ এ নব রামা।
মাথুর নগরক ইহ নব-রঙ্গিণী
তোহে মিলব ইহ শ্যামা ॥

ঐছন বচন শুনি বিমল-বয়নী ধনী
বাহু পসারি করু কোর।
পরশেহি জানল রসিক-শিরোমণি
কো কহু কৌতুক ওর ॥

টুটল মান আন মনে বৈঠল
সহচরী মুখ হেরি হাস।
অমল কমল-মুখ হেরইতে রসিককো
পূরল মরম অভিলাষ ॥ ৯ ॥ ৫৪৪ ॥

বরাড়ী।

সুমুখী-চরণে চিকণ কালা-
বরণ কেন বা দেখি।
সখীর বচনে ঈষত হাসিয়া
নেহারে কমল-মুখী ॥

কনক মুকুর জিনিয়া চরণ
মুখানি রসের কূপ।
তাহার মাঝারে পশিয়া পেখলু
পরাণ-নাথের রূপ ॥
আপনা আপনি বয়ান হেরিয়া
ধরিতে না পারে হিয়া।
এ রস পাসরি রসিক নাগর
কেমতে আছয়ে জীয়া ॥
কহিতে কহিতে রসের আবেশে
নাগরী নাগর ভেল।
বংশী কহয়ে বুঝিয়া বিশাখা
নাগরী আনিয়া দেল ॥ ১০ ॥ ৫৪৫ ॥

তথা রাগ।

মুখ যব মাজল রসিক মুরারি।
সুন্দরী রহল করহি কর বারি ॥
প্রেম সবহুঁ গুণ দুহুঁ করি নেল।
মুদল নয়ন-যুগল কর দেল ॥
করে কর বারিতে উপজল হাস।
দুহুঁ পুলকাম্বিত গদ গদ ভাষ ॥
গুরুয়া কোপ তিরোহিত ভেল।
নাগর তবহুঁ কোর পর নেল ॥ ১১ ॥ ৫৪৬ ॥

ততো বর্ষা-সময়োচিত-বাসকসজ্জায়াং
কৃষ্ণস্য বিলম্বিতাগ্মানঃ।

ভূপালী।

তুহুঁ রহ গরবিনী বাসক গেহ।
সো ভিগি আওল শাঙন মেহ॥
তুহুঁ শুতল সুখময় পরিযঙ্ক।
সো তরি আওল পাথর পঙ্ক॥
এ ধনি দূর কর অসময় মান।
পুণ-ফলে মিলল রসময় কান॥
ঝলমল দামিনী যামিনী ঘোর।
কামিনী কি তেজই কান্তক কোর॥
ঘন ঘন গরজন অম্বর মাহ।
বরজত কোন এ হেন বর-নাহ॥
এতহুঁ কহত যব গতি মতি বাম।
না জানিয়ে কোই আধারল কাম॥
গোবিন্দদাস দেখত তব সাঁচ।
কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচ॥ ১২॥ ৫৪৭॥

কেদার।

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে॥
গগনে উদয় কত তারা।
চাঁদ আনহি অবতারা॥
আন কি কহব বিশেখি।
লাখ নলিনী-চয় লখি না লখি॥

শুনি ধনী মনো-হৃদি ঝুর।
তবহি মনহি মন পূর॥
বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহি দূরে গেল॥ ১৩॥ ৫৪৮॥

ইতি উনবিংশতি-পল্লবঃ॥

পুনশ্চ মানঃ।

ধানশী।

এ সখি মঝু বোলে কর অবধান।
রাই দরশন বিনে না রহে পরাণ॥
তুহুঁ অতি চতুরিণী কি কহব হাম।
ঐছে করহ যায় সিদ্ধি হয় কাম॥
বহুত যতন করি বুঝায়বি তায়।
নহে পরবোধবি ধরি তছু পায়॥
ইথে যদি তুয়া বোল না শুনই রাই।
ইহ কেশ তৃণ দিয়া পড়বি লোটাই॥
সো রঙ্গিণী যদি তেজই মান।
নিচয়ে জানিবি তুয়া অনুগত কান॥
বংশীবদনে কহ পূরব আশ।
চলল দোতী তব রাইক পাশ॥ ১॥ ৫৪৯॥

কামোদ।

কানু প্রবোধ করি আওল সহচরী
মিলল রাইক পাশ।
কহতহিঁ চাতুরী- বচন-সুমাধুরী
তাহে মিশাইয়া হাস॥

মানিনী অবনত বদনহি লিখত
ইহ মহী-মণ্ডল মাঝ।
ইতি উবাচ সহচরী রহে নিশবদ করি
সবহুঁ বিছুরল কাজ॥
দোতী কহয়ে ধনি কাঁহে ভেল মানিনী
তোহারি সে নাগর-রাজ।
বিষম-কুসুম-শরে সো ভেল জর জর
লুটই নিকুঞ্জক মাঝ॥
অনেক যতন করি মোহে পাঠায়ল হরি
জীউ রাখয়ে তুয়া আশে।
বংশীবদন কহ হামারি বচন রাখ
মিলহ কানুক পাশে॥ ২॥ ৫৫০॥

শ্রীরাগ।

মানিনি দূর কর মানে।
তুয়া বিনে মোহন চিত-পুতলী সম
তেজল ভোজন-পানে॥
কোমল অমল শেজ কুসুম-দল
তুয়া বিনু তেজল শয়ানে।
গন্ধ-চতুঃসম অঙ্গ বিলেপন
তেজল তাম্বূল বয়ানে॥
কত কত যুবতী যুগ-শত সেবই
তাহে যে বোধ না মানে।
সো তুয়া লাগি অব সতত উতাপিত
যদি রহত দুই নয়ানে॥

এ ধনি রমণী- শিরোমণি জানিয়ি
কিয়ে তুয়া আশিক কাঁতি।
আর বসন্ত কত তোঁহে বুঝায়ব
নাহ দেখিনু এত ভাতি ॥৩॥৫৫১॥

তথা রাগ।

পদুমিনি পুন পরবোধহুঁ তোয়।
পীতাম্বর পদ- পঙ্কজ পরিহরি
কামিনি কাহেরে রোয় ॥ ধ্রু ॥

পুছইতে পহিলে পাণি উলটায়সি
পরিজন পর করি মান।
প্রিয় পরিবাদ পরশি পরিহারসি
পুরে পাইনু পাঁচবাণ ॥

পিরীতিক প্রাতি পাঠে পরিহাসসি
পহু-পরণতি নাহি মান।
প্যারন পুতলী পরখি পরে পেখলু
পর-পীড়ন নাহি জান ॥

পুরুষোত্তমক প্রেম-পরিরম্ভন
পুণবতী পাওই কোই।
প্রাণ-পিয়ারী পদবী পরিহারল
গোবিন্দদাস কহ তোই ॥৪॥৫৫২॥

ধানশী।

না বোল না বোল কানুর বোল
ও কথা নাহিক মানি।
বিষম কপট তাহার প্রেম
ভালে ভালে হাম জানি ॥
নিকুঞ্জ কাননে সঙ্কেত করিয়া
তাঁহা জাগাইল মোরে।
আন ধনী সনে সে নিশি বঞ্চিয়া
বিহানে মিলল দূরে ॥
সিন্দূর কাজর সব অঙ্গোপর
কপটে মিনতি কেল।
ছল করি শির- সিন্দূর কাজর
আমার চরণে দেল ॥
শতগুণ হিয়া আনলে জ্বলিল
চলিয়া আইনু বাস।
এ হেন শঠের বদন না হেরি
কহয়ে অনন্তদাস ॥ ৫ ॥ ৫৫৩ ॥

তিরোতা।

দোতীক বচন না শুনল রাই।
আপন মনহি বিচারল তাই ॥
কামুক তৃণ কেশ ধরু তছু আগে।
তবহি সুধামুখী নহ অনুরাগে ॥

কত কত মিনতি করিয়া কহ বাণী।
মানিনী-চরণে পসারল পাণি ॥
সুন্দরি দূর কর অসময় মান।
ইহ সুখ সময়ে মিলহ বর-কান ॥
তেজিয়া নাগর ও সুখ-পুঞ্জে।
তুয়া লাগি লুঠই কেলি-নিকুঞ্জে ॥
ক্ষম অপরাধ চলহ সোই ঠাম।
ইহ সুখ জানি সময় অনুমান ॥ ৬ ।। ৬৫৪ ॥

কল্যাণী অথবা বরাড়ী।

তাল-ত্রয়েন।

বিরচিত-চাটু-বচন-রচনং চরণে রচিত-প্রণিপাতং।
সম্প্রতি মঞ্জুল-বঞ্জুল-সীমনি কেলি-শয়নমুপযাতং ॥
মুগ্ধে মধু-মথনমনুগতমনুসর রাধিকে ॥ ধ্রু ॥
ঘন জঘন-স্তন-ভার-ভরে দর-মন্থর-চরণ-বিহারং।
মুখরিত-মণি-মঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরাল-নিকারং ॥
শৃণু রমণীয়তরং তরুণী-জন-মোহন-মধুরিপু-রাবং।
কুসুম-শরাসন-শাসন-বন্দিনি পিক-নিকরে ভজ ভাবং ॥
অনিল-তরল-কিশলয়-নিকরেণ করেণ লতা-নিকুরম্বং।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতি মুঞ্চ বিলম্বং ॥
স্ফুরিতমনঙ্গ-তরঙ্গ-রসাদিব সূচিত-হরি-পরিরম্ভং।
পৃচ্ছ মনোহর-হার-বিমল-জল-ধারমমুং কুচ-কুম্ভং ॥
অধিগতমখিল-সখীভিরিদং তব বপুরপি রতি-রণ-সজ্জং।
চণ্ডি রণিত-রসনা-রব-ডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জং ॥

স্মর-শর-সুভগ-নখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলং।
চল বলয়-ক্বণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজ-গতি-শীলং ॥
শ্রীজয়দেব-ভণিতমধরীকৃত-হারমুদাসিত-রামং।
হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠ-তটীমবিরামং ।।৭॥৫৫৫ ॥

সুরট।

সরস সুখময় সময় যামিনী
কানু কেলি-নিকুঞ্জ।
তো বিনু কিশলয়- শয়নে রোয়ত
যৈছে মধুকর গুঞ্জ ॥
রোখ পরিহরি চলহ সুন্দরি
যাহ হেরহ কান।
সময় কামদে কো কলাবতী
কান্ত পর করু মান ॥
তোহারি মূরতি- জ্যোতি দশ দিশ
হেরি আকুল হোই।
সোই গুণমণি রূপ গুণি গুণি
গুমরি যামিনী রোই ॥
এহেন দোতীক বচন শুনইতে
মান ভেল অবসান।
সবহুঁ সহচরী বদন নিরখই
তবহিঁ বেশ বনান ॥ ৮। ৫৫৬ ॥

ভূপালী।

যৈছনে ধনী-চিত দরবিত হোতি।
কতহুঁ যতন করি সাধল দোতী ॥

যোই নিকুঞ্জে বিবাদই কান।
তহিঁ ধনী ভামিনী কয়ল পয়ান ॥
পদ দুই চারি চলই পুন থারি।
ধৈরজ চিত ধরহি নাহি পারি ॥
মানিনী গর গর অন্তর থোর।
ঐছন পাওল কুঞ্জকি ওর ॥
যতনহি কানুক সমুখে না গেল।
যৈছন পুরুখ-মুগধী সম ভেল ॥
সহচরীগণ তব করই বিষাদ।
কো বিহি ঘটাওল ইহ পরমাদ ॥
কত কত দোতী করই পরহার।
প্রেমদাস কছু কহই না পার ॥ ৯ ॥৫৫৭ ।

কানড়া কামোদ ।

মঞ্জুতর-কুঞ্জ-তল-কেলি-সদনে ।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস রতি-রভস-হসিত-বদনে ॥
নব-ভবদশোক-দল-শয়ন-সারে ।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস কুচ-কলস-তরল-হারে ॥
কুসুম-চয়-রচিত-শুচি-বাস-গেহে ।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস কুসুম-সুকুমার-দেহে ॥

চল-মলয়-বন-পবন-সুরভি-শীতে।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস রতি-বলিত-ললিত-গীতে।
বিতত-বহু-বল্লি-নব-পল্লব-ঘনে।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস চিরমলস-পীন-জঘনে॥
মধু-মুদিত-মধুপ-কুল-কলিত-রাবে।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস মদন-রস-সরস-ভাবে॥
মধুরতর-পিক-নিকর-নিনদ-মুখরে।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস দশন-রুচি-রুচির-শিখরে॥
বিহিত-পদ্মাবতী-সুখ-সমাজে।
কুরু মুরারে মঙ্গল-শতানি
ভণতি জয়দেব-কবিরাজ-রাজে॥১০॥৩৫৮॥

কামোদ।

সহচরী বচনে সমতি ভেলি মানিনী
নাহ নিকটে তব গেল।
মনমথ কতহুঁ মনহি পরিপূরল
মনমথ জর জর ভেল॥
সুবদনী কুঞ্জে মিলল বরকান।
দারিদ ধন জনু খোই পুন পাওল
নাগর ঐছন মান॥ ধ্রু॥

কত কত ভাব বিথারল অঙ্গহি
লোচন ছল ছল পাণী।
কামুক বদন হেরি ধনী আকুল
কহতহিঁ গদ গদ বাণী ॥ ১১ ॥ ৫৫৯ ॥

গুর্জ্জরী।

মাধব তোহে পিরীতি করু কোই।
সুকপট কঠিন হৃদয় তুয়া পুন পুন
কত পরবোধব তোই ॥ ধ্রু ॥
আন সঙ্কেত আনে সঞে মিলন
আন কহিতে কহ আন।
ঐছন চাতুরী শঠ-পণ পুন পুন
মানিনী সহজে পরাণ ॥
হামারি মরম তুহুঁ ভালে ভাল জানসি
হাম নহ কামিনী নারী।
কাম-কলঙ্কিনী যব কহ দুরজনে
সো দুখ সহই না পারি ॥
প্রেম অধীন হাম নিরমল প্রেমহি
মো সঞে করহ বিলাস।
কামিনী ঠাম হেরি পুন তেজব
প্রেমদাস অভিলাষ ॥ ১২ ॥ ৫৬০ ॥

তুড়ী।

বিজিত-সরসিজ-দল-চয়-শয়নে।
বারিত-সকল-সখী-জন-নয়নে ॥

বলতি মনোমম সত্বরবচনে।
পূরয় কামমিমং শশি-বদনে ॥ ধ্রু ॥
অভিনব-বিস-কিশলয়-চয়-বলয়ে।
মলয়জ-রস-পরিসেচিত-নিলয়ে ॥
সুখয়তু রুদ্রগজাধিপ-চিত্তং।
রামানন্দ-রায়-কবি-ভণিতং ॥ ১৩ ॥ ৫৬১ ॥

কেদার।

কতহুঁ মিনতি করু কান।
মানিনী তেজল মান ॥
ছল ছল লোচন লোর।
কানু কয়ল ধনী কোর ॥
বুঝল হিয় অভিলাষ।
নিধুবন রচই বিলাস ॥
চুম্বন করইতে কান।
বঙ্কিম ঈষত বয়ান ॥
কঞ্চুকে যব কর দেল।
মুকুল হৃদয়ে তব ভেল ॥
নীবি পরশিতে কর কাঁপ।
নীরস কমলে অলি ঝাঁপ ॥
ঐছে না পূরয়ে আশ।
নাগর গদ গদ ভাষ ॥
ধনীক কথামৃত চিত।
স্বরস কহয়ে প্রকটিত ॥

পেশল মনহি অনঙ্গ।
জ্ঞান কহই ইহ রঙ্গ ॥ ১৪ ॥ ৫৬২ ॥

তথা রাগ।

গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে বয়ান রহু আরতি অনেক ॥
মনে রহু মনসিজ শুতল শেজে।
নাহি পরকাশল থোরহি লাজে ॥
মণিময় দীপ উজোরল গেহ।
সুকুসুম শেজহি ঝল মল দেহ ॥
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কার।
শারী শুক কত কপোত-ফুকার ॥
মলয় পবন বহ গন্ধ সুগন্ধ।
দ্বিজ-কুল-শবদ গীত-অনুবন্ধ ॥
সুখময় মন্দির কালিন্দী-তীর।
শুতল দুহুঁ জন কুঞ্জ-কুটীর ॥
সখীগণ হেরই ঝরকহিঁ ঝাঁপি।
আরতি অধিক তিরপিত আঁখি ॥
কোই কোই সেবই শেজক পাশ।
জ্ঞানদাস কহ পূরল আশ ॥ ১৫ ॥ ৫৬৩ ॥

ইত্যাদি সংকীর্ণ-সম্ভোগঃ।
অথ মানঃ প্রকারান্তরং ॥

ভাটিয়ারী ।

তরু পর রৈয়া শুক ফুকারিয়া
কহয়ে আপন স্বরে ।
কানুরে লইয়া চলিল ধাইয়া
পদ্মা সহচরী ঘরে ॥

শুকের বচন শুনি বিনোদিনী
অরুণ যুগল আঁখি ।
অবনত মুখে মুকুলিত স্বরে
কহে গদ গদ ভাখি ॥

পদ্মার সখীর সঙ্গতি সুন্দর
শ্যাম মধুকর-রাজ ।
যৈছে রসবতী তৈছনে রসিক
মোর সনে নাহি কাজ ॥

কাম-কলা-রসে কয়ল সরসে
জানয়ে কামের রীত ।
কামুকী বুঝিয়া কামুক নাগর
তা সঞে কয়ল প্রীত ॥

তুহুঁ যাই সখি এ সব বচন
কহবি কানুক পাশ ।
শুনিতে তুরিতে নাহ নিয়ড়ে
চলিল উদ্ধব দাস ॥ ১৬ ॥ ৫৬৪ ॥

ধানশী ।

সহচর লৈয়া যেখানে বসিয়া
আছয়ে নাগর-রাজ ।
দূতী দ্রুত-গতি যাইয়া নয়ন-
ইঙ্গিতে কহল কাজ ॥

চতুর নাগর ধরি তার কর
নিরজনে চলি যাই
কি লাগি বিরস বদন তোহারি
বিবরি কহ বুঝাই ॥

সখী কহে শুনি শুকের শবদ
আন সঞে তুয়া কাম ।
সহজে মানিনী ভৈগেল দ্বিগুণ
না শুনে তোহারি নাম ॥

এত শুনি হরি ব্যাজ পরিহরি
মিলল রাইক পাশ ।
হেরি ভেল ভীত মানিনী-চরিত
কহয়ে উদ্ধবদাস ॥ ১৭ ॥ ৫৬৫ ॥

সুহই ।

সুন্দরি দূরে কর বিপরীত রোষ ।
বনচর পাখী- বচন শুনি মানিনী
না বিচারি গুণ কিয়ে দোষ ॥

যো যৈছে পাখীক পাঠ পঢ়াওত
তৈছনে কহতহিঁ ভাখি।
কাঁহা সোই কাঁহা মুঞি কাহা বিলসন ভই
এ তুয়া সহচরী সাখী ॥
তুহুঁ যব মোহে ছোড়ি সুখ পাওবি
হাম নাহি ছোড়ব তোয়।
তুয়া পদ-নখ-মণি- হার হৃদয়ে ধরি
দিশি দিশি ফিরব রোয় ॥
এত শুনি মানিনী ঐছে কাতর বাণী
আকুল থেহ না পায়।
অভিমান পরিহরি বৈঠল সুন্দরী
আধ নয়ানে মুখ চায় ॥
নাহ রসিক বর কোরে আগোরল
তুহুঁক নয়নে ঝরু বারি।
তুহুঁ করে তুহুঁক নয়ন লোর মুছই
উদ্ধব দাস বলিহারি ॥ ১৮। ৫৬৬ ॥
ইতি শুক-মুখাৎ শ্রবণং।
ততোবংশী-ধ্বনি-শ্রবণেন যথা।

সিন্ধুড়া।

যমুনা সমীপ নীপ-তরু হেলন
শ্যামর মুরলীক রন্ধে।
রাধা চন্দ্রাবলী বিমল-মুখী
গাওয়ে গীত পরবন্ধে ॥

শুনি ধনী রাই রোখে ভেল গর গর
থর থর কম্পিত অঙ্গ ।
চন্দ্রাবলী বলি বাঁশী বাজাওত
বিলসও তাকর সঙ্গ ॥
এত কহি মানিনী মলিন ভেল বিধু-মুখী
ঢর ঢর অরুণ নয়ান ।
কহতহি চপল- চরিত সঞে পিরীতি
আজু হোয়ল সমাধান ॥
রাইক নীরস বচন শুনি এক সখী
মন মাহা দুখ-চয় পাই ।
কানুক নিয়ড়ে কহিতে সব বিবরণ
উদ্ধব সঙ্গে চলি যাই ॥ ১৯ । ৫৬৭ ॥

সুহিনী ।

শুন শুন নিলজ কান ।
কৈছন মুরলীক গান ॥
চন্দ্রাবলী বলি গীত ।
এ কিয়ে চপল-চরিত ॥
শুনি ধনী কয়লহি মান ।
কো করবি অব সমাধান ॥
শুনি হরি চমকিত ভেল ।
সো সখী সঞে চলি গেল ॥
নাগর হেরইতে রাই ।
অধিক রোখ নিয়রাই ॥

সমুখে যুড়িয়া দুই হাত।
নাগর কহে মৃদু বাত॥
হাম তুয়া করু গুণ গান।
না বুঝি করসি তুহুঁ মান॥
কাহে ভেলি অরুণ নয়ান।
উদ্ধব দাস গুণ গান॥ ২০॥ ৫৬৮॥

কেদার।

কর যোড়ি কানু কয়ল কত কাকুতি
শ্রবণে সরল ভৈ রাধা।
বিমুখ বদন পুন ফেরি নেহারই
মুদিত উদিত দিঠি আধা॥

নাগর চতুর বুঝিয়া তছু অন্তর
যাই কয়ল ধনী কোর।
হেরইতে দুহুঁক বদন দুহুঁ চর চর
দুহুঁক গলয়ে দিঠি লোর॥

ধৈরজ ধরি দুহুঁ দুহুঁ মুখ চুম্বই
গদ গদ মধুরিম ভাব।
চামর বীজন করত সখীগণ
হেরত উদ্ধব দাস॥ ২১॥ ৫৬৯॥

অথ বাক্য-স্খলনং যথা।

তিরোতা ।

দেখ রাই কানু সখী সনে
দুহুঁ বসিয়াছে নিরজনে ।
রস পরসঙ্গ কহিতে কহিতে
খলিত ভেল বচনে ॥
কহে তুয়া মুখ বলি যাই
কত চন্দ্রাবলী মিছাই ।
শ্যামর-বদনে শুনিতে বচনে
কোপে ভরল রাই ॥
কহে কি কহিল কটু ফেরি
উহ নাম শুনি পুন বেরি ।
মো সঞে কপট পিরীতি তোহারি
মরম বুঝিনু তোরি ॥
ধনী মুখ ফেরি চলি যাই ।
তব শ্যাম নাগর ক্ষেম ক্ষেম কহি
বাহু ধরল রাই ॥
কত সাধয়ে মধুর ভাখি
ভই সজল যুগল আঁখি ।
কহ শুনিতে হামারি জুড়াক শ্রবণ
অমিয়া বচন মাখি ॥
তুয়া চন্দ্র নিচয় মুখ
হেরি হোয়ত বহুত সুখ ।
তুহুঁ উলটী বুঝিয়া রোখে ভরলি
পাওলি বহুত দুখ ॥

ধনী বুঝিয়া বচন ছন্দ
তব লাজে ভৈ গেল ধন্দ।
তব ধৈরজ ধরিয়া অবনত মুখে
কহয়ে মধুর মন্দ।
তব সরমে ভরমে ভোর
শ্যাম রাই কয়ল কোর।
হেরি উদ্ধবদাস হৃদয় আনন্দ
যৈছন চাঁদ চকোর ॥ ২২ ॥ ৫৭০ ॥

ইতি বাক্যস্খলন-মানঃ।
অথ স্বপ্নদৃষ্টমানো যথা।

বিভাষ।

আপন মন্দিরে শুতিয়া সুন্দরী
দেখই ঘুমের ঘোরে।
কানু আন সঞে রভস করই
করিয়া আপন কোরে ॥
আন রমণী বিহরে রজনী
আমার নাগর কোর।
দেখিতে দেখিতে পাইয়া চেতন
মান ভরমে ভোর ॥
অলসে অবশ বয়ান নয়ন
অরুণ কমল জোর।
কোপে ভরল সব কলেবর
কহই বচন ঘোর ॥

একি বিপরীত চপল চরিত
হামারি সমুখে সঙ্গ।
গোরীচরণ সঙ্গতি মোহন
হেরই এ সব রঙ্গ ॥ ২৩ ॥ ৫৭১ ।

গান্ধার।

প্রাত সহচরী সঙ্গতি বৈঠলি
মানিনী মন ভাবই।
শ্যাম-মুখ যহিঁ পেখি পুন নাহি
সোই দেশ হাম যাবই ॥

রভস পুন-শুনি শ্যাম গুণমণি
মনহি বিচারই।
পাঞ্জি করে লই একলি নাগর
গণকিক রূপে ধাবই ॥

রাই তহি হেরি পুছই বেরি বেরি
দেশ ইহ কো নয়া হই।
সোই কহে পুন কানু বিহর ন
ভুবনে হেন না হোই ॥

বাণী ইহ শুনি রোখে পুন ধনী
পাঞ্জি তছু লেই ডারই।
শ্যাম নিরখই রোখ প্রকটই
অঙ্গ-বসন উঘারই ॥

রাই চমকিনী হাসি মুচকিনী
সোই দেশক নাশই।
রায় রঘুপতি বল্লভ সঙ্গতি
বৃন্দাবন দাস ভাষই ॥ ২৪ ॥ ৫৭২ ॥

ইতি স্বপ্ন-দৃষ্ট-মানঃ।

পুনশ্চ প্রকারান্তরং

দূত্যুক্তি।

কামিনি কানু কহল কত মোয়।
কোমল কেলি কুতূহল কমলিনী
কোনে কঠিন তরু তোয় ॥
কলিন্দীকুল কদম্ব-কানন
কুসুমিত কুঞ্জ-কুটীর।
কাম-কলহ করি কপটে কলাবতী
কানুক করহ অথির ॥
পরশিতে কান্ত কবরী কুচ কঞ্চুক
কর সরম কর বারি।
কুটিল কটাক্ষ- কুসুম-শরে কোপিনী
কিয়ে না কর হামারি ॥
করইতে কোরে কাঁপি করু কাকলি
কোকিল-কূজিত-ভাষে।
কালি কুঞ্জবনে কৈতবে কি কহল
কহত না গোবিন্দ দাসে ॥ ২৫ ॥ ৫৭৩ ॥

ইতি বিংশতি-পল্লবঃ।

পুনশ্চ মানঃ প্রকারান্তরং যথা ।

পূর্ব্বোক্তঃ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ ।

দূত্যুক্তিঃ ।

সুহই ।

শুনহ রাজার ঝি ।
লোকে না বলিবে কি ॥
মিছই করসি মান ।
তো বিনু পাগল কান ॥
আনত সঙ্কেত করি ।
তাহা জাগাইলে হরি ॥
উলটি করসি মান ।
বড়ু চণ্ডীদাস গান ॥ ১ ॥ ৫৭৪ ॥

ভৈরবী ।

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল ।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী ।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি ।
এ সখি সে সব প্রেম-কাহিনী ।
কানু ঠাম কহবি বিছুরল জানি ॥
না খোজনু দোতী না খোজনু আন ।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ ॥
অব সোই বিরাগে তুহুঁ ভেলি দোতী ।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি ॥

বৰ্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥ ২ ॥ ৫৭৫ ॥

ধানশী।

হৃদয়ক মান গোপসি তুহুঁ থোরি।
বুঝলমো খল-জন-বচনে বিভোরি ॥
বিফল মানিনি মান বাঢ়াহ।
তাকর দরশ পরশ অবগাহ॥
বিচারিতে দোষ-লেশ নাহি তাই।
গুণগণ ঐছন কাহা নাহি পাই ॥
অভিসরু ইথে যদি করু বড়ুয়াই।
গোবিন্দ দাস বচন হিয়ে নাই ॥ ৩ ॥ ৫৭৬ ॥

বরাড়ী।

ঘুচাও ঘুচাও আরে সখি ও রস জঞ্জাল।
তোমার কানুরে মোর শতেক নমস্কার ॥

অমল কুলেতে কালী যেমত দিয়াছি গো
তেমতি পাইনু পুরস্কার ॥ ধ্রু ॥

গুরু-ভয় তেয়াগিনু লাজে তিলাঞ্জলি দিনু
তেজিনু গৃহের সুখ-সাধ।
সখি দোষ দিব কারে, এতেকে না পাইনু তারে
বিধাতা সাধিলা তাহে বাদ ॥

যত্ন করি রোপিলাম অন্তরে প্রেমের বীজ
নিরবধি সিঁচি আঁখি জলে।
কেমন বিধাতা সে এমতি করিল গো
অমৃত বরিখে বিষ ফলে॥

বংশীবদন দাস ছাড়ি নিদারুণ আশ
তেজহুঁ দারুণ অভিমান।
তোমা বিনে সেই কানু, ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ তনু
দাবানলে দহে যেন প্রাণ॥ ৪॥ ৫৭৭॥

নাটিকা।

সুন্দরি আর কত মান বাঢ়ায়সি ভোর।
সো নব নাগর কাতর অন্তর
সঘনে নয়নে বহে লোর॥

তুয়া বিনু কুসুম- শয়নে ঘন কাঁপই
ঘন ঘন বহত নিশ্বাস।
তোহারি পরশ বিনু ঘামই সব তনু
খরতর বিরহ হুতাশ॥

তুয়া বিনু আন মনহি নাহি জানত
তুয়া গুণগণ করু গান।
তোহারি পরশ লাগি ধাবই অনুখণ
লোরহি করত সিনান॥ ৫॥ ৫৭৮॥

জয়জয়ন্তী।

প্রাণ-প্রিয়-দুখ শুনি শশি-মুখী
পুছই গদ গদ বোল।
অমল কুবলয়- নয়ান যুগলহি
গলয়ে ঝর ঝর লোর॥
বেশ বেশায়ল সবহি বিছুরল
চললি পরিহরি মান।
তেজল কুল-ভয় নাহি গৌরব
মনহি জাগল কান॥
পীন পয়োধর জঘন গুরুতর
ভারে গতি অতি মন্দ।
আরতি অন্তর পন্থ দূরতর
বিহিক বিরচন নিন্দ॥
গঢ়ল মনোরথে চলল সুন্দরী
বিঘন বিপদ না মান।
মিলল ভামিনী কুঞ্জ ধামিনী
দাস গোবিন্দ ভাণ॥ ৬॥ ৫৭৯॥

সুহই।

মানিনী মিলল কুঞ্জক মাঝ।
আনন্দে নিমগন নাগর-রাজ॥
আগুসারি বিনয় করহুঁ কত ছন্দ।
কতবিধ সেবন যাহে নিরবন্ধ॥
তবহুঁ বিমুখ ভেল মানিনী রাই।
কত পরকারে বুঝায়ল তাই॥

কো কিছু বচন করহ অবধান।
রাধামোহন পহুঁ যো করু গান ।। ৭ ।। ৫৮০ ।।

শ্রীরাগ।

বদন না কর মলিন ছাঁদ।
বাদে কি আওয়ে পুণিমক চাঁদ।।
অধর বান্ধুলী মধুর হাস।
নীরস না কর দীরঘ নিশাস ।।
রাই হে অব তেজহ মান।
চরণে লাগি তোহে সাধয়ে কান ।।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর।
ভাঙ্গ-ভুজঙ্গম রাহু আগোর ।।
কি ফল মোহে এতহুঁ রোষ।
জগতে বিদিত দাসক দোষ ।।
বচন-অমিয় বিনু যে নাহি জীয়ে:
মান-কুলিশ দরশায়সি কিয়ে ।।
গোবিন্দদাস চিতে এই আশ।
তেজন করয়ে মান অভিলাষ ।।৮।।৫৮১।।

তথা রাগ।

বহুক্ষণ পদতলে যব রহুঁ কান।
সখীগণ কহইতে ভাঙ্গল মান।।
দুহুঁ জন গদ গদ লোচন লোর।
কানু জানি তব কয়লহি কোর ।।

কত কত প্রেম কয়ল পুন নাহ।
ভই সঙ্কীরণ-রস-নিরবাহ॥
রাধামোহন পহুঁ গোপত যো কারী।
সো সুখ কো জন কহইতে পারি॥৯॥৫৮২॥

ধানশী।

দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ-লোর॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস॥
অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ।
মান বিরামে ভেল এক সঙ্গ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুহুঁ জন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি-বিলাস।
দূরহি দূরে রহু নরোত্তম দাস॥ ১০ ॥ ৫৮৩॥

তথা রাগ।

নিমগন দুহুঁ জন রতি-রণ রঙ্গে।
থির দামিনী নব জলধর সঙ্গে॥
কুসুম শেজোপর রাধা কান।
দুহুঁ মন পেশল মনসিজ জান॥
ঘন ঘন চুম্বই চকিত নয়ান।
কুচ-যুগ পর খরতর নখ হান॥

কুঞ্জহি দুহুঁ জন করু বহু কেলি ।
জ্ঞানদাস চিতে আনন্দ ভেলি ॥ ১১ ॥ ৫৮৪ ॥

এতানি গীতানি রাত্রৌ গেয়ানি ।
ইতি একবিংশ-পল্লবঃ
ইতি ষড়্‌বিধো মানঃ সহেতুঃ সম্পূর্ণঃ ।
অথ নির্হেতু-মানঃ ।
তত্র কারণাভাবঃ প্রতিবিম্ব-দৃষ্টৌ যথা ।

তদুচিত-শ্রীমহাপ্রভুঃ ।

বরাড়ী ।

অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা ।
সুরধুনী সিনানে চলিলা ॥
রাধিকার ভাব হৈল মনে ।
ঘন চাহে কাল জল পানে ॥
নিজ প্রতিবিম্ব দেখি জলে ।
কোপিত অন্তরে কিছু বলে ॥
টীট নাগর শ্যাম রায় ।
আন জন সহিত খেলায় ॥
কোপ করি চলে নিজ বাসে ।
কহে কিছু হররাম দাসে ॥ ১ ॥ ৫৮৫ ॥

ভূপালী ।

রসবতী রাই রসিক-বর ঠাম ।
শ্যাম-তনু মুকুরে হেরই অনুপাম ॥

নিজ প্রতিবিম্ব শ্যাম-অঙ্গে হেরি ।
রোখে কহত ধনী আনন ফেরি ॥
নাগর এত কিয়ে চঞ্চল ভেলি ।
হামারি সমুখে করু আন সঞে কেলি ।
এত কহি রাই করল তহি মান ।
আন ঠামে চললি উপেখিয়া কান ।
সহচরীগণ তবে কতয়ে বুঝায় ।
উদ্ধব দাস মিনতি করু পায় ॥ ২ ॥ ৫৮৬ ॥

শ্রীরাগ ।

সুন্দরি জানলু তুয়া দূর ভান ।
হরি নিজ মুকুরে হেরি নিজ ছাহকি
তাহে সৌতিনী করি মান ॥ ধ্রু ॥
কানন কুঞ্জে কুসুম-শরে জর জর
বয়ান হেরি পুন তোরি ।
ভাগ্যে মিলল পুন তোরে কমল-মুখি
রোখে চললি মুখ মোড়ি ॥
কত কত মুগধী যৈছে ভেল বঞ্চিত
হরি পুন তাহে না লাগি ।
তুহুঁ পুণবতী তোহে যোহি মানাওত
কি কহব তোহারি সোহাগি ॥
তো বিনু শুতল শীতল ভূতলে
দুসতর বিরহ হুতাশে ।
তুয়া কর পরশ সরস বিনি ঝাঁয়ত
তোহে কহ গোবিন্দ দাসে ॥ ৩ ॥ ৫৮৭ ॥

ধানশী।

যাহা সখীগণ সব রাই বুঝায়ত
তুরিতে আওল তাহা কান।
হেরইতে কমল- বয়নী ধনী মানিনী
অবনত করল বয়ান ॥

হেরইতে নাগর গদ গদ অন্তর
মন মাহা ভেল বহু ভীতে।
গলে পীতাম্বর চরণ-যুগল ধর
কহতহি গদ গদ চিতে ॥

সুন্দরি মিছাই করহ মুঝে মান।
নিরহেতু হেতু আনি রোখল
প্রতিবিম্ব হেরি কহ আন ॥ ধ্রু ॥

তুয়া বিনে নয়নে আন নাহি হেরিয়ে
আন সঞে না করিয়ে বাত।
তোহারি সখিনী বিনে বাত না পুছিয়ে
না বসিয়ে কাহুঁক সাথ ॥

তব তুহুঁ কাঁহে মান মুঝে করতহি
না বুঝিয়ে তুয়া মন কাজে।
উদ্ধবদাস মিনতি করি কহতহি
হেরহ নাগর-রাজে ॥ ৪ ॥ ৫৮৮ ॥

তথা রাগ।

নিজ প্রতিবিম্ব রাই যব শুনল
অবনত করু মুখ লাজে।
নিরহেতু হেতু জানি হাম রোখলু
তেজলু নাগর-রাজে॥
এত কহি রাই চীরে মুখ ঝাঁপল
বয়ান না নিকসয়ে বাণী।
রসিক শিরোমণি কোরে আগরল
রাইক অন্তর জানি॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
সবহুঁ সখীগণ চিত-পুতলী যেন
হেরত দুহুঁক চরিত॥ ধ্রু॥
পুন সবে হাসি মন্দির সঞে নিকসল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
মদন-মহোদধি- নিমগন দুহুঁ জন
উদ্ধব দাস গুণ গান॥ ৫॥ ৫৮৯॥

সুহই।

নিকুঞ্জ মন্দিরে রাই প্রবেশিলা রঙ্গে।
আপন বরণ দেখে শ্যামক অঙ্গে॥
আন রমণী কহি নিবারই দিঠি।
ফিরিয়া চলিলা ধনী শ্যাম করি পীঠ॥
আকুল গোকুলচাঁদ পসারিয়া বাহু।
শরদের চাঁদ যেন গরাসয়ে রাহু॥

দরশে বিরস কেনে শুন বিনোদিনি।
শ্যাম অঙ্গ কত কোটি দরপণ জিনি॥ ৬॥ ৫৯০॥

ত্রিস্রোতা সিন্ধুড়া।

মরকত-দরপণ শ্যাম হৃদয় মাহ
আপন মূরতি দেখি রাই।
গুরুয়া কোপে অধর ঘন কাঁপই
অরুণ নয়ান ভৈ যাই॥
দেখ দেখ কানুক রঙ্গ।
আনহি রমণী হৃদয়ে করি বঞ্চই
ঐছন না দেখিয়ে ঢঙ্গ॥
যত অনুমানি বিমুখ ভৈ বৈঠই
কানু সে পড়লহুঁ ধন্দ।
কাঁহে কমল-মুখি মোহে উপেখসি
তুহুঁ হাম নহ কিছু দ্বন্দ্ব॥
কত পরকারে মিনতি করু মাধব
তব ধনী উত্তর না দেল।
দর দর হৃদয় নয়ন-যুগ ছল ছল
মনমথে জর জর ভেল॥
চরণ-কমল করে পরশি মাথে ধরু
সরস পরশ অভিলাষ।
তুয়া বিনু রাতি দিবস নাহি জানত
কহতহিঁ প্রেমক দাস॥ ৭॥ ৫৯১॥

সুহই।

শুন ধনি কহ তুয়া কাণে।
জনি করু অরুণ নয়ানে॥
হরি হিয় অধিক উজোর।
জনি মণিময় যে মুকুর॥
কানু কোরে নহে নারী।
প্রতিবিম্ব ভেল তোহারি॥
ইথে যদি তুহুঁ করু আনে
সবহুঁ হসব তুয়া মানে॥
ঐছন কতিহুঁ না দেখি।
অবিচারে নাহ উপেখি॥
দোষ দেখি না দূষহ তাই।
গোবিন্দদাস বলি যাই। ৮॥ ৫৯২॥

তথা রাগ।

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
মাধব মিলয়ে বহুত পুণ॥
এত পরিহার করয়ে যে।
তাহারে সুন্দরি বঞ্চয়ে কে॥
দোষ নাহি কিছু নয়ানে চাহ।
আপন সরস পরশ দেহ।
হাসিয়া সুন্দরী চাহল ফিরি।
ও কর-কমল ধরল হরি॥

তুহুঁক পূরল মনের আশ ।
বীজই বীজন চৈতন্যদাস ॥ ৯ ॥ ৫৯৩ ॥

কেদার ।

বড় অপরূপ আজি পেখলু হাম ।
কি লাগিয়া তুহুঁ কয়ল মান ॥
বিবরি কহিবে সজনি হে ।
এ কথা শুনিলে আউলায় দে ॥
অতি অদভুত কোথা না শুনি ।
নাগরী উপরে নাগর মানি ॥
এই অপরূপ কোথায় না দেখি ।
হেন প্রেম তুহুঁ শেখর সাখী ॥ ১০ ॥ ৫৯৪ ॥

পুনশ্চ দিনান্তে ।

নট রাগ ।

রাধা মাধব সহচরী সাথ ।
কত কত উপজয়ে রসময় বাত ॥
না জানিয়ে প্রেম-কলহ কিয়ে ভেল ।
নিজ প্রতিবিম্ব ভানে তুহুঁ গেল ॥
চিত-পুতলী সম সহচরী থারি ।
কি কহব বচন কহই না পারি ॥
তুহুঁ জন ভেল অকারণ মান ।
এক দিশে সুন্দরী আর দিশে কান ॥
বন মাহা তুহুঁ পরবেশল যাই ।
এক তরুর মূলে বৈঠলি রাই ॥

একলি রোয়ত অবনত শির।
ঝর ঝর নয়নে গলয়ে ঘন নীর ॥
ভ্রমি ভ্রমি মাধব আওল তাহি।
হেরত তরু-মূলে রোয়ত রাই ॥
কানুক নয়নে ঝরয়ে তব লোর।
ধীরে ধীরে যাই রাই করু কোর॥
কহ গোপীকান্ত দাস কিয়ে ভেলি।
অদভুত দুহুঁক প্রেম-রস-কেলি ॥ ১১ ॥ ৫৯৫ ॥

বিহাগড়া।

ঢূড়য়ে সকল সখীগণ মেলি।
যাঁহা দুহুঁ রোয়ত তাঁহা চলি গেলি ॥
হেরল দুহুঁ জন রহু এক ঠাম।
রোয়ত সুন্দরী কোরহি শ্যাম ॥
কহ গদ গদ তব নাগর কান।
কাঁহে তুহুঁ রোয়সি কাঁহে কর মান ॥
মোছই বদন আপন-পীতবাসে।
দূরহি সহচরীগণ হেরি হাসে ॥
সখীগণ মুখ যব হেরল রাই।
লাজহি অবনত কানু-মুখ চাই ॥
উঠি চলল দুহুঁ সখী-মুখ দেখি।
তুরিতহুঁ মিলল দুহুঁ পরতেকি ॥

লাজহি দুহুঁ কিছু না কহয়ে ভাষ।
কহে গোপীকান্ত পূরল মন আশ ।।১২।।৫৯৬।।

ততঃ সম্ভোগ-পদানি জ্ঞেয়ানি ।
ইতি দ্বাবিংশতি-পল্লবঃ ।।

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ ।
ততোহেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥
সহেতুঃ ষড়্বিধোমানোনির্হেতুর্দ্বিবিধোমতঃ ;
কারণাভাসতশ্চাপি পুনশ্চাকারণাত্ততঃ ।। ইতি ।

অথাকারণ-মানঃ ।।

তিরোতা ভূপালী ।

রসবতী রাধা রসময় কান।
কো জানে কাঁহে কয়ল দুহুঁ মান ।।
দুহুঁ অতি রোখে বিমুখ হই বৈঠ ।
দুহুঁ বৃন্দাবন-বন মাহাঁ পৈঠ ।।
কি কহব রে সখি কহইতে হাস ।
কিয়ে কিয়ে অদভুত দুহুঁক বিলাস ।।
লোচন লোরে ভরি দুহুঁ পন্থ ।
পাওল তিমির নিকুঞ্জক অন্ত ।।
দুহুঁ দুহাঁ পুছইতে দুহুঁ মতি বাম ।
দুহুঁ কহলি নিজ সহচরী নাম ॥
ভরমে কহত মরমক বোল ।
সহচরী বোধে দুহুঁ দুহুঁ করু কোর ॥

যব দুহুঁ মেলি আলিঙ্গন দেল।
গোবিন্দ দাস কহত কিয়ে ভেল ॥ ১। ৫৯৭।

সুহই।

লাজ-সায়রে দুহুঁ নিগমন ভেল।
হেরইতে সবহুঁ সখী চলি গেল ॥
নিবিড় তিমিরে দুহুঁ লুকায়ল যাই।
নিয়ড়ে সখীগণ হেরত তাই ॥
যাহা যাহা লুকায়ত রাধা শ্যাম।
কত কত চাঁদ উদয় সোই ঠাম ॥
কৈছে লুকায়ল লাজে ভেল ভীত।
সখীগণ হেরত দুহুঁক চরিত ॥
যব দুহুঁ নিয়ড়ে সখীগণ গেল।
বদন চাঁদ তব অবনত কেল ॥
হাসি হাসি সহচরী দুহুঁ আগোর।
লেয়ল নিভৃত নিকুঞ্জক ওর ॥
কত কত কৌতুক কেলি-বিলাস।
মোহন নিরখই সহচরী হাস ॥ ২। ৫৯৮ ॥
ইত্যনন্তরং সম্ভোগ-পদানি জ্ঞেয়ানি।

পুনশ্চ।

কামোদ।

রাধা মাধব রতনহি মন্দিরে
নিবসই শয়ন সুখে।
রসে রসে দারুণ দ্বন্দ্ব উপজায়ল
কান্ত চলতহি রোখে ॥

নাগর-অঞ্চল করে ধনি নাগরী
হাসি মিনতি করু আধা।
নাগর হৃদয়ে পাঁচ-শর হানল
উরজ দরশি মন বাধা ॥

দেখ সখি ঝুটক মান।
কারণ কছু দুহুঁ বুঝই নাহি পারিয়ে
তব কাঁহে রোখল কান ॥ ধ্রু ॥

রোখ সমাপি পুন বাহু পসারল
তাহি মারত পাঁচ-বাণ।
অবসর জানি মানবতী রাধা
বিদ্যাপতি ইহ ভাণ ॥ ৩। ৫৯৯ ॥

ইতি মিথ্যামানঃ।

পুনশ্চ।

কেদার।

ইহ মধু যামিনী মাহ।
কাঁহে লাগি মান- দহনে তনু দহি দহি
দুহুঁ মুখ দুহুঁ নাহি চাহ ॥ ধ্রু ॥

উহ সুপুরুখ বর বিদগধ-শেখর
এ অবিচল কুল-বালা।
বিহি যো না জানল মদন ঘটায়ল
জনু জলধরে বিধু-মালা ॥

চাঁদ উদয়ে কিয়ে কুমুদিনী মুদিত
চাঁদনী বিমুখ চকোর।
ঐছন যামিনী কবহুঁ না পেখিয়ে
কিয়ে বিধি মতি ভোর॥
দুহুঁ তনু পরশ ক্ষণেক পরশহি
জলধরে দামিনী-মালা।
ঐছন কামিনী সো সুপরুখ-বর
দুহুঁক দুলহ নব বালা॥
সহচরী বচন শুনিয়া দুহুঁ হরষিত
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাস।
দুবহুঁক অনুভ পূরল মনোরথ
গোবিন্দদাস পরকাশ॥ ৪॥ ৬০০।

পুনশ্চ।

তথা রাগ।

কিসের লাগিয়া রাই হইলা মানিনী।
ভাগ্যে মিলল যাহে মধুর যামিনী॥
ভাগ্যে মিলয়ে হেন রসময় কান্ত।
তোহে বিমুখ বিধি বুঝল নিতান্ত॥
অকারণ মানে খোয়াবি নিজ দেহ।
ঐছে কুমতি দরশায়ল কেহ॥
ঐছন সহচরা শুনইতে বাত।
সুবদনী হাসি ঢুলায়ত মাথ॥
কো মানিনী কাঁহে সাধসি এহ।
কিয়ে পরলাপসি না বুঝিয়ে থেহ॥

নাগর কহ সখি কি কহসি বাণী।
কাঁহে তুহুঁ ইহা মানিনী অনুমানি॥
শুনি সহচরী সব হাসি উতরোল।
সো সখী অবনত কছু নাহি বোল॥
বিলসই দুহুঁ তবে বিবিধ বিলাস।
দূরহি নেহারই বল্লভ দাস॥ ৫। ৬০১॥

দিনান্তে।

কেদার।

দেখ রাধা-মাধব-রঙ্গ।
তনু তনু দুহুঁ জন নিবিড় আলিঙ্গন
আরতি রভস-তরঙ্গ॥
কিয়ে অনুভাব কলহ দুহুঁ উপজল
সুন্দরী মানিনী ভেল।
ঐছন প্রেম- আরতি বিছুরাইয়া
কো বিধি এত দুখ দেল॥
মানিনী বদন ফেরহি আওল
যাহা নিজ সখিনী সমাজ।
অঙ্গহি অঙ্গ- সঙ্গ-সুখ-ভঙ্গহি
জয় জয় নাগর-রাজ॥
রাইক বদন মলিন হেরি সহচরী
সচকিত লোচন হোই।
কহ বিপরীত রীত কাহে হেরিয়ে
ইহ সুখ ভাঙ্গল কোই॥

অবনত আনন করি ধনী বৈঠল
তব সখী বুঝল মান ।
কহ যত্নাথ- দাস তহিঁ কর যোড়ি
সমুখই আওল কান ॥ ৬ ॥ ৬০২ ॥

সুহই ।

সখী-উক্তি ।

কোরে রহি তু তুহুঁ মানহ দূর ।
ভিন ভিন অব তুহুঁ তুহুঁ মন ঝুর ॥
না বুঝিয়ে দারুণ প্রেম-তরঙ্গ ।
করইতে আন আন ভেল রঙ্গ ॥
সুন্দরি ঐছন সো করু মান ।
পর-বেদন হিয়ে যো নাহি জান ॥
তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান ।
সো দুখে তুহুঁ ধনী ভেল অগেয়ান ॥
ধরণী বিলম্বিত বিরস বয়ান ।
কাঁহে বাঢ়ায়সি অকারণ মান ॥
শ্যাম-কলেবর ধূলিক সাথ ।
মলিন বদন ভেল দুবরি গাত ॥
কমল-নয়ানে নীর ঘন ঘন গলই ।
তোহার কমল দিঠি নিঝরই ঝরই ॥
সো তনু ছট ফট মদনহি বাণে ।
তোহারি মরম দুখ মরমহি জানে ॥
অরুণ-নয়নী বৈঠল পিয়া পাশ ।
চরণে লাগি কহ গোবিন্দদাস ॥ ৭ ॥ ৬০৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ ।

তুড়ী ।

রূপে গুণে যৌবনে ভুবন অনুপাম ।
স্বপনে জপন মোর তোহারি ও নাম ॥
শুন বিনোদিনি রসময়ি ধনি রাধা ।
কবহুঁ করহ জনি ইহ রস-বাধা ॥ ধ্রু ॥
আঙ্গুল-আগ পরশ যব পাই ।
সুখের সায়রে রহি ওর না যাই ॥
লোচন-ইঙ্গিত করু মোহে দান ।
জ্ঞানদাস কহ অকারণ মান ॥ ৮ ॥ ৬০৪ ॥

ধানশী ।

হাসি হাসি সহচরী যবহুঁ জানাওল
ইহ তুয়া নিরহেতু মান ।
তব ধনী লাজে অধিক মুখ অবনত
বুঝল রসিক বর-কান ॥
সখীগণ ইঙ্গিতে রসিক-মুকুটমণি
কোরে আগোরল রাই ।
আনন্দে দুহুঁ জন পুন ভেল নিমগন
কৌতুক ওর না পাই ॥
ইহ অদভুত দুহুঁ দ্বন্দ্ব ।
ঐছন কতিহুঁ না হেরিয়ে ভুবনে
শুনইতে লাগয়ে ধন্দ ॥ ধ্রু ॥

দুহুঁ দুহুঁ সরস পরশ পুন বাঢ়ল
দুহুঁ দুহুঁ অধিক উল্লাস।
নিকটহি চামর করে করি হেরত
তঁহি রাধামোহন দাস ॥ ৯ ॥ ৬০৫ ॥

ইতি অকারণ-মানঃ সম্পূর্ণঃ।

ইতি দ্বিতীয়-শাখায়াং ত্রয়োবিংশতি-পল্লবঃ ॥

সংকীর্ণ-সম্ভোগস্থ রসোদ্গারঃ ॥

কামোদ।

মান-দহনে মোর তনু ভেল জর জর
শুতল মন্দির মাঝ।
কানু নিয়ড়ে আসি চরণ সম্বাহই
ঐছন বিদগধ-রাজ ॥
সো কর কিশলয়- পরশে তনু আকুল
সখী বলি করিনু সন্তোষ।
বাহু পসারি আলসি মুখ চুম্বই
পুন মুখ হেরি লহু হাস ॥
সজনি কি কহব তাকর কাজ।
যে ছিল মনোরথ কয়লহি অভিমত
কহইতে নাহি রহে লাজ ॥ ধ্রু ॥
ঐছে রসিক সঞে যো ধনি রোখয়ে
কৈছন তাকর চিত।
হাম পুন তা সঞে কবহুঁ না রোখব
দলপতি কহ সমুচিত ॥ ১ ॥ ৬০৬ ॥

সুহই।

শুন সাঙ্গাতিনি নাগর-চতুর-পণা।
বিনহি সাধনে ভাঙ্গিলে কানাই
মানিনীর মান-পণা॥

মুখের শিঙ্গার করিতে আছিনু
মুকুর লইয়া মুঠে।
টাট কানাঞি অঙ্গ নিরখয়ে
দাণ্ডাঞা আমার পিঠে॥

চিকণ কালিয়া আধেক দেখিনু
আধ মুকুরের পাশে।
গীম মোড়া দিয়া ফিরিয়া চাহিতে
চুম্ব দিয়া দিয়া হাসে॥ ২॥ ৬০৭॥

তথা রাগ।

সজনি কি কহব কৌতুক ওর।
অলখিতে হাত হাত মোর সরবস
মান-রতন গেও চোর॥ ধ্রু॥

অবনত বয়ানে যবহুঁ হাম বৈঠলু
বিগলিত কুন্তল-ভার।
উর অম্বর সরি সুত চরণ ধরি
গাঁথিয়ে মোতিম-হার॥

লহু লহু পদ করি নূপুর পরিহরি
কৈছে আওল সেই ঢীট।
শির শপথি দেই সখীগণে নিষেধই
লুকি রহল মঝু পিঠ॥

মৃগমদ চন্দনে মন চঞ্চল ভেল
হেরইতে বঙ্কিম গীম।
চিবুক চিকুরে ধরি মুখ সমুখে করি
চুম্বয়ে বয়নক সীম॥

ঘন ঘন চুম্বন দৃঢ় পরিরম্ভন
রহল হিয়ে হিয়ে লাগি।
কবিশেখর কহ মদন শুতি রহ
চমকি উঠয়ে জনু জাগি॥ ৩॥ ৬০৮॥

ধানশী।

শ্যাম-তনু কিয়ে তিমির বিরাজ।
সিন্দূর-চিহ্ন কিয়ে আরকত সাজ॥
তরল তার কিয়ে টুটল হার।
নখ-পদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার॥
ঐছে দোষাকর হেরইতে কান।
প্রাতরে পহিল রজনী ভেল ভান॥
পুন অনুমানিতে হাম ভেল ভোর।
ঢীট কানাঞি কয়ল মোহে কোর॥

তবহুঁ যতন করি করইতে মান ।
হাস-কুমুদে তহি সব করু আন ॥
মানিনী-মান-গরব ভেল চূর ।
নাগর আপন মনোরথ পূর ॥
তবহুঁ না জানল দিন কিয়ে রাতি ।
গোবিন্দদাস কহ সমুচিত শাতি ॥ ৪ ॥ ৬০৯ ।

ভূপালী ।

আছিনু হাম অতি মানিনী হোই ।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই ॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ ।
কানু আওল তহিঁ দোতীক সঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
বেণী বানাইয়া চাঁচর কেশ ।
নাগর-শেখর নাগরী-বেশ ॥
পহিরলি হার উরজ করি উরে ।
চরণহি নেয়ল রতন-নূপুরে ॥
পহিলহিঁ চলইতে বামপদাঘাত ।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত ॥
হেরি হাম সচকিত আদর কেল ।
অবনত হেরি কোর পর নেল ॥
সো তনু সরস পরশ যব ভেল ।
মানক গরব রসাতল গেল ॥
নাসা পরশি রহল হাম ধন্দ ।
বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ ॥ ৫ ॥ ৬১০ ॥

ভূপালী ।

বড়ই চতুর মোর কান ।
সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান ॥
যোগি-বেশ ধরি আওল আজ ।
কো ইহ সমঝব অপরূপ কাজ ॥
শাস বচনে হাম ভিখ লই গেল ।
মঝু মুখ হেরইতে গদ গদ ভেল ॥
কহ তব মান-রতন দেহ মোয় ।
সমুঝল তব হাম সুকপট সোয় ॥
যো কিছু কয়ল তব কহইতে লাজ ।
কোই না জানল নাগর-রাজ ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি রাই ।
কিয়ে তুহুঁ সমুঝবি সো চতুরাই ॥ ৬ ॥ ৬১১ ॥

ইত্যাদি সংকীর্ণ-সম্ভোগস্ত রসোদ্গারঃ ।

তত্র মিলনং ।

শঙ্করাভরণ বা ধানশী ।

চলিল নিতম্বিনী যমুনা সিনানে ।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী গজ-গতি-ভানে ॥
তৈল হলদি কোই আমলকী নেল ।
সুবরণ ঘট লই কোই চলি গেল ॥
জানি নাগরবর চলু ধীরে ধীরে ।
আওসরি আওল কালিন্দীর তীরে ॥

একলি কানু খেলই জল মাহি।
সহচরী মেলি ধনী মিলল তাহি॥
আন জন কোই নাহি তব সাথ।
নাগর হেরি ঢুলায়ত মাথ॥
কাহুঁক জল দেই কাহুঁক পঙ্ক।
কাহুঁক চুম্বই ধাই নিশঙ্ক॥
হেরি সব সহচরী চমকিত ভেল।
ঝটিতহিঁ ধাই রাই লই গেল॥
কণ্ঠ-মগন জলে দুহুঁ এক ঠাম।
পূরল দুহুঁক মনোরথ কাম॥
কহ কবিশেখর সহচরী পাশ।
হোর দেখ রাধা কানু বিলাস॥ ৭ ॥ ৬১২ ॥

তথা রাগ।

তুরিতহি সুন্দরী কানুক পরিহরি
আওল সহচরী মাঝ।
লাজহি বদন- কমল নাহি তোলয়ে
দূরহি হেরয়ে রসরাজ॥

সহচরী নিয়ড়ে মিললপুন মাধব
হেরি সবে চমকিত ভেল।
কাহুঁকে চুম্বই কাঁচুলী ফারই
কাহুঁকে আলিঙ্গন কেল॥

কত কত ভাতি বিলসি তনু মাধব
তুরিতে চলল নিজ গেহ।
[illegible]মাপি তীরে উঠি সুবদনী
মোছল আপন দেহ॥

নিজ নিজ মন্দিরে আওল সখীগণ
কত কত কৌতুক রঙ্গে।
চরণ পাখালই শেখর সহচরী
আপন গণ লেই সঙ্গে॥ ৮॥ ৬১৩॥

অথ প্রার্থনা।

জয় রে জয় রে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর
জয় নিত্যানন্দ রায়।
জয় সীতানাথ গৌর ভকতগণ
সবে দেহ পদ-ছায়॥

জয় জয় মোর আচার্য্য ঠাকুর
অগতি-পতিত-গতি।
করুণা করিয়া স্বচরণে রাখ
এ মোর পাপিষ্ঠ মতি॥

তোমার চরণে ভরসা কেবল
না দেখি আর উপায়।
মোর দুষ্ট মনে রাখ শ্রীচরণে
এই মাগো তুয়া ঠায়॥

মনে মনোরথ আমার

সকল জানহ তুমি।

পূর সব আশ

কি আর কহিব আমি ॥

ইতি সংকীর্ণ-সম্ভোগস্ত রসোদ্গারঃ।

দ্বিতীয়-শাখায়াং চতুর্ব্বিংশতি-পল্লবঃ।

ইতি পদ-কল্পতরু-গ্রন্থে দ্বিতীয়-শাখা সম্পূর্ণা ॥